# অনুসন্ধান

# কিতাবুল মোকাদ্দস

## একটি পূর্ণ অধ্যয়ন কিতাবুল মোকাদ্দস

## নবীদের কিতাব : নহিমিয়া

**BACIB VERSION**

**গবেষণা, গ্রন্থনা ও সম্পাদনা:** সামসুল আলম পলাশ (এম. টিএইচ)

**প্রকাশক :**

**বিবলিক্যাল এইডস্ ফর চার্চেস এণ্ড ইনষ্টিটিউশনস্ ইন বাংলাদেশ (BACIB) এবং ইন্টারন্যাশনাল বাইবেল চার্চ (IBC)**

**Exploratory Kitabul Moqaddas (অনুসন্ধান কিতাবুল মোকাদ্দস)**

Bible Text: BACIB VERSION KM

Copyright © Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)

Study materials are taken from: Various sources of published Study Bibles, Bible Handbooks and Commentaries.

**List of the Various Sources:**

- The NIV Study Bible, published by the Zondervan Corporation, 1985
- GNB Study Bible, published by United Bible Societes, 2001
- New Unger's Bible Handbook, published by LD, ABWE, 2001
- Halley's Handbook, published by Zondervan, 1961
- New Bible Commentary, published by Universities and Colleges Christian Fellowship, 1994
- New Testament Commentary, published by PCB, 2007
- Bijoy Study Bible, published by AOG, Bangladesh, 2006
- Life Application Study Bible, published by Tyndale House Publishers, Inc. and Zondervan Publishing House, 1988
- Kitabul Moqaddas Dictionary, published by BACIB, 2010

**Research, Study, Translation, Editing and Rewriting:** Shamsul Alam Polash (M. Th)

**Co-translator:** Joash Nitol Baroi, Samuel Alam Ricky, Bitu Bakshi

**Graphics and Maps:** Ruth Salome

**This *Exploratory Kitabul Moqaddas* has been developed and Printed under the partnership program with Light Foundation Bangladesh.**

**Published by:**
**Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)**
Road # 4, House # 12, Sector # 7, Uttara, Dhaka 1229
Phone and Email to Contact: 01789822058; contact@ibc-bacib.com; bacib321@gmail.com

**Visit: www.ibc-bacib.com**

BACIB | International Bible CHURCH

# নবীদের কিতাব : নহিমিয়া

### ভূমিকা

**লেখক ও নামকরণ**

নহিমিয়া এই কিতাবের মূল চরিত্র এবং এতে তাঁর নিজের লিপিবদ্ধকৃত কিছু কথা রয়েছে। তবে তিনি পুরো কিতাবটির রচয়িতা নন। সম্ভবত এর লেখক হলেন স্বয়ং উযায়ের (উযায়ের কিতাবের ভূমিকা দেখুন)।

**সময়কাল**

নহিমিয়া কিতাবের পটভূমির সুস্পষ্ট সময়কাল সম্পর্কে জানতে হলে উযায়ের কিতাবের ভূমিকা দেখুন। উযায়েরের আবির্ভাবের ১৩ বছর পর ৪৪৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে নহিমিয়া জেরুশালেমে এসে পৌঁছান। ৪৩৩ ও ৪২৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে কোন এক সময় তিনি আবারও পরিদর্শনের জন্য ফিরে আসেন। সম্ভবত এই ২০ বছর সময়কালে তিনি বেশ কয়েকবারই পারস্য রাজধানী থেকে জেরুশালেমে আসা যাওয়া করেন।

**বিষয়বস্তু**

নহিমিয়া কিতাবের বিষয়বস্তু হচ্ছে লোকদের প্রতি মাবুদের সুরক্ষা এবং তৌরাত শরীফ (নবী মূসার শরীয়ত) সঠিকভাবে অনুসরণ করে চলার জন্য তাদের বিশ্বস্ততা ও এবাদতে তাদের বিশ্বস্ততার প্রয়োজনীয়তা।

**উদ্দেশ্য, প্রেক্ষাপট ও পটভূমি**

নহিমিয়া ও উযায়ের কিতাবের উদ্দেশ্য, পটভূমি ও প্রেক্ষাপট একই (উযায়ের কিতাবের ভূমিকা দেখুন)।

**প্রধান বিষয়বস্তুসমূহ**

১. মাবুদ আল্লাহ্ মুনাজাত শোনেন (১:৪-৬)।
২. আল্লাহ্ তাঁর মহান পরিকল্পনা সাধনের জন্য ক্ষমতাশালী শাসকদের মধ্য দিয়েও তাঁর বেহেশতী কর্ম সাধন করে থাকেন (যেমন ২:৮)।
৩. মাবুদ আল্লাহ্ তাঁর লোকদেরকে রক্ষা করে থাকেন; এ কারণে তাদের ভীত হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই (৪:১৪)।
৪. আল্লাহ্ লোকেরা ক্রমাগতভাবে গুনাহ্ করে যাওয়ার পরও তিনি তাদের প্রতি দয়াশীল ও তিনি তাঁর ওয়াদার প্রতি সব সময় বিশ্বস্ত (৯:৩২-৩৫)।
৫. আল্লাহ্র লোকদের জীবনের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে এবাদত বন্দেগী এবং এর সাথে জড়িত রয়েছে স্বেচ্ছায় ও আনন্দের সাথে তাদের সম্পদ উৎসর্গ করা (১০:৩২-৩৯)।
৬. আল্লাহ্র লোকদের সব সময় নিজেদের নৈতিক দুর্বলতার বিরুদ্ধে সুরক্ষিত থাকতে হবে (অধ্যায় ১৩)।

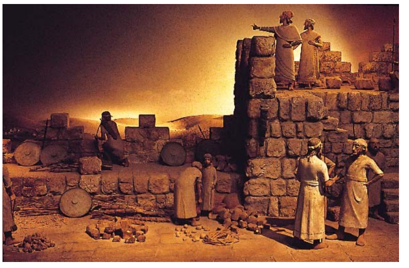

**নাজাতের ইতিহাসের সার সংক্ষেপ**

বন্দীদশার পর আল্লাহ্র তাঁর লোকদেরকে তাদের প্রতিজ্ঞাত দেশে আবার নতুন করে সংগঠিত করে তুললেন, যেন তিনি ইব্রাহিমের কাছে যে ওয়াদা করেছিলেন তা পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে। আল্লাহ্র লোকদেরকে অবশ্যই শরীয়তের চুক্তির প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে হবে, আল্লাহ্ তাদেরকে যে অনুগ্রহ দানের মধ্য দিয়ে ক্ষমা করেছেন সেই অনুগ্রহ ধরে রাখতে হবে এবং তাদের সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনে পবিত্রতা ও শুদ্ধতার অনুশীলন করতে হবে। আল্লাহ্ তাঁর লোকদের প্রতি অনুগ্রহ করে নবী ও শিক্ষক উযায়ের এবং শাসনকর্তা নহিমিয়াকে তুলে এনেছিলেন, যেন তাঁরা পুনর্গঠনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় কঠিন পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের মধ্য দিয়ে তাঁর লোকদেরকে নেতৃত্ব দেন। ৮-১০ অধ্যায়ের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের বর্ণনায় এই নতুনীকরণ বা পুনর্গঠনের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। সেখানে লোকেরা তাদের অতীতের অবিশ্বস্ততার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছে এবং এই দুনিয়াতে আলো নিয়ে আসার জন্য ইসরাইল জাতির মিশন সফল করে তোলা থেকে শুরু করে তাদের জীবনের সমস্ত কিছুই যে আসলে আল্লাহ্র করুণা ও অনুগ্রহ এবং তাঁর ওয়াদার প্রতি বিশ্বস্ততার উপরে নির্ভর করে এটি তারা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। ("নাজাতের ইতিহাস" এর ব্যাখ্যা জানতে হলে কিতাবুল মোকাদ্দসের পর্যালোচনা দেখুন। সেই সাথে দেখুন পুরাতন নিয়মের নাজাতের ইতিহাস: মসীহের জন্য পথ প্রস্তুতকরণ।)

**সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যসমূহ**

নহিমিয়া কিতাবের কাহিনী মূলত উযায়ের কিতাবেরই পরবর্তী চলমান ঘটনাপ্রবাহ। এখানে দুটি প্রধান ঘটনা আমরা দেখতে পাই: জেরুশালেম নগরীর প্রাচীর পুনর্নির্মাণ এবং বন্দীদশা থেকে ফিরে আসা লোকদের চুক্তির বাধ্যবাধকতা পূরণের জন্য পুনরায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ

হওয়া। প্রায় প্রত্যেক প্রকার মানুষের জন্যই এই কিতাবটিতে কিছু না কিছু রয়েছে। এই কিতাবটি একাধারে একজন সেনা প্রধানের দিনলিপি, একজন শাসনকর্তার প্রতিবেদন, একজন সরকারী কর্মকর্তার নথিপত্র, একজন ব্যবস্থাপকের হালখাতা, এবং একজন সাধারণ নাগরিকের আত্মজীবনী – এত কিছু এক সাথে এই ছোট কিতাবটিতে আমরা পাই। কিতাবটির ঘটনা-প্রবাহের ব্যাপ্তি প্রায় ১৩ বছরের। এই কিতাবটির প্রাঞ্জলতা অনেকটাই আমরা পাই এর মূল চরিত্র নহিমিয়াকে ঘিরে, যিনি কিতাবটির প্রতিটি পাতায় আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আগত একজন দৃঢ় প্রত্যয়ী নেতা হিসেবে দেখা দিয়েছেন।

নহিমিয়া কিতাবে উযায়ের কিতাবের মত একই ধরনের গদ্যমূলক ও প্রামাণ্য বিষয় (বিভিন্ন বস্তুর ও সম্পদের তালিকা, বংশ-তালিকা, ইত্যাদি) রয়েছে, কিন্তু এর সাথে কিতাবটিতে ধারা বর্ণনার প্রচ্ছন্ন প্রভাব রয়েছে। জেরুশালেম নগরীর দেয়াল নির্মাণের কাহিনীটি পুরোপুরি দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের গল্প, যেখানে একই সাথে রোমাঞ্চ ও বীরত্বগাথা প্রকাশ পায়। শরীয়ত পুনঃস্থাপনের অনুষ্ঠানটি (৮-৯ অধ্যায়) হচ্ছে কিতাবুল মোকাদ্দসের অন্যতম প্রধান একটি নাটকীয় ঘটনা। মূল চরিত্র নহিমিয়া অত্যন্ত কর্তৃত্বপরায়ণ একজন ব্যক্তি হওয়ায় কিতাবটিকে একটি বীরগাথা হিসেবে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু বেশ কয়েকবারই বিভিন্ন বস্তুর বর্ণনা দেওয়ার কারণে কাহিনীর গতিধারা কিছুটা ব্যাহত হয়েছে, যা লেখকের ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাখ্যা দেয়। যেহেতু এই কিতাবটির অধিকাংশই প্রথম পুরুষে, অর্থাৎ গল্প কথকের ঢঙ্গে রচিত হয়েছে, সে কারণে কিতাবটিতে আত্মজীবনীর স্বাদও পাওয়া যায়।

**নহিমিয়ার সময়কালে পারস্য সাম্রাজ্য**

৪৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ

নহিমিয়ার সময়কালে পারস্য সাম্রাজ্য তার সীমারেখা সর্বোচ্চ দূরত্ব পর্যন্ত সম্প্রসারিত করতে পেরেছিল। সে সময় সমগ্র মধ্য প্রাচ্য ও এশিয়া মহাদেশ পারস্য সাম্রাজ্যের অধিকারভুক্ত হয়েছিল। ৫৩৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সম্রাট মহান সাইরাসের নেতৃত্বে পারস্য সৈন্যবাহিনী ব্যাবিলনীয়দেরকে পরাজিত করে এবং তাদের সম্পূর্ণ ভূখণ্ড পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে তোলে। এই অধিকারভুক্ত ভূখণ্ডের মধ্যে ইসরাইল ও এহুদাও ছিল (যা নদীর ওপার নামে পরিচিত ছিল)। পরের বছরই সাইরাস এহুদার অধিবাসীদেরকে সরুব্বাবিলের নেতৃত্বে তাদের নিজ পিতৃপুরুষদের ভূখণ্ডে ফিরে যেতে এবং মাবুদ আল্লাহ্‌র এবাদতখানা বায়তুল মোকাদ্দস পুনর্নির্মাণ করার আদেশ দেন। ৪৪৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে নহিমিয়াকে জেরুশালেম নগরীর ভগ্ন প্রাচীল পুনর্নির্মাণ অনুমতি দিয়ে জেরুশালেমে পাঠানো হয়।

**প্রধান আয়াত:** "ইলূল মাসের পঞ্চবিংশ দিনে, বাহান্ন দিনের মধ্যে প্রাচীর সমাপ্ত হল। পরে আমাদের সমস্ত দুশমন যখন তা শুনতে পেল, তখন আমাদের চারদিকের জাতিরা সকলে ভয় পেল এবং নিজেদের দৃষ্টিতে নিতান্ত লঘু মনে করলো, কেননা এই কাজ যে আমাদের আল্লাহ্‌ দ্বারাই হল, এই বিষয়টি তারা বুঝতে পারলো" (৬:১৫, ১৬)

**প্রধান প্রধান লোক:** নহিমিয়া, উজায়ের, সনবল্লট, তবিয়

**প্রধান স্থান:** জেরুশালেম

**নহিমিয়ার কিতাবের রূপরেখা:**

১. হযরত নহিমিয়ার জেরুশালেম যাত্রা ও প্রাচীর নির্মাণ (১:১-২:২০)
   - ক. নহিমিয়ার মনোদুঃখ ও মুনাজাত (১:১-১১)
   - খ. নহিমিয়ার জেরুশালেম যাত্রার জন্য অনুমতি লাভ ও প্রাচীরের অবস্থা পর্যবেক্ষণ (২:১-১৬)
   - গ. প্রাচীর পুনর্নির্মাণের সিদ্ধান্ত ও বিরোধিতার চিহ্ন (২:১৭-২০)

২. নানা রকম বিরোধিতা সত্ত্বেও প্রাচীর পুনর্নির্মাণ (৩:১-৭:৪)
   - ক. জেরুশালেমের প্রাচীর পুনর্নির্মাণ শুরু করা (৩:১-৩২)
   - খ. প্রাচীর পুনর্নির্মাণে বাধা (৪:১-২৩)
   - গ. দরিদ্রদের উপরে দৌরাত্ম্য নিবারণ (৫:১-১৯)
   - ঘ. নহিমিয়ার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও প্রাচীর নির্মাণ সমাপ্তকরণ (৬:১-৭:৪)
   - ঙ. জেরুশালেমে প্রথম প্রত্যাগত লোকদের তালিকা (৭:৫-৭৩)

৩. পাক-কিতাব প্রকাশ্যে পাঠ ও শরীয়ত পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা (৮:১-১০:৩৯)
   - ক. পাক-কিতাব পাঠ (৮:১-৮)
   - খ. লোকদের মধ্যে আনন্দ (৮:৯-১২)
   - গ. কুটির উৎসব পালন (৮:১৩-১৮)
   - ঘ. ইহুদীদের রোজা, গুনাহ্‌ স্বীকার ও নিয়মস্থাপন (৯:১-৩৮)
   - ঙ. সীলমোহরকারীদের তালিকা ও নিয়মের বিষয়বস্তু (১০:১-৩৯)

৪. জেরুশালেম ও আশেপাশের লোক ও ইমাম ও লেবীয়গণ (১১:১-১২:৪৩)
   - ক. জেরুশালেম ও আশেপাশের ইহুদীদের তালিকা (১১:১-৩৬)
   - খ. ইমাম ও লেবীয়দের তালিকা (১২:১-২৬)
   - গ. জেরুশালেমের প্রাচীর প্রতিষ্ঠা (১২:২৭-৪৩)

৫. নহিমিয়া সমাজের লোকদের সমস্যা নিয়ে কাজ করেন (১২:৪৪-১৩:৩১)

# নহিমিয়া কিতাবের ঘটনাপ্রবাহের সময়কাল

| ঘটনা | মাস/দিন | বছর | আয়াত |
|---|---|---|---|
| হনানি জেরুশালেম থেকে নহিমিয়ার কাছে প্রতিবেদন নিয়ে আসেন (প্রথম আর্টাজারেক্সেসের শাসনামলের ২০ তম বছরে) | | ৪৪৫-৪৪৪ খ্রী.পূ. | ১:১ |
| বাদশাহ্‌ আর্টাজারেক্সেসের সামনে নহিমিয়া | ১ | ৪৪৫ | ২:১ |
| নহিমিয়া জেরুশালেমের প্রাচীর সম্পর্কে খোঁজ নেওয়ার জন্য আসেন | | ৪৪৫ | ২:১১ |
| জেরুশালেমের দেয়াল নির্মাণের কাজ শেষ হয় | ৬/২৫ | ৪৪৫ | ৬:১৫ |
| ইসরাইলের লোকেরা একত্রিত হল | ৭ | ৪৪৫ | ৭:৭৩ – ৮:১ |
| ইসরাইলের লোকেরা কুটির নির্মাণ করে কুটির-উৎসব পালন করে | ৭/১৫-২২ | ৪৪৫ | ৮:১৪ |
| ইসরাইলের লোকেরা রোজা রাখে ও গুনাহ্‌ স্বীকার করে | ৭/২৪ | ৪৪৫ | ৯:১ |
| নহিমিয়া জেরুশালেমে ফিরে আসলেন (প্রথম আর্টাজারেক্সেসের শাসনামলের ৩২ তম বছরে) | | ৪৩৩-৪৩২ | ৫:১৪; ১৩:৬ |

# দেশে ফিরে যাওয়া : ইসরাইলের দুটি মহা যাত্রা

| যাত্রার বিষয়গুলো কি কি? | মিসর থেকে ইসরাইলদের যাত্রা | বন্দিদশা থেকে ফিরে আসা |
|---|---|---|
| ♦ তারা কোথায় ছিল? | মিসর (প্রায় ৪৩০ বছর) | ব্যাবিলন (৭০ বছর) |
| ♦ কতজন ছিল? | প্রায় ১০ লক্ষ | ৬০,০০০ |
| ♦ তাদের যাত্রা কত দিন সময় নিয়েছিল? | ৪০ বছর এবং ২ বারের চেষ্টা | ১০০ বছর এবং ৩টি যাত্রা |
| ♦ কে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন? | মূসা/হারুন/ইউসা | সরুব্বাবিল/উযায়ের/নহিমিয়া |
| ♦ উদ্দেশ্য কি ছিল? | প্রতিজ্ঞাত দেশ পুনরায় দাবি করা | এবাদতখানা এবং জেরুশালেম শহর পুনরায় নির্মাণ করা। |
| ♦ তারা কি কি বাধার সম্মুখীন হয়েছিল? | লোহিত সাগর/মরুভূমি/শত্রুগণ | ধ্বংস/সীমিত সম্পদ/শত্রুগণ |
| ♦ তারা কি কি ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল? | অভিযোগ/অবাধ্যতা/মূর্তিপুজা– এই সবই একটি কয়েক সপ্তাহর যাত্রাকে ৪০ বছরের অগ্নিপরীক্ষায় রূপান্তরিত করেছিল। | ভয়/নিরুসাহ/অনাগ্রহ– এই সকল কিছু কয়েক মাসের একটি প্রকল্পকে এমন কিছুতে নিয়ে গিয়েছিল যা শেষ করতে শত বছর প্রয়োজন হয়েছিল। |
| ♦ তাদের কি কি সফলতা রয়েছে? | শেষ পর্যন্ত প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রবেশ করেছিল। | শেষ পর্যন্ত জেরুশালেমের এবাদতখানা এবং দেয়াল পুনঃনির্মাণ করা হয়েছিল। |
| ♦ তারা কি কি শিক্ষা লাভ করেছিল? | আল্লাহ্‌ই তাঁর জাতিকে গঠন করবেন। আল্লাহ্‌ বিশ্বস্ত এবং ন্যায়পরায়ণ উভয়ই। আল্লাহ্‌র তাঁর প্রতিজ্ঞা সত্যি করার জন্য মহা কার্যসমূহ সাধন করবেন। | আল্লাহ্‌ তাঁর জাতিকে রক্ষা করবেন। একটি বাছাইকৃত জাতি, তাদের জন্য একটি দেশ এবং নিজের বিষয়ে তাদের কাছে প্রস্তাব রাখার পরিকল্পনা আল্লাহ্‌ বহাল রাখবেন। |

## হযরত নহিমিয়ার মনোদুঃখ ও মুনাজাত

**১** [1] বিশতম বছরে কিশ্‌লেব মাসে আমি শূশন
রাজধানীতে ছিলাম। [2] তখন হনানি নামে
আমার ভাইদের এক জন এবং এহুদা থেকে
কয়েকজন লোক আসলে আমি তাদেরকে যারা
বন্দীদশা থেকে ফিরে ইহুদীদের ও
জেরুশালেমের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। [3] তখন
তারা আমাকে বললো, সেই অবশিষ্ট লোকেরা
অর্থাৎ যারা বন্দী দশা থেকে অবশিষ্ট থেকে সেই
প্রদেশে ফিরে এসেছে, তারা অতিশয় দুরবস্থা ও
গ্লানির মধ্যে রয়েছে এবং জেরুশালেমের প্রাচীর
ভেঙ্গে গেছে ও তার সমস্ত দ্বার আগুন দিয়ে
পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।
[4] এই কথা শুনে আমি কিছুদিন বসে কান্নাকাটি
ও শোক করলাম এবং বেহেশতের আল্লাহ্‌র
সাক্ষাতে রোজা ও মুনাজাত করলাম। [5] আমি
বললাম, আরজ করি, হে মাবুদ বেহেশতের
আল্লাহ্‌, তুমি মহান ও ভয়ঙ্কর আল্লাহ্‌; যারা
তোমাকে মহব্বত করে ও তোমার সমস্ত হুকুম
পালন করে, তাদের পক্ষে তুমি নিয়ম ও রহম
পালন করে থাক। [6] এখন তোমার গোলামের
মুনাজাত শুনবার জন্য তোমার কান ও চোখ
খোলা থাকুক। সম্প্রতি আমি তোমার গোলাম ও
বনি-ইসরাইলদের জন্য দিনরাত তোমার কাছে
মুনাজাত করছি এবং বনি-ইসরাইলদের সমস্ত
গুনাহ্‌ স্বীকার করছি; বাস্তবিক আমরা তোমার
বিরুদ্ধে গুনাহ্‌ করেছি; আমি ও আমার
পিতৃকুলও গুনাহ্‌ করেছি। [7] আমরা তোমার
বিরুদ্ধে অতিশয় দুষ্কর্ম করেছি; তুমি তোমার
গোলাম মূসাকে যেসব হুকুম, বিধি ও অনুশাসন
হুকুম করেছিলে, তা আমরা পালন করি নি।
[8] আরজ করি, তুমি তোমার গোলাম মূসাকে যে

[১:১] উজা ৪:৯; ইষ্টের ২:৮।
[১:২] ২বাদশা ২১:১৪; ইয়ার ৫২:২৮।
[১:৩] লেবীয় ২৬:৩১; ইশা ২২:৯; মাতম ২:৯।
[১:৪] ২খান্দান ২০:৩; উজা ৯:৪; দানি ৯:৩।
[১:৫] দ্বিঃবি ৭:৯; দানি ৯:৪।
[১:৬] ১বাদশা ৮:২৯।
[১:৭] জবুর ১০৬:৬।
[১:৮] লেবীয় ২৬:৩৩।

---

**১:১ মনোদুঃখ ও মুনাজাত।** মূলত এটি একটি পৃথক কিতাবের শিরোনাম হিসেবে দেখা যায় (ইয়ার ১:১; আমোস ১:১ দেখুন), যদিও উযায়ের ও নহিমিয়া কিতাব দুটি শুরুতে একটি অখণ্ড কিতাব ছিল (উযায়ের কিতাবের ভূমিকা: উযায়ের ও নহিমিয়া দেখুন)।

**নহিমিয়া।** এই নামের অর্থ "মাবুদ সান্ত্বনা দেন"।

**কিশ্‌লেব মাসে।** নভেম্বর-ডিসেম্বর, ৪৪৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ।

**শূশন।** উযায়ের ৪:৯ আয়াতের নোট দেখুন।

**১:২ হনানি।** সম্ভবত হনানিয় নামের একটি সংক্ষিপ্ত রূপ, যার অর্থ "মাবুদ অনুগ্রহশীল"।

**আমার ভাইদের এক জন।** ৭:২ আয়াত দেখুন। Elephantine papyri-তে একজন হনানির নামের উল্লেখ রয়েছে যিনি জেরুশালেমে ইহুদীদের সমস্ত বিষয় দেখভাল করার দায়িত্বে নিযুক্ত প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। অনেকে বিশ্বাস করেন তিনিই হলেন নহিমিয়ার ভাই এবং তিনি নহিমিয়ার প্রথম ও দ্বিতীয় শাসনকালের মধ্যবর্তী সময়ে শাসনকার্য পরিচালনা করেছিলেন।

**ইহুদী অবশিষ্টরা।** উযায়ের ৯:৮ দেখুন এবং পয়দা ৪৫:৭; ২ বাদশাহ্‌ ১৯:৩০-৩১; ইশা ১:৯; ১০:২০-২২; জাকা ৮:২৩ আয়াতের নোট দেখুন।

**১:৩ প্রদেশ।** উযায়ের ২:১ আয়াতের নোট দেখুন। জেরুশালেমের প্রাচীর ভেঙ্গে গেছে। নগরীর দেয়াল না থাকার অর্থ হল এর অধিবাসীরা শত্রুদের সামনে একেবারেই অরক্ষিত অবস্থায় ছিল। থিওসিডাইডাস Thucydides (১.৮৯) এর সাথে ৪৮০-৪৭৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের এথেন্সের অবস্থা তুলনা করেছেন, যা পারসীয়দের দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। ১৯৬১-৬৭ খ্রীষ্টাব্দে জেরুশালেমের প্রত্নতাত্ত্বিক খননকারীরা বিষয়টি আবিষ্কার করেন যে, পূর্ব দিকের ঢালের একটি অংশে প্রাচীর ছিল না, যা জেরুশালেম নগরীর অরক্ষিত অবস্থাকে বোঝায়। ৫৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বখতে-নাসার যখন জেরুশালেম আক্রমণ করেন, সে সময় তিনি জেরুশালেম নগরীর চারপাশের প্রাচীরে আঘাত করেন ও তা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেন (২ বাদশাহ্‌ ২৫:১০)। কিন্তু অধিকাংশ ব্যাখ্যাকারী এ কথা বিশ্বাস করতে চান না যে, বখতে-নাসারের এই ধ্বংসযজ্ঞের কারণে নহিমিয়াকে সবচেয়ে বেশি কষ্ট করতে হয়েছিল, বরং তারা মনে করেন এর কারণ হচ্ছে উযায়ের ৪:৭-২৩ আয়াতের ঘটনাবলী। ইহুদীরা আর্টাজারেক্সেসের আমলে এই প্রাচীর পুনর্নির্মাণ করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু রহূম ও শিমসাই-এর প্রতিবাদের কারণে বাদশাহ্‌ ইহুদীদেরকে এই কাজ থেকে বিরত থাকার আদেশ দেন। উযায়ের ৪:২১-২৩ আয়াতের নোট দেখুন।

**১:৪ বসে।** উযায়ের ৯:৩; আইউব ২:১৩ দেখুন।

**কান্নাকাটি করলাম।** ৮:৯ দেখুন; উযায়ের ৩:১৩; ১০:১; ইষ্টের ৮:৩ আয়াতের নোট দেখুন।

**শোক করলাম।** উযায়ের ১০:৬; দানিয়াল ১০:২ দেখুন।

**রোজা ও মুনাজাত করলাম।** উযায়ের ৮:২৩ আয়াতের নোট দেখুন। বন্দীদশা চলাকালে রোজা রাখা খুব প্রচলিত একটি ধর্মীয় রীতি হয়ে উঠেছিল। এমনকি জেরুশালেম নগরীর পতন এবং গদলিয়ের মৃত্যুর জন্য সমস্ত ইসরাইলীয়রা এক সাথে রোজা রেখেছিল (জাকা ৮:১৯ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে দেখুন ইষ্টের ৪:১৬; দানিয়াল ৯:৩; ১০:৩; জাকা ৭:৩-৭)।

**বেহেশতের আল্লাহ্‌।** উযায়ের ১:২ আয়াতের নোট দেখুন।

**১:৫ তুমি নিয়ম ও রহম পালন করে থাক।** ৯:৩২; দ্বি.বি. ৭:৯,১২ আয়াতের নোট দেখুন। যারা তোমাকে মহব্বত করে ও তোমার সমস্ত হুকুম পালন করে। দানি ৯:৪; হিজ ২০:৬ আয়াতের নোট দেখুন।

**১:৬ দিনরাত তোমার কাছে মুনাজাত করছি।** জবুর ৪২:৩; ৮৮:১; ইয়ার ৯:১; ১৪:১৭; মাতম ২:১৮; লূক ২:৩৭; ১ থিষ ৩:১০; ১ তীমথি ৫:৫; ২ তীমথি ১:৩ দেখুন।

**আমরা তোমার বিরুদ্ধে ... আমি ও আমার পিতৃকুলও গুনাহ্‌ করেছি।** নহিমিয়া এই গুনাহ্‌ স্বীকারের ক্ষেত্রে নিজেকে বা তাঁর পরিবারকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আল্লাহ্‌র অভূতপূর্ব পবিত্রতার প্রকৃত উপলব্ধি লাভ করার কারণে তিনি তাঁর নিজের গুনাহ্‌ময়তাকে পরিপূর্ণভাবে অনুভব করতে পেরে অনুশোচনাগ্রস্ত হয়েছিলেন (ইশা ৬:১-৫; লূক ৫:৮)।

**১:৭ হুকুম, বিধি ও অনুশাসন।** পয়দা ২৬:৫ আয়াতের নোট দেখুন।

**মূসাকে যেসব ... হুকুম করেছিলে।** উযায়ের ও নহিমিয়ার মাঝে মূসার শরীয়তের প্রাধান্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন উযা ৩:২; ৬:১৮; ৭:৬; নহিমিয়া ১:৮; ৮:১,১৪; ৯:১৪;

হুকুম দিয়েছ সেই কথা স্মরণ কর, যথা,
“তোমরা বিশ্বাস ভঙ্গ করলে আমি তোমাদেরকে
জাতিদের মধ্যে ছিন্নভিন্ন করবো। ৯ কিন্তু যদি
তোমরা আমার কাছে ফিরে এসো এবং আমার
হুকুম পালন ও সেই অনুসারে কাজ কর, তবে
তোমাদের কেউ কেউ আসমানের প্রান্তভাগে
দূরীকৃত হলেও আমি সেখান থেকে তাদেরকে
সংগ্রহ করবো এবং আমার নাম স্থাপনের জন্য যে
স্থান মনোনীত করেছি, সেই স্থানে তাদেরকে
আনবো। ১০ “এরা তোমার গোলাম ও তোমার
লোক, যাদেরকে তুমি তোমার মহাপরাক্রমে ও
শক্তিশালী হাতে মুক্ত করেছ। ১১ হে মালিক,
আরজ করি, তোমার এই গোলামের মুনাজাতে
এবং যারা তোমার নামে ভয় করতে সন্তুষ্ট,
তোমার সেই গোলামের মুনাজাতে তোমার কান
খোলা থাকুক; আর আরজ করি, আজ তোমার
এই গোলামকে কৃতকার্য কর ও এই ব্যক্তির
সাক্ষাতে করুণাপ্রাপ্ত কর– তখন আমি বাদশাহ্‌র
পানপাত্র-বাহক ছিলাম।

### হযরত নহিমিয়ার জেরুশালেম যাত্রা

২ ১ বাদশাহ্‌ আর্তা-জারেক্সেসের অধিকারের
বিংশতম বছরের নীষন মাসে বাদশাহ্‌র
সম্মুখে আঙ্গুর-রস থাকাতে আমি সেই আঙ্গুর-
রস নিয়ে বাদশাহ্‌কে দিলাম। এর আগে আমি
তাঁর সাক্ষাতে কখনও বিষণ্ন হই নি। ২ বাদশাহ্‌
আমাকে বললেন, তোমার তো অসুখ হয় নি,
তবে মুখ কেন বিষণ্ন হয়েছে? এ তো মনের দুঃখ
ছাড়া আর কিছু নয়। তখন আমি ভীষণ ভয়
পেলাম। ৩ আর আমি বাদশাহ্‌কে বললাম
বাদশাহ্‌ চিরজীবী হোন; আমার মুখ কেন বিষণ্ন
হবে না? যে নগর আমার পূর্বপুরুষদের
কবরস্থান, তা বিধ্বস্ত ও তার সমস্ত দ্বার আগুন
দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ৪ তখন বাদশাহ্‌
আমাকে বললেন, তুমি কি ভিক্ষা চাও? তাতে
আমি বেহেশতের আল্লাহ্‌র কাছে মুনাজাত
করলাম। ৫ আর বাদশাহ্‌কে বললাম, যদি
মহারাজের তুষ্টি হয় এবং আপনার গোলাম যদি
আপনার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পেয়ে থাকে, তবে
আপনি আমাকে এহুদায়, আমার পূর্বপুরুষদের
কবরের নগরে, বিদায় করুন, যেন আমি তা
নির্মাণ করতে পারি। ৬ তখন বাদশাহ্‌র পাশে
তাঁর রাণী উপবিষ্টা ছিলেন– আমাকে জিজ্ঞাসা
করলেন, তোমার যাত্রা কতদিনের জন্য হবে?
আর কবে ফিরে আসবে? এভাবে বাদশাহ্‌ সন্তুষ্ট

[১:৯] ১বাদশা ৮:৪৮; ইয়ার ২৯:১৪; ইহি ১১:১৭; ২০:৩৪-৩৮; ৩৬:২৪-৩৮; মীখা ২:১২।
[১:১০] হিজ ৩২:১১; ইশা ৫১:৯-১১।
[১:১১] ২খান্দান ৬:৪০।
[২:১] উজা ৪:৭; ৬:১৪।
[২:৩] ১বাদশা ১:৩১; দানি ২:৪; ৩:৯; ৫:১০; ৬:৬, ২১।
[২:৬] নহি ৫:১৪; ১৩:৬।

১০:২৯; ১৩:১।

**১:৮ স্মরণ কর।** ১৩:৩১; পয়দা ৮:১ আয়াতের নোট দেখুন; কিতাবের একটি অন্যতম প্রধান বিষয় (৪:১৪; ৫:১৯; ৬:১৪; ১৩:১৪,২২,২৯,৩১)।

**তোমরা বিশ্বাস ভঙ্গ করলে ... ছিন্নভিন্ন করবো।** বিভিন্ন জাতির মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়াটা ছিল মানুষের ঈমানহীনতার অনিবার্য পরিণাম। ইঞ্জিল শরীফ তথা নতুন নিয়মের যুগেও পবিত্র ভূমিতে যত ইহুদী বসবাস করত, তার চেয়ে বেশি ইহুদী ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অবস্থায় বিভিন্ন দেশে ও জাতির মাঝে পরবাসী হিসেবে বসবাস করত।

**১:৯ আমি সেখান থেকে তাদেরকে সংগ্রহ করবো।** দ্বি.বি. ৩০:১-৫; এটি এমন একটি ওয়াদা যা প্রায়শই উচ্চারণ করা হয়েছে, বিশেষ করে নবীদের মধ্য দিয়ে (যেমন, ইশা ১১:১২; ইয়ার ২৩:৩; ৩১:৮-১০; উযায়ের ২০:৩৪,৪১; ৩৬:২৪; মিকাহ্‌ ২:১২)। আমার নাম স্থাপনের জন্য যে স্থান মনোনীত করেছি। দ্বি.বি. ১২:৫ আয়াতের নোট দেখুন; জবুর ১৩২:১৩ আয়াত দেখুন।

**১:১০ তোমার লোক, যাদেরকে তুমি ... মুক্ত করেছ।** যদিও তারা গুনাহ্‌ করেছে ও ঈমানে স্থির থাকতে ব্যর্থ হয়েছে, তথাপি তারা এখনও আল্লাহ্‌র লোক এবং তিনি তাদেরকে তাঁর নিজ ক্ষমতায় উদ্ধার করবেন (দ্বি.বি. ৪:৩৪; ৯:২৯)।

**১:১১ তোমার এই গোলামকে কৃতকার্য কর।** এর সাথে তুলনা করুন পয়দা ২৪:১২।

**পানপাত্র-বাহক।** এর আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে, যে ব্যক্তি কাউকে পানীয় পরিবেশ করে। পুরাতন নিয়মে এই শব্দটির হিব্রু প্রতিশব্দ “পানপাত্র-বাহক” হিসেবে ১১ বার ব্যবহৃত হয়েছে (পয়দা ৪০:১,২,৫,৯,১৩,২০,২১,২৩; ৪১:৯; ১ বাদশাহ্‌ ১০:৫; ২ খান্দান ৯:৪)। গ্রীক ঐতিহাসিক জেনোফোন এর মতে (সাইরোপিডিয়া Cyropaedia ১.৩.৯) একজন পানপাত্র-বাহকের দায়িত্ব ছিল বাদশাহ্‌র পানপাত্র থেকে পানীয় পান করে পরীক্ষা করে দেখা যে, তাতে বিষ মেশানো আছে কি না (২:১ দেখুন)। এভাবেই নহিমিয়া বাদশাহ্‌র খুব কাছে ও বিশ্বস্ত একজন মানুষ হয়ে উঠেছিলেন। এ ধরনের বিশ্বস্ত পরীক্ষাকারীকে রাজদরবারে নিয়োগ দানের প্রয়োজন থেকেই বোঝা যায় যে, পারস্যের রাজনীতি কতটা সহিংস ছিল। অবশ্য প্রথম আর্টাজারেক্সেসের পিতা জারেক্সেস তাঁর শয়ন কক্ষে এ ধরনেরই একজন বিশ্বস্ত কর্মচারীর হাতে নিহত হয়েছিলেন।

**২:১ বিংশতম বছরের নীষন মাসে।** ৪৪৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে মার্চ-এপ্রিল মাস।

**বাদশাহ্‌ আর্তা-জারেক্সেস।** বাদশাহ্‌ জারেক্সেসের পুত্র। তাঁর সাক্ষাতে কখনও বিষণ্ন হই নি। বাদশাহ্‌র গোলামদের যতই ব্যক্তিগত সমস্যা থাকুক না কেন তাদের নিজেদের অনুভূতিগুলোকে সব সময়ই ভেতরে পুষে রাখতে হত এবং অবশ্যই হাসি মুখে বাদশাহ্‌র সামনে উপস্থিত থাকতে হত।

**২:৩ বাদশাহ্‌ চিরজীবী হোন।** বাদশাহ্‌দের প্রতি সম্বোধনের একটি স্বাভাবিক রীতি (জবুর ৬২:৪ আয়াতের নোট দেখুন)। **যে নগর।** নহিমিয়া জেরুশালেম নামটি উচ্চারণ করলেন না (আয়াত ৫); হয়তোবা তিনি পূর্বপুরুষদের কবরস্থানের কথা উল্লেখ করে শুরুতেই বাদশাহ্‌র সহানুভূতি অর্জন করতে চেয়েছিলেন।

**২:৪ মুনাজাত করলাম।** বাদশাহ্‌কে জবাব দেওয়ার আগে নহিমিয়া খুব সংক্ষেপে ও স্বতস্ফূর্তভাবে আল্লাহ্‌র কাছে মুনাজাত করলেন। নহিমিয়ার চরিত্রের অন্যতম বিশেষ একটি চমকপ্রদ দিক হচ্ছে, তিনি যে কোন পরিস্থিতিতে মাবুদের কাছে মুনাজাতে রত হতেন (১:৪; ৪:৪,৯; ৫:১৯; ৬:৯,১৪; ১৩:১৪,২২,২৯,৩১)।

**২:৬ রাণী।** এই শব্দটির হিব্রু প্রতিশব্দ শুধুমাত্র এই আয়াতে এবং জবুর ৪৫:৯ আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে

# নহিমিয়ার মুনাজাত

| রেফারেন্স | উপলক্ষ্য | তাঁর মুনাজাতের সারমর্ম | মুনাজাতের মধ্য দিয়ে যা অর্জিত হয়েছিল | আমাদের মুনাজাতসমূহ |
|---|---|---|---|---|
| ১:৪-১১ | জেরুশালেমের দেয়ালের অবস্থার বিষয়ে খারাপ সংবাদ শোনার পর | আল্লাহ্‌র পবিত্রতাকে স্বীকার করেছিলেন। মুনাজাত শ্রবণ করার অনুরোধ করেছিলেন। গুনাহ্‌ স্বীকার করেছিলেন। বাদশাহ্‌র কাছে যাওয়ার জন্য সুনির্দিষ্ট সাহায্য চেয়েছিলেন। | নহিমিয়ার পরিকল্পনা এবং উদ্বেগের মধ্যে আল্লাহ্‌কে যুক্ত করেছিলেন। নহিমিয়ার হৃদয় প্রস্তুত করেছিলেন এবং আল্লাহ্‌কে কাজ করতে সুযোগ দিয়েছিলেন। | কতবার আপনি আল্লাহ্‌র প্রতি আপনার হৃদয় ঢেলে দিয়েছেন? কতবার আপনি তাঁকে নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে অনুরোধ জানিয়েছেন উত্তর পাবার জন্য? |
| ২:৪ | বাদশার সাথে তাঁর কথোপকথনের সময় | "তাতে আমি বেহেশতের আল্লাহ্‌র কাছে মুনাজাত করলাম।" | আশাকৃত ফলাফল আল্লাহ্‌র হাতে রেখেছিলেন। | কিছু ঘটার আগে তার জন্য আল্লাহ্‌কে সম্মান দেওয়া উচিত আর আমাদেরকে যতটুকু সম্মান নেওয়া উচিত তার চেয়ে বেশি নেওয়া থেকে বিরত রাখে। |
| ৪:৪,৫ | তোবিয়া এবং সনবল্লট তাঁকে বিদ্রুপ এবং উপহাস করার পর | "... আল্লাহ্‌, শোন, কেননা আমাদের তুচ্ছ করা হচ্ছে; ওদের টিটকারী ওদেরই মাথায় বর্তাও ... কেননা ওরা গাঁথকদের সম্মুখে তোমাকে অসন্তুষ্ট করেছে।" | আল্লাহ্‌র কাছে তাদের জন্য রাগ প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু নহিমিয়া নিজের হাতে কোন বিষয় তুলে নেন নি। | আমাদের একেবারে উল্টোটি করার দিকে প্রবণতা আছে– বিষয়টি আমাদের হাতে তুলে নেওয়া এবং আল্লাহ্‌কে না বলা যে, আমরা কি রকম অনুভব করছি। |
| ৪:৯ | শত্রুদের কাছ থেকে আক্রমণের হুমকি পাওয়ার পর | "কিন্তু তাদের ভয়ে আমরা আমাদের আল্লাহ্‌র কাছে মুনাজাত করলাম ও দিনরাত তাদের বিরুদ্ধে প্রহরিদেরকে রাখলাম।" | পূর্ব সতর্কতা গ্রহণ করার সময় আল্লাহ্‌র উপর ভরসা দেখিয়েছিলেন। | আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস রাখা মানে এই নয় যে, আমরা কিছু করব না। কিছু করা মানে এই নয় যে, আমরা বিশ্বাস করি না। |
| ৬:৯ | হুমকির প্রতি সারা দেওয়া | "কারণ তারা সকলে আমাদেরকে ভয় দেখাতে চাইত, বলতো, এই কাজে ওদের হাত দুর্বল হোক, তাতে তা সমাপ্ত হবে না। কিন্তু এখন, হে আল্লাহ্‌, তুমি আমার হাত সবল কর।" | আবেগীয় এবং মানসিক দৃঢ়তার জন্য আল্লাহ্‌র উপর নহিমিয়া নির্ভরতা দেখিয়েছিলেন। | কতবার আপনি আল্লাহ্‌কে সাহায্যের জন্য বলেন যখন আপনি চাপে থাকেন? |
| ১৩:২৯ | শত্রুদের কার্যক্রম প্রতিফলিত করা | আল্লাহ্‌কে আবেদন করেছিলেন যেন তিনি শত্রুদের এবং দুষ্ট পরি-কল্পনার বিরুদ্ধে মোকাবিলা করেন। | প্রতিশোধ নেওয়ার বাধ্যবাধকতা দূর করেছিলেন এবং বিচারের ভার আল্লাহ্‌র উপর তুলে দিয়েছিলেন। | শেষ কখন আপনি আপনার প্রতিশোধ নেওয়ার কোন ইচ্ছাকে ঘুরিয়ে দিয়ে তা আল্লাহ্‌র হাতে সর্মপন করেছেন? |
| ৫:১৯; ১৩:১৪, ২২,৩১ | আল্লাহ্‌র সেবা করার ক্ষেত্রে তাঁর প্রচেষ্টা প্রতিফলিত করা | "হে আল্লাহ্‌ আমাকে স্মরণ কর।" | নহিমিয়া অন্তর পরিস্কার রেখেছিলেন তাঁর প্রতিটি কাজের জন্য। | আজকে আপনার কাজগুলোর মধ্যে কতগুলো আপনি আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশে করেছেন? |

হয়ে আমাকে বিদায় করলেন, আর আমি তার
কাছে সময় নির্ধারণ করলাম। ৭ আর আমি
বাদশাহ্‌কে বললাম যদি বাদশাহ্‌র তুষ্টি হয়, তবে
নদী-পারস্থ দেশাধ্যক্ষেরা যেন এহুদায় আমার না
পৌঁছা পর্যন্ত আমার যাত্রার সাহায্য করেন, এজন্য
তাঁদের নামে আমাকে পত্র দিতে হুকুম দিন।
৮ আর বায়তুল-মোকাদ্দসের পাশে অবস্থিত দুর্গ
দ্বার ও নগর প্রাচীরের ও আমার নিজের থাকবার
বাড়ির কড়িকাঠের জন্য বাদশাহ্‌র বনরক্ষক
আসফ যেন আমাকে কাঠ দেন, এজন্য তাঁর
নামেও একখানি পত্র দিতেও হুকুম দিন। তাতে
আমার উপরে আমার আল্লাহ্‌র মঙ্গলময় হাত
থাকায় বাদশাহ্‌ আমাকে সেসব দিলেন।
৯ পরে আমি নদী পারস্থ শাসনকর্তাদের কাছে
উপস্থিত হয়ে বাদশাহ্‌র পত্র তাদেরকে দিলাম।
বাদশাহ্‌ সেনাপতিদের ও ঘোড়সওয়ারদেরকে
আমার সঙ্গে পাঠিয়েছিলেন। ১০ আর হোরোনীয়
সন্‌বল্লট ও অম্মোনীয় কর্মকর্তা টোবিয় যখন
সংবাদ পেল যে, বনি-ইসরাইলদের মঙ্গল
করবার জন্য এক জন লোক এসেছে, এই কথা
বুঝতে পেরে তারা অতিশয় অসন্তুষ্ট হল।

[২:৭] উজা ৮:৩৬।
[২:৮] নহি ৭:২।
[২:৯] উজা ৮:২২।
[২:১০] ইষ্টের ১০:৩।

---

"রাজ বধূ"। হিব্রু ভাষায় এই শব্দটি মূলত অক্কদীয় ভাষা থেকে ধার নেওয়া, যার আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে "যে নারী রাজপ্রাসাদ আলোকিত করে রাখেন"। দানি ৫:২-৩,২৩ আয়াতে এর সমার্থক অরামীয় শব্দটি দেখা যায়, যেখানে "স্ত্রী" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। একিমেনিড প্রাসাদে সিটেসিয়াস নামে একজন গ্রীক বাস করত। তার মাধ্যমে জানা যায় যে, আর্টাজারেক্সেসের রাণীর নাম ছিল দামাস্পিয়া এবং বাদশাহ্‌র অন্তত তিনজন উপপত্নী ছিল। ইষ্টেরের মত (ইষ্টের ৫ অধ্যায়) দামাস্পিয়াও হয়তো বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বাদশাহ্‌কে প্রভাবিত করতেন। একিমেনিড রাজদরবার রাজকীয় পদস্থ নারীদের বিশেষ প্রতিপত্তির কারণে সুপরিচিত ও কোন কোন ক্ষেত্রে কুখ্যাত ছিল। বিশেষ করে বাদশাহ্‌ জারেক্সেসের স্ত্রী ও প্রথম আর্টাজারেক্সেসের মা রাণী এ্যামেস্ট্রিস ছিলেন প্রচণ্ড নিষ্ঠুর ও প্রভাবশালী।

**তোমার যাত্রা কতদিনের জন্য হবে ... ?** সম্ভবত নহিমিয়া সংক্ষিপ্ত একটি সময়কালের জন্য ছুটির আবেদন করেছিলেন, যা তিনি এরপর আরও বর্ধিত করেছিলেন। ৫:১৪ আয়াত থেকে আমরা জানতে পারি যে, এহুদার শাসক হিসেবে প্রথম বারে তিনি ১২ বছর জেরুশালেমে কাটিয়েছিলেন। আর্টাজারেক্সেসের ৩২তম বছরে নহিমিয়া বাদশাহ্‌ কাছে ফিরে গিয়ে তাঁর সাথে দেখা করেন এবং এরপর আবার দ্বিতীয় দফায় শাসন ভার পরিচালনার জন্য এহুদায় ফিরে আসেন (১৩:৬-৭)।

**২:৭ দেশাধ্যক্ষেরা যেন ... আমার যাত্রার সাহায্য করেন ... পত্র দিতে হুকুম দিন।** পারস্যের রাজদরবারের সদস্য ও মিসরীয় একজন শাসক আরসামিস তাঁর একজন কর্মকর্তাকে এই পত্রটি দিয়ে মিসরে পাঠিয়েছিলেন, যেন সেখানে অবস্থানরত পারস্য সেনাপতি ও সৈন্যবাহিনী নহিমিয়াকে যাত্রার সময়ে খাবার ও পানীয় সরবরাহ করেন।

**নদী-পারস্থ।** উযায়ের ৪:১০ আয়াতের নোট দেখুন।

**২:৮ বন।** এই শব্দটির হিব্রু প্রতিশব্দ হচ্ছে পারদেস, যা প্রাচীন ফার্সী ভাষা থেকে ধার করা হয়েছে, যার অর্থ "একটি সুখকর স্থান"। শব্দটি পুরাতন নিয়মে একমাত্র হেদায়েত ২:৫ ও সোলায়মান ৪:১৩ আয়াতে পাওয়া যায়। সেপ্টুয়াজিন্টে গ্রীক শব্দায়নে পারাদেইসোস শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। পুরাতন নিয়ম ও ইঞ্জিল শরীফের মধ্যবর্তী সময়কালে রহমতপ্রাপ্ত মৃত ব্যক্তিদের আবাসস্থল, অর্থাৎ "বেহেশত" বা "পরমদেশ" বোঝাতে ব্যবহৃত হত। ইঞ্জিল শরীফে শব্দটি তিনবার দেখা যায় (লূক ২৩:৪৩; ২ করি ১২:৪; প্রকা ২:৭)। অনেকে মনে করেন এই "বাদশাহ্‌র বন" এর অবস্থান ছিল লেবাননে, যা চন্দন, এরস এবং অন্যান্য দামী গাছের জন্য খুব বিখ্যাত ছিল (কাজী ৯:১৫; উযায়ের ৩:৭ আয়াতের নোট দেখুন)। কিন্তু অনেকে মনে করেন এটি সম্ভবত এথমে অবস্থিত বাদশাহ্‌ সোলায়মানের উদ্যান, যার অবস্থান ছিল জেরুশালেমের ছয় মাইল দক্ষিণে (যোসেফাস, এন্টিকুইটিস, ৮.৭.৩ দেখুন)। নগরের দ্বারের জন্য লেবাননের ব্যয়বহুল এরস কাঠ ব্যবহার না করে স্থানীয়ভাবে পাওয়া ওক, পপলার বা অন্যান্য কাঠ ব্যবহার করা হয়েছিল (হোসিয়া ৪:১৩)।

**দুর্গ দ্বার।** সম্ভবত বায়তুল মোকাদ্দসের উত্তরে মহান হেরোদের আন্তনীয় দুর্গের আগে এর অবস্থান ছিল (যোসেফাস, এন্টিকুইটিস, ১৫.১১.৪; আরও দেখুন প্রেরিত ২১:৩৪,৩৭; ২২:২৪)।

**২:৯ সেনাপতি ও ঘোড়সওয়ার।** উযায়েরের পরিস্থিতির সাথে এক চমপ্রদ বৈপরীত্য এখানে লক্ষ্য করা যায় (উযায়ের ৮:২২ আয়াতের নোট দেখুন)। নহিমিয়াকে একটি সশস্ত্র বাহিনী পাহাড়া দিয়ে নিয়ে এসেছিল, যেহেতু তিনি ছিলেন এহুদার আনুষ্ঠানিক শাসক।

**২:১০ সন্‌বল্লট।** একটি ব্যাবিলনীয় নাম, যার অর্থ "সিন (চন্দ্র দেবতা) জীবন দান করেছেন।"

**হোরোনীয়।** তার নাম থেকে ধারণা করা যায় তিনি কোন অঞ্চল থেকে এসেছেন। (১) হৌরণ (ইহি ৪৭:১৬,১৮), গালীল সাগরের পূর্ব উপকূলীয় অঞ্চল; (২) হোরোণয়িম, মোয়াবে অবস্থিত (ইয়ার ৪৮:৩৪); কিংবা খুব সম্ভবত (৩) বৈৎ-হোরোণের উঁচু বা নিচু যে কোন একটি নগর; দুটো নগরই জেরুশালেম থেকে ১১ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত, যা জেরুশালেমগামী প্রধান সড়কের পাশে অবস্থিত (ইউসা ১০:১০; ১৬:৩,৫; ১ মাক্কাবীয় ৩:১৬; ৭:৩৯)। সন্‌বল্লট ছিলেন নহিমিয়ার প্রধান রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী (আয়াত ১৯; ৪:১,৭; ৬:১-২,৫,১২,১৪; ১৩:২৮)। তিনি সামেরিয়ার শাসক ছিলেন (৪:১-২ দেখুন)। খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর শেষ ভাগে এহুদার শাসক বাগোহি (বিগভাই) এর লেখা একটি এলিফ্যান্টাইন প্যাপিরাস পত্রে এই কথাগুলো পাওয়া যায়, "সামেরিয়ার শাসক সন্‌বল্লটের পুত্র দেলাইয়া ও শেলিমিয়া।" ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে জেরিকোর উত্তরে একটি গুহা থেকে খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর একটি প্যাপিরাস লিপি আবিষ্কৃত হয়, যেখানে নহিমিয়ার সমসাময়িক একজন সন্‌বল্লটের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়।

**টোবিয়।** এই নামের অর্থ "মাবুদ মঙ্গলময়।" সম্ভবত তিনি মাবুদ ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌র একজন এবাদতকারী ছিলেন, কারণ তাঁর নাম এ কথা নির্দেশ করছে। উপরন্তু তাঁর পুত্রের নাম ছিল যিহোহানন (৬:১৭-১৮), যার অর্থ "মাবুদ অনুগ্রহশীল।" যিহোহানন বিয়ে করেছিলেন বরখিয়ের পুত্র মশূল্লমের কন্যাকে। এই বরখিয় ছিলেন জেরুশালেমের প্রাচীর পুনর্নির্মাণের কাজে

### প্রাচীরের অবস্থা পর্যবেক্ষণ

১১ আর আমি জেরুশালেমে উপস্থিত হয়ে সেই
স্থানে তিন দিন রইলাম। ১২ পরে আমি ও আমার
সঙ্গী কয়েকজন পুরুষ, আমরা রাতে উঠলাম;
কিন্তু জেরুশালেমের জন্য যা করতে আল্লাহ্
আমার মনে প্রবৃত্তি দিয়েছিলেন, তা কাউকেও
বলি নি; এবং আমি যে পশুর উপরে আরোহণ
করেছিলাম, সেটি ছাড়া আর কোন পশু আমার
সঙ্গে ছিল না। ১৩ আমি রাতে উপত্যকার দ্বার
দিয়ে বের হয়ে নাগ-কূপ ও সার-দ্বার পর্যন্ত
গেলাম এবং জেরুশালেমের ভাঙ্গা প্রাচীর ও
আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া সমস্ত দ্বার পরিদর্শন
করলাম। ১৪ আর ফোয়ারা-দ্বার ও বাদশাহ্‌র
পুষ্করিণী পর্যন্ত গেলাম, কিন্তু সেই স্থানে আমার
বাহন পশুর যাবার স্থান ছিল না। ১৫ তখন আমি
সেই রাতে স্রোতের ধার দিয়ে উপরে উঠে প্রাচীর
দেখলাম, আর ফিরে উপত্যকা-দ্বার দিয়ে প্রবেশ
করলাম, পরে ফিরে এলাম। ১৬ কিন্তু আমি কোন্
স্থানে গেলাম, কি করলাম, তা কর্মকর্তারা
জানতে পারল না এবং সেই সময় পর্যন্ত আমি
ইহুদীদের কি ইমামদের কিংবা প্রধান লোকদের
অথবা কর্মকর্তাদেরকে বা অন্য কর্মচারীদের
কাউকেও তা বলি নি।

[২:১১] পয়দা ৪০:১৩।
[২:১৩] ২খান্দান ২৬:৯।
[২:১৪] ২বাদশা ১৮:১৭।
[২:১৭] জবুর ১০২:১৬; ইশা ৩০:১৩; ৫৮:১২।
[২:১৮] উজা ৫:৫।

### প্রাচীর পুনর্নির্মাণের সিদ্ধান্ত

১৭ পরে আমি তাদেরকে বললাম আমরা
কেমন দুরবস্থায় আছি, তা তোমরা দেখছ;
জেরুশালেম বিধ্বস্ত ও তার সমস্ত দ্বার আগুনে
পোড়ানো রয়েছে; এসো, আমরা জেরুশালেমের
প্রাচীর নির্মাণ করি, যেন আর গ্লানির পাত্র না
থাকি। ১৮ পরে আমার উপরে প্রসারিত আল্লাহ্‌র
মঙ্গলময় হাতের কথা এবং আমার প্রতি কথিত
বাদশাহ্‌র বাক্য তাদেরকে জানালাম। তাতে
তারা বললো, চল, আমরা গিয়ে নির্মাণ করি।
এভাবে তারা সেই সাধু কাজের জন্য নিজ নিজ

---

নিয়োজিত একটি দলের নেতা (৩:৪,৩০; ৬:১৮)। এছাড়া ইমাম ইলীয়াশীবের সাথেও টোবিয়ের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল (১৩:৪-৭)।

**অম্মোনীয়**। উযা ৯:১ দেখুন; সেই সাথে পয়দা ১৯:৩৬-৩৮ আয়াতের নোট দেখুন। সম্ভবত টোবিয় ছিলেন পারসীয়দের অধীনস্থ জর্ডান অববাহিকা অঞ্চলের শাসক। পরবর্তী সময়ে অম্মোন রাজ্যে টোবিয় নামধারী একটি বংশের উত্থানের কথা কিতাবুল মোকাদ্দসের সমসাময়িক বেশ কয়েকটি গ্রন্থ থেকে জানা যায়।

**অতিশয় অসন্তুষ্ট হল**। সন্বল্লট এবং টোবিয়ের এই অসন্তুষ্টির কারণ ধর্মীয় নয়, বরং রাজনৈতিক। নহিমিয়ার আগমনের কারণে সামেরিয়ার কর্তৃত্ব হুমকির সম্মুখীন হয়েছিল।

**২:১১ তিন দিন**। উযায়ের ৮:৩২।

**২:১২** নগরীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিরীক্ষণ করার সময় নহিমিয়া অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন ও নিজেকে যতটা সম্ভব নিভৃতে রেখেছিলেন।

**আমি যে পশুর উপরে আরোহণ করেছিলাম**। সম্ভবত একটি গাধা।

**২:১৩** নহিমিয়া পুরো নগরীটি প্রদক্ষিণ করেন নি, বরং তিনি কেবল দক্ষিণের অংশটি পরিদর্শন করেছিলেন (মানচিত্র দেখুন)। জেরুশালেম নগরী সব সময় উত্তর দিক থেকে আক্রমণের শিকার হত, যেহেতু তা সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ স্থান ছিল। সে কারণে নগরীর ঐ অংশের প্রাচীর নিশ্চয়ই সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করা হয়েছিল।

**উপত্যকার দ্বার**। ৩:১৩ দেখুন। ২ খান্দান ২৬:৯ আয়াত অনুসারে উষিয় পশ্চিম প্রাচীরের দুর্গ সুরক্ষিত করেছিলেন, যেখান থেকে হিন্নোম ও কিদ্রোণ উপত্যকার মধ্যবর্তী কেন্দ্রীয় উপত্যকায় নজর রাখা যেত। ১৯২৭-২৮ খ্রীষ্টাব্দে খনন কার্য চালিয়ে পারস্য যুগের একটি দ্বারের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে, যা উপত্যকার দ্বার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

**নাগ-কূপ**। অনেক ব্যাখ্যাকারী মনে করেন এটিই হচ্ছে ঐন-রোগেল (ইউসা ১৫:৭-৮; ১৮:১৬; ২ শামু ১৭:১৭; ১ বাদশাহ্ ১:১৯), যে কূপটি জেরুশালেম নগরীর দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্ত থেকে ২৫০ গজ দক্ষিণে হিন্নোম ও কিদ্রোণ উপত্যকার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ছিল (মানচিত্র দেখুন)। অন্যরা মনে করেন এটি হচ্ছে শীলোম পুষ্করিণী (মানচিত্র দেখুন)।

**সার-দ্বার**। সম্ভবত এই দ্বারটি দিয়ে হিন্নোম উপত্যকার আবর্জনা ফেলার স্থানে যাওয়া যেত (৩:১৩-১৪; ১২:৩১; ২ বাদশাহ্ ২৩:১০ দেখুন)। উপত্যকার দ্বার থেকে প্রায় ৫০০ গজ দক্ষিণে ছিল এর অবস্থান (৩:১৩)।

**২:১৪ ফোয়ারা-দ্বার**। সম্ভবত ঐন-রোগেলের দিকে মুখ করে থাকা দক্ষিণ-পূর্ব দিকের প্রাচীরে এর অবস্থান ছিল (৩:১৫; ১২:৩৭ দেখুন)।

**বাদশাহ্‌র পুষ্করিণী**। সম্ভবত বাদশাহ্ হিষ্কিয় শীলোম প্রণালী থেকে উপচে পড়া পানির পথ পরিবর্তন করে এই পুষ্করিণীর সৃষ্টি করেছিলেন (২ বাদশাহ্ ২০:২০; ২ খান্দান ৩২:৩০ দেখুন), যেন সেই পানি দিয়ে বাদশাহ্‌র উদ্যানে পানি সেচন করা যায় (২ বাদশাহ্ ২৫:৪), যা নগরীর প্রাচীরের বাইরে কিদ্রোণ ও হিন্নোম উপত্যকার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ছিল। সেক্ষেত্রে বাদশাহ্‌র পুষ্করিণীটিই ছিল সম্ভবত শীলোম পুষ্করিণী (৩:১৫) বা এর সংলগ্ন বারকেত এল-হামরা।

**স্থান ছিল না**। সম্ভবত নগরীর পূর্ব দিকে প্রাচীর সংলগ্ন পায়ে চলা পথ ভেঙ্গে পড়ার কারণে তা সম্ভব ছিল না (২ শামু ৫:৯; ১ বাদশাহ্ ৯:১৫,২৪)।

**২:১৫ উপত্যকা**। কিদ্রোণ উপত্যকা।

**২:১৬ কর্মকর্তারা**। এই শব্দটির মূল হিব্রু প্রতিশব্দের অর্থ হচ্ছে "মুক্ত" (৪:১৪,১৯; ৫:৭; ৬:১৭; ৭:৫; ১৩:১৭ দেখুন; সেই সাথে ৩:৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

**২:১৭ বিধ্বস্ত**। ৫৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বাদশাহ্ বখতে-নাসার দ্বারা জেরুশালেম নগরীর প্রাচীর ও দ্বার বিধ্বস্ত হওয়ার পর থেকে তা সেভাবেই পড়ে ছিল এবং কয়েকবার পুনর্নির্মাণের প্রচেষ্টা চালানো হলেও শেষ পর্যন্ত তা ব্যর্থ হয়েছিল। সে কারণে নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ জনগণ এই দুরাবস্থা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য একমত হয়েছিলেন। তথাপি এই পরিস্থিতি যাচাই করে তাদেরকে উজ্জীবিত করে তুলতে নহিমিয়ার মত বহিরাগত একজন ব্যক্তির প্রয়োজন হয়েছিল।

**২:১৮ আমার উপরে ... আল্লাহ্‌র ... বাদশাহ্‌র বাক্য**। নহিমিয়া নিজেই এই সাক্ষ্য দান করেছিলেন যে, আল্লাহ্ জীবন্ত ও তিনি

হাত সবল করলো।
[১৯] কিন্তু হোরোনীয় সন্‌বল্লট, অম্মোনীয়
কর্মকর্তা টোবীয় ও আরবীয় গেশম্‌ এই কথা
শুনে আমাদেরকে বিদ্রূপ ও অবজ্ঞা করে বললো,
তোমরা এই কি কাজ করতে উদ্যত হলে?
তোমরা কি রাজদ্রোহ করবে? [২০] তখন আমি
উত্তরে তাদের বললাম যিনি বেহেশতের আল্লাহ্‌,
তিনিই আমাদেরকে কৃতকার্য করবেন; অতএব
তাঁর গোলাম আমরা উঠে নির্মাণ করি; কিন্তু
জেরুশালেমে তোমাদের কোন অংশ বা অধিকার
বা স্মৃতিচিহ্ন নেই।

### জেরুশালেমের প্রাচীর পুনর্নির্মাণ শুরু করা

৩ [১] পরে ইলীয়াশীব মহা-ইমাম ও তাঁর ভাই
ইমামেরা উঠে মেষ-দ্বার গাঁথলেন; তাঁরা তা
পবিত্র করলেন ও তার কবাট স্থাপন করলেন;
আর হম্মেয়া উচ্চগৃহ থেকে হননেলের উচ্চগৃহ
পর্যন্ত তা পবিত্র করলেন। [২] তাঁর কাছে
জেরিকোর লোকেরা গাঁথল, আর তার কাছে
ইম্রির পুত্র সক্কুর গাঁথল।
[৩] হস্‌সনায়ার সন্তানেরা মৎস্য-দ্বার গাঁথল;
তারা তার কড়িকাঠ তুললো এবং তার কবাট
স্থাপন করলো, আর খিল ও অর্গল দিল।
[৪] তাদের কাছে হক্কোসের পৌত্র ঊরিয়ের পুত্র
মরেমোৎ মেরামত করলো। তাদের কাছে
মশেষবেলের পৌত্র বেরিখিয়ে পুত্র মশুল্লম
মেরামত করলো। তাদের কাছে বানার পুত্র
সাদোক মেরামত করলো। [৫] তাদের কাছে
তক্কোয়ীয়েরা মেরামত করলো, কিন্তু তাদের
প্রধানবর্গরা তাদের প্রভুর কাজ করতে অস্বীকার

[২:১৯] জবুর ৪৪:১৩-১৬।
[২:২০] উজা ৪:৩; প্রেরিত ৮:২১।
[৩:১] নহি ১২:৩৯; জবুর ৪৮:১২; ইয়ার ৩১:৩৮; জাকা ১৪:১০।
[৩:২] নহি ৭:৩৬।
[৩:৩] ২খান্দান ৩৩:১৪।
[৩:৪] উজা ৮:৩৩।
[৩:৫] ২শামু ১৪:২।

তাঁর পক্ষে রয়েছেন এবং তিনি অর্থাৎ নহিমিয়া পারস্যের বাদশাহ্‌ অনুমোদন ও কর্তৃত্ব সাথে নিয়েই এসেছেন।

**২:১৯ সন্‌বল্লট ... টোবিয়**। ১০ আয়াতের নোট দেখুন।

**গেশম্‌**। উত্তর-পশ্চিম আরবের দদান অঞ্চলে এবং মিসরের ইসমাইলিয়া অঞ্চলের তেল এল-মাশখুতাহ্‌ থেকে পাওয়া লিপি ফলকে গেশম্‌ নামটি পাওয়া যায়। সম্ভবত তিনি উত্তর আরবীয় মিত্রবাহিনীর দায়িত্বে ছিলেন, যা উত্তর পূর্ব মিসর থেকে শুরু করে ইসরাইলের পবিত্র ভূমির দক্ষিণাঞ্চল সহ উত্তর আরব পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করত। সম্ভবত গেশম্‌ একজন স্বাধীন শাসক হিসেবে নহিমিয়ার এই উত্থানের বিরোধিতা করেছিলেন, কারণ তিনি আশঙ্কা করছিলেন হয়তো এতে করে তাঁর একচ্ছত্র মশলার বাণিজ্য বাধাগ্রস্ত হবে।

**আরব**। ২ খান্দান ৯:১৪; ইশা ২১:১৩; ইয়ার ২৫:২৪ দেখুন। আশেরীয় যুগ থেকে শুরু করে পারস্য যুগ পর্যন্ত আরবীয়রা জর্ডান অববাহিকা অঞ্চলে বেশ কর্তৃত্ব বিস্তার করেছিল। ৭১৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে আশেরিয়ার বাদশাহ্‌ দ্বিতীয় সার্গোন কিছু সংখ্যক আরবকে সামেরিয়ায় জোরপূর্বক বসতি স্থাপন করতে বাধ্য করেন। প্রাচীন গ্রীক ও রোমীয় বিভিন্ন লিপি থেকে জানা যায় যে, আরবীয়রা পারস্যের সমর্থন ও আনুকূল্য লাভ করেছিল।

**৩:১-৩২** পুরাতন নিয়মের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় যা জেরুশালেম নগরীর ভৌগলিক বিন্যাস নির্ধারণ করেছে (মানচিত্র দেখুন)। এই বর্ণনা শুরু হয়েছে মেষ-দ্বার থেকে (নগরীর উত্তর-পূর্ব দিক) এবং ঘড়ির কাঁটার উল্টোমুখী হয়ে পুরো নগরী প্রদক্ষিণ করে এই বর্ণনা শেষ হয়েছে। প্রায় ৪৫টি অংশে অন্তত ৪০ জন প্রধান ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হয়েছে যারা এই পুনর্নির্মাণ কাজে অংশ নিয়েছিলেন। এই নির্মাতাদের আবাসস্থল হিসেবে যে নগরীগুলোর নাম উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো এহুদা রাজ্যের প্রশাসনিক বিভিন্ন কেন্দ্র হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। দশটি দ্বারের নাম এই অংশে পাওয়া যায়। (১) মেষ-দ্বার (আয়াত ১), (২) মৎস-দ্বার (আয়াত ৩), (৩) পুরানো দ্বার (আয়াত ৬), (৪) উপত্যকা-দ্বার (আয়াত ১৩), (৫) সার-দ্বার (আয়াত ১৪), (৬) ফোয়ারা-দ্বার (আয়াত ১৫), (৭) পানি-দ্বার (আয়াত ২৬), (৮) অশ্ব-দ্বার (আয়াত ২৮), (৯) পূর্ব দ্বার (আয়াত ২৯), (১০) হম্মিপ্‌কদ দ্বার (আয়াত ৩১)। এই বর্ণনা থেকে বোঝায় যায় যে, পুনর্নির্মাণের প্রধান বিবেচ্য বিষয় ছিল দ্বারগুলোকে সুরক্ষিত করা, যেন বহিরাগত শত্রুদের বিপক্ষে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আবারও দাঁড় করানো যায়। তবে নগরীর সমস্ত প্রাচীর বা ভবন একেবারে ধ্বংস হয়ে যায় নি। ২ বাদশাহ্‌ ২৫:৯ আয়াত থেকে জানা যায় যে, নির্দিষ্ট কৌশল অনুসরণ করে জেরুশালেম নগরীতে ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়েছিল।

**৩:১ ইলীয়াশীব মহা-ইমাম**। এই দৃষ্টান্ত স্থাপন করা একজন মহা-ইমামের জন্যই উপযুক্ত ছিল। প্রাচীন সুমেরীয়দের রীতি অনুসারে একজন বাদশাহ্‌ নিজে এবাদতখানা নির্মাণের জন্য জন্য প্রথম ইটটি বহন করতেন।

**মেষ-দ্বার**। আয়াত ৩২; ১২:৩৯ দেখুন। ইঞ্জিল শরীফের সময়েও এটি পরিচিত ছিল (ইউহোন্না ৫:২) এবং এর অবস্থান ছিল বৈথেসদা পুষ্করিণীর কাছে (জেরুশালেমের উত্তর-পূর্ব কোণে)। এমনকি বর্তমানেও উক্ত স্থানের খুব কাছে মেষ বাজার নামে একটি স্থানীয় বাজার রয়েছে। মেষ-দ্বারটি সম্ভবত প্রাচীন বিন্‌ইয়ামীন-দ্বারের স্থলে নির্মিত হয়েছিল (ইয়ার ৩৭:১৩; ৩৮:৭; জাকা ১৪:১০)।

**হম্মেয়া উচ্চগৃহ**। এর আরেক নাম হচ্ছে একশতের দুর্গ। ১২:৩৯ আয়াত দেখুন। এখানে "একশত" বলতে বোঝানো যেতে পারে (১) এর উচ্চতা (একশত হাত উঁচু), (২) এতে ওঠার সিঁড়ির ধাপের সংখ্যা, অথবা (৩) একটি সামরিক বাহিনী (এর সাথে তুলনা করুন দ্বি.বি. ১:১৫)।

**হননেলের উচ্চগৃহ**। এই উচ্চগৃহ বা দুর্গগুলো বায়তুল-মোকাদ্দসের পাশে অবস্থিত দুর্গ দ্বারের সাথে সংযুক্ত ছিল (২:৮), যা উত্তর দিক থেকে নগরীকে যে কোন ঝুঁকি থেকে সুরক্ষা দানের জন্য নির্মাণ করা হয়েছিল।

**৩:৩ মৎস-দ্বার**। ১২:৩৯ আয়াত দেখুন। প্রথম বায়তুল মোকাদ্দসের সময়ে এটি ছিল জেরুশালেমে প্রবেশ করার প্রধান দ্বারগুলোর মধ্যে একটি (২ খান্দান ৩৩:১৪; সফনিয় ১:১০)। বনিকেরা টায়ার থেকে বা গালীল সাগর থেকে মাছ কিনে নিয়ে এসে এই দ্বার দিয়ে প্রবেশ করে মাছের বাজারে বিক্রি করত (আয়াত ১৩:১৬)। এই মাছের বাজারের অবস্থান ছিল নগরীর উত্তর দিকের প্রাচীরের পাশে (সফনিয় ১:১০ দেখুন)।

**৩:৪ মরেমোৎ**। উযা ৮:৩৩ আয়াতের নোট দেখুন।

**মশুল্লম**। দ্বিতীয় একটি অংশ মেরামত করেছিলেন (আয়াত ৩০)। নহিমিয়া এই অভিযোগ তুলেছিলেন যে, মশুল্লম তার মেয়েকে টোবিয়ের একটি ছেলের সাথে বিয়ে দিয়েছেন (৬:১৭-১৮ দেখুন; ২:১০ আয়াতের নোট দেখুন)।

**৩:৫ তক্কোয়া**। বেথেলহেমের ৬ মাইল দক্ষিণে এবং

করলো।
৬ আর পাসেহের পুত্র যিহোয়াদা ও বসোদিয়ার
পুত্র মশুল্লম পুরানো দ্বার মেরামত করলো; তারা
তার কড়িকাঠ তুললো; এবং তার কবাট স্থাপন
করলো, আর খিল ও অর্গল দিল। ৭ তাদের কাছে
গিবিয়োনীয় মলাটীয় ও মেরোনোথীয় যাদোন
এবং গিবিয়োন ও মিস্‌পার লোকেরা মেরামত
করলো, এই স্থানগুলো নদী-পারস্থ দেশাধ্যক্ষের
সিংহাসনের অধীনে। ৮ তাদের কাছে স্বর্ণকারদের
মধ্যে হর্হয়ের পুত্র উষীয়েল মেরামত করলো।
আর তার কাছে হনানীয় নামে এক জন গন্ধবণিক
মেরামত করলো, তারা প্রশস্ত প্রাচীর পর্যন্ত
জেরুশালেম দৃঢ় করলো। ৯ তাদের কাছে
জেরুশালেম প্রদেশের অর্ধভাগের নেতা হূরের
পুত্র– রফায় মেরামত করলো। ১০ তাদের কাছে
হরূমফের পুত্র যিদায় তার বাড়ির সম্মুখে
মেরামত করলো। তার কাছে হশব্‌নিয়ের পুত্র
হটুশ মেরামত করলো। ১১ হারীমের পুত্র মল্কিয়
ও পহৎ-মোয়াবের পুত্র হশূব অন্য এক ভাগ ও
তুন্দুরের উচ্চগৃহ মেরামত করলো। ১২ তার কাছে
জেরুশালেম প্রদেশের অর্ধভাগের নেতা
হলোহেশের পুত্র শল্লুম ও তার কন্যারা মেরামত
করলো।
১৩ হানূন এবং সাহোন-নিবাসীরা উপত্যকা-দ্বার
মেরামত করলো; তারা তা গাঁথল এবং তার
কবাট স্থাপন করলো, আর খিল ও অর্গল দিল;
এবং সার-দ্বার পর্যন্ত প্রাচীরের এক হাজার হাত
মেরামত করলো।
১৪ আর বৈৎহক্কেরম প্রদেশের নেতা রেখবের
পুত্র মল্কিয় সার-দ্বার মেরামত করলো; সে তা
গাঁথল এবং তার কবাট স্থাপন করলো, আর খিল
ও অর্গল দিল।
১৫ আর মিসপা প্রদেশের নেতা– কল্‌হোষির
পুত্র শল্লুম ফোয়ারা-দ্বার মেরামত করলো; সে তা
গাঁথল, তার আচ্ছাদন প্রস্তুত করলো এবং তার
কবাট স্থাপন করলো, আর খিল ও অর্গল দিল
এবং যে সিঁড়ি দিয়ে দাউদ-নগর থেকে নেমে
আসে, সেই পর্যন্ত বাদশাহ্‌র বাগানের সম্মুখস্থ
শীলোহ পুষ্করিণীর প্রাচীর মেরামৎ করলো।
১৬ তার কাছে বৈৎসূর প্রদেশের অর্ধভাগের

[৩:৬] নহি ১২:৩৯।
[৩:৭] ইউসা ৯:৩।
[৩:৮] নহি ১২:৩৮।
[৩:১১] নহি ১২:৩৮।
[৩:১৩] ২খান্দান ২৬:৯।
[৩:১৪] ইয়ার ৬:১।
[৩:১৫] ইশা ৮:৬; ইউ ৯:৭।
[৩:১৬] প্রেরিত ২:২৯।

---

জেরুশালেমের ১১ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত একটি ছোট নগরী। এটি ছিল নবী আমোসের আবাসস্থল।

**প্রধানবর্গ।** এই শব্দটির হিব্রু অর্থ ২:১৬ আয়াতে ব্যবহৃত শব্দটি থেকে আলাদা (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)। এই শব্দের অর্থ "ক্ষমতাশালী" বা "মহিমান্বিত" (১০:২৯; ২ খান্দান ২৩:২০; ইয়ার ১৪:৩ দেখুন)। এই সমস্ত অভিজাত ব্যক্তিবর্গ কায়িক পরিশ্রম এড়িয়ে চলতেন।

**প্রভুর কাজ করতে অস্বীকার করলো।** এখানে যে হিব্রু প্রতিশব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তার অর্থ "ঘাড়ের উপরে জোয়ালি নিতে অস্বীকার করা।" মূলত চাষাবাদের জন্য ব্যবহৃত ষাঁড় জোয়ালি পরানোর পর অবাধ্যতা করার দৃষ্টান্তের সাথে এর তুলনা করা হয়েছে (ইয়ার ২৭:১২)।

**৩:৬ পুরানো দ্বার।** এর আরেক নাম শোষন্না দ্বার, যার অবস্থান ছিল উত্তর-পশ্চিম কোণের প্রাচীরে। সম্ভবত এর আরেক নাম ছিল আফরাহীমের দ্বার (১২:৩৯), তবে ৩ আয়াতে সে ব্যাপারে কিছু বলা হয় নি।

**৩:৮ স্বর্ণকার।** ৩১-৩২ আয়াত দেখুন।

**গন্ধবণিক।** ১ শামু ৮:১৩ আয়াত দেখুন।

**প্রশস্ত প্রাচীর।** ১২:৩৮ আয়াত দেখুন। ১৯৭০-৭১ খ্রীষ্টাব্দে জেরুশালেমে খনন কার্য চালানোর সময় প্রত্নতাত্ত্বিকেরা বায়তুল মোকাদ্দসের সংলগ্ন অঞ্চলের পশ্চিম দিকে এ ধরনের একটি প্রাচীর খুঁজে পেয়েছেন। এর নির্মাণের সময়কাল খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগ এবং সম্ভবত বাদশাহ্‌ হিষ্কিয় তা নির্মাণ করেছিলেন (২ খান্দান ৩২:৫)। সম্ভবত ৭২২-৭২১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সামেরিয়ার পতনের পর পালিয়ে আসা শরণার্থীদের ঢল নামার কারণে এই প্রাচীর নির্মাণ করা জরুরি হয়ে পড়েছিল।

**৩:১০ যিদায় তার বাড়ির সম্মুখে মেরামত করলো।** আয়াত ২৩, ২৮-৩০ দেখুন। সম্ভবত যিদায় এবং তার দেখাদেখি আরও কয়েকজন তাদের নিজ নিজ গৃহের অংশে থাকা প্রাচীর নিজেরাই মেরামত করেছিল।

**৩:১১ তন্দুরের উচ্চগৃহ।** এর অবস্থান ছিল পশ্চিমের প্রাচীরে, যেখানে উষিয় একটি উচ্চগৃহ নির্মাণ করেছিলেন (২ খান্দান ২৬:৯)। সম্ভবত এখানে যে তন্দুরের কথা বলা হয়েছে সেগুলোর অবস্থান ছিল রুটি-ওয়ালাদের পাড়ায় (ইয়ার ৩৭:২১)।

**৩:১২ কন্যারা।** জেরুশালেমের প্রাচীর পুনর্নির্মাণে নারীদের অংশগ্রহণ নিয়ে পুরাতন নিয়মের এই অংশটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পারসীয়রা ধ্বংস করার পর যখন এথেনীয়রা তাদের নগরীর প্রাচীর পুনর্নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত নিল তখন তারা ঘোষণা দিল যে, "নগরের প্রত্যেক অধিবাসী – নারী, পুরুষ ও শিশু – প্রত্যেককে এই প্রাচীর নির্মাণের কাজে অংশগ্রহণ করতে হবে" (থিওসেডিডাস, ১.৯০.৩)।

**৩:১৩ উপত্যকা-দ্বার।** ২:১৩ আয়াতের নোট দেখুন।

**এক হাজার হাত।** দৈর্ঘ্যের এই পরিমাপটি বেশ অস্বাভাবিক; সম্ভবত কিছু কিছু স্থান মেরামত করার প্রয়োজন ছিল না।

**সার-দ্বার।** ২:১৩ আয়াতের নোট দেখুন।

**৩:১৪ বৈৎহক্কেরম।** এই নামের অর্থ "আঙ্গুর রসের গৃহ।" এই স্থান থেকে আগুন প্রজ্জ্বলন করে সংকেত দেওয়া হত (ইয়ার ৬:১)। এই স্থানটিকে রমাৎ রাহেল নগর বলে মনে করা হয়, যা জেরুশালেমের দুই মাইল দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। সম্ভবত পারস্য যুগে এটি প্রাদেশিক শাসনকর্তার বাসস্থান ছিল।

**৩:১৫ ফোয়ারা-দ্বার।** ২:১৪ আয়াতের নোট দেখুন।

**শীলোহ পুষ্করিণী।** সম্ভবত এটি ছিল ইশা ২২:৯ আয়াতের নিম্নস্থিত পুষ্করিণী (ইশা ৮:৬ আয়াতের নোট দেখুন)।

**বাদশাহ্‌র বাগান।** ২:১৪ আয়াতের নোট দেখুন।

**দাউদ-নগর।** ১২:৩৭ দেখুন; ২ শামু ৫:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

**৩:১৬ বৈৎসূর।** একটি প্রাদেশিক রাজধানী, যা জেরুশালেম থেকে ১৩ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। ১৯৩১ ও ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে এই অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান থেকে জানা যায় পারস্য যুগের শুরুর দিকে এই প্রদেশের নেতার কর্তৃত্ব খর্ব করা হয়েছিল, কিন্তু খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে তা আবার ফিরিয়ে

নেতা– অস্‌বূকের পুত্র– নহিমিয়া দাউদের
কবরের সম্মুখ পর্যন্ত, খনিত পুষ্করিণী ও বীরদের
বাড়ি পর্যন্ত মেরামত করলো। ১৭ তার কাছে
লেবীয়েরা, বিশেষত বানির পুত্র রহূম মেরামত
করলো। তার কাছে কিয়ীলা প্রদেশের অর্ধভাগের
নেতা হসবীয় তার ভাগ মেরামত করলো।
১৮ তারপর তাদের ভাইয়েরা অর্থাৎ কিয়ীলা
প্রদেশের অর্ধভাগের নেতা– হেনাদদের পুত্র–
ববয় মেরামত করলো। ১৯ তার কাছে মিস্পার
নেতা– যেশূরের পুত্র– এসর প্রাচীরের বাঁকে
অবস্থিত অস্ত্রাগারে উঠবার পথের সম্মুখে আর
এক ভাগ মেরামত করলো। ২০ তারপর সব্বয়ের
পুত্র বারূক যত্ন করে বাঁক থেকে মহা-ইমাম
ইলীয়াশীবের গৃহ-দ্বার পর্যন্ত আর এক ভাগ
মেরামত করলো। ২১ তারপর হক্কোসের সন্তান
ঊরিয়ের পুত্র মরেমোৎ ইলিয়াশীবের বাড়ির
দরজা থেকে ইলীয়াশীবের বাড়ির প্রান্ত পর্যন্ত
আর এক ভাগ মেরামত করলো। ২২ তারপর
জর্ডানের অঞ্চল-নিবাসী ইমামেরা মেরামত
করলো। ২৩ তারপর বিন্‌ইয়ামীন ও হশূব নিজ
নিজ বাড়ির সম্মুখে মেরামত করলো। তারপর
অননিয়ের সন্তান মাসেয়ের পুত্র অসরিয় তার
বাড়ির পাশে মেরামত করলো। ২৪ তারপর
হেনাদদের পুত্র বিন্নুয়ী অসরিয়ের বাড়ি থেকে

[৩:১৭] ইউসা ১৫:৪৪।
[৩:২১] উজা ৮:৩৩।
[৩:২৪] উজা ৮:৩৩।
[৩:২৫] উজা ২:৩।
[৩:২৬] নহি ৭:৪৬; ১১:২১।
[৩:২৭] জবুর ৪৮:১২।
[৩:২৮] ২বাদশা ১১:১৬।
[৩:৩২] ইউ ৫:২।

বাঁক ও কোন্‌ পর্যন্ত আর এক ভাগ মেরামত
করলো। ২৫ উষয়ের পুত্র পালল বাঁকের সম্মুখে;
রক্ষীদের প্রাঙ্গণের নিকটস্থ বাদশাহ্‌র উচ্চতর
বাড়ি থেকে বহির্গত উচ্চগৃহের সম্মুখে এবং
তারপর পরোশের পুত্র পদায় মেরামৎ করলো।
২৬ আর নথীনীয়েরা পূর্ব দিকে পানি-দ্বারের সম্মুখ
পর্যন্ত ও বহির্গত উচ্চগৃহ পর্যন্ত ওফলে বাস
করতো। ২৭ তারপর তকোয়ীয়েরা বহির্গত বিরাট
উচ্চগৃহ থেকে ওফলের প্রাচীর পর্যন্ত আর এক
ভাগ মেরামত করলো।
২৮ ইমামেরা অশ্ব-দ্বারের উপরের দিকে,
প্রত্যেকে নিজ নিজ বাড়ির সম্মুখে, মেরামত
করলো। ২৯ তারপর ইম্মেরের পুত্র সাদোক তার
বাড়ির সম্মুখে মেরামত করলো এবং তারপর
পূর্বদ্বার-রক্ষক– শখনিয়ের পুত্র– শমরিয়
মেরামত করলো। ৩০ তারপর শেলিমিয়ের পুত্র
হনানিয় ও সালোফের ষষ্ঠ পুত্র হানূন আর এক
ভাগ মেরামত করলো; তারপর বেরিখিয়ের পুত্র
মশুল্লম তার কুঠরীর সম্মুখে মেরামত করলো।
৩১ তারপর মল্কিয় নামে স্বর্ণকারদের এক জন
নথীনীয়দের ও বণিকদের বাড়ি পর্যন্ত এবং
কোণে উঠবার পথ পর্যন্ত হম্মিপ্‌কদ দ্বারের
সম্মুখে মেরামত করলো। ৩২ আর কোণে উঠবার
পথ ও মেষ-দ্বারের মধ্যে স্বর্ণকারেরা ও বনিকেরা

আনা হয়।

**দাউদের কবর।** ২:৫ আয়াত দেখুন। বাদশাহ্‌ দাউদকে নগরীর সীমানার মধ্যে কবর দেওয়া হয়েছিল (১ বাদশাহ্‌ ২:১০; ২ খান্দান ২১:২০; ৩২:৩৩; প্রেরিত ২:২৯)। সিয়োন পর্বতের চূড়ায় কৈনকুলাম নামক ভবনে বর্তমানে বাদশাহ্‌ দাউদের তথাকথিত কবরটি রয়েছে, যা চতুর্দশ শতাব্দীতে স্থাপন করা হয়। বর্তমানে বহু ইহুদী তীর্থযাত্রী প্রতি দিন এই কবরটি অত্যন্ত ভাবগাম্ভীর্য সহকারে পরিদর্শন করেন। কিন্তু নবম শতাব্দীর আগ পর্যন্ত দাউদের এ ধরনের কোন কবরের কথা কোথাও জানা যায় না।

**বীরদের বাড়ি।** সম্ভবত দাউদের বীর যোদ্ধাদের বাস ভবন (২ শামু ২৩:৮-৩৯), যা পরবর্তীতে সৈন্য শিবির বা অস্ত্রাগার হিসেবে ব্যবহৃত হত।

**৩:১৭-১৮ কিয়ীলা।** জেরুশালেমের ১৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে ছিল এই প্রদেশের অবস্থান, যা দাউদের রাজত্বের ইতিহাসের শুরুর দিকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল (১ শামু ২৩:১-১৩)।

**৩:১৯ অস্ত্রাগার।** ১৬ আয়াতের নোট দেখুন।

**৩:২০-২১** মহা-ইমাম এবং তাঁর সহযোগী ইমামদের বাস ভবন নগরীর ভেতরে পূর্ব দিকের প্রাচীরের সাথে সংলগ্ন ছিল।

**৩:২৫ বাদশাহ্‌র উচ্চতর বাড়ি।** সম্ভবত বাদশাহ্‌ দাউদের পুরানো প্রাসাদ (১২:৩৭ দেখুন)। সোলায়মানের প্রাসাদের মত এখানেও রক্ষীদের জন্য বাসভবন ছিল (ইয়ার ৩২:২)।

**৩:২৬ ওফল।** ২৭ আয়াত দেখুন। এই শব্দের অর্থ হচ্ছে "স্ফীত" বা "ফোলা," এ কারণে একটি সুরক্ষিত "পাহাড়ের" কথা বলা হয়েছে (যেমন মিকাহ্‌ ৪:৮ আয়াতে দেখা যায়)। বিশেষ করে জেরুশালেমের দক্ষিণ-পূর্ব দিককার পাহাড়ের উত্তর অংশের কথা বোঝানো হয়েছে, যেখানে বায়তুল মোকাদ্দসের দক্ষিণ দিকে আদি দাউদ নগরী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল (২ খান্দান ২৭:৩)।

**পানি-দ্বার।** এই নামের কারণ হচ্ছে, এই দ্বার দিয়ে জেরুশালেমের পানির প্রধান উৎস গীহোন স্রোতের কাছে যাওয়া যেত। নিশ্চয়ই এই দ্বার দিয়ে প্রশস্ত ও উন্মুক্ত একটি স্থানে যাওয়া যেত, কারণ সেখানেই শরীয়ত পাঠ করে সমস্ত নগরবাসীকে শোনানো হয়েছিল (৮:১,৩,১৬; ১২:৩৭)।

**বহির্গত উচ্চগৃহ।** সম্ভবত এটিই সেই বৃহৎ উচ্চগৃহ যার ধ্বংসাবশেষ প্রত্নতাত্ত্বিকেরা ওফল পাহাড়ের চূড়ায় ১৯২৩-২৫ খ্রীষ্টাব্দে আবিষ্কার করেন। ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দে উচ্চগৃহটির ভিত্তিতে খননকার্য চালিয়ে পারস্য যুগের কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে।

**৩:২৭ তকোয়ীয়েরা।** তকোয়ার সাধারণ জনগণ স্বাভাবিকের চেয়ে দ্বিগুণ পরিমাণ কাজ করেছিল, যেখানে তাদের মধ্যকার প্রধানবর্গ দায়িত্ব গ্রহণ করতেই অস্বীকার করেছিল (৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

**৩:২৮ অশ্ব-দ্বার।** এখানেই অথলিয়াকে হত্যা করা হয়েছিল (২ খান্দান ২৩:১৫)। সম্ভবত এটি নগরের প্রাচীরের পূর্ব দিকে সর্বোচ্চ বিস্তৃত স্থান। এই দ্বার দিয়ে কিদ্রোণ উপত্যকায় যাওয়া যেত (ইয়ার ৩১:৪০)।

**৩:২৯ পূর্বদ্বার।** সম্ভভত বর্তমানে স্বর্ণালী-দ্বার নামে যে দ্বারটি রয়েছে তার প্রাচীন নাম ছিল পূর্বদ্বার (ইহি ৪৪:২ আয়াতের নোট দেখুন)।

**৩:৩১ স্বর্ণকার।** ৮ আয়াত দেখুন।

**হম্মিপ্‌কদ দ্বার।** পূর্ব দিককার প্রাচীরের উত্তর প্রান্তে ছিল এর অবস্থান।

**৩:৩২ মেষ-দ্বার।** প্রাচীন পুনর্নির্মাণ কাজ শুরু করার স্থান (আয়াত ১ দেখুন)।

মেরামত করলো।

### প্রাচীর পুনর্নির্মাণে বাধা

**৪** ১ সন্‌বল্লট যখন শুনতে পেল যে, আমরা
প্রাচীর পুনর্নির্মাণ করছি, তখন সে রাগান্বিত
ও ভীষণ বিরক্ত হল, আর ইহুদীদেরকে বিদ্রূপ
করলো। ২ আর সে তার ভাইদের ও সামেরিয়
সৈন্যদলের সাক্ষাতে বললো, এই নিস্তেজ
ইহুদীরা কি করছে? এরা কি নিজেদেরকে দৃঢ়
করবে? এরা কি কোরবানী করবে? এক দিনে কি
সমাপ্ত করবে? ধ্বংসস্তূপের ঢিবি থেকে এ সব
পাথর তুলে কি সজীব করবে? ৩ এসব যে পুড়ে
গেছে! তখন অম্মোনীয় টোবীয় তার পাশে ছিল;
সেও বললো, ওরা যা পুনর্নির্মাণ করছে, তার
উপরে যদি শিয়াল উঠে, তবে তাদের সেই
পাথরের প্রাচীর ভেঙে পড়বে। ৪ – হে আমাদের
আল্লাহ্‌, শোন, কেননা আমাদের তুচ্ছ করা হচ্ছে;
ওদের টিটকারী ওদেরই মাথায় বর্তাও এবং
ওদেরকে বন্দী হয়ে লুণ্ঠিত বস্তুর মত বিদেশে
থাকতে দাও; ৫ ওদের অপরাধ ঢেকে রেখো না
ও ওদের গুনাহ্‌ তোমার সম্মুখ থেকে মুছে যেতে
দিও না; কেননা ওরা গাঁথকদের সম্মুখে তোমাকে
অসন্তুষ্ট করেছে।
৬ –এভাবে আমরা প্রাচীর গাঁথলাম, তাতে
উচ্চতার অর্ধেক পর্যন্ত সমস্ত প্রাচীর সংযোজিত হল,
কারণ কাজ করতে লোকদের আগ্রহ ছিল।
৭ আর সন্‌বল্লট ও টোবিয় এবং আরবীয়েরা,
অম্মোনীয়েরা ও অস্‌দোদীয়েরা যখন শুনতে
পেল, জেরুশালেমের প্রাচীরের মেরামত সম্পন্ন
হচ্ছে ও তার সমস্ত ছিদ্র বন্ধ করতে আরম্ভ করা
হয়েছে, তখন তারা অতিশয় ক্রুদ্ধ হল; ৮ আর
তারা সকলে জেরুশালেমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা ও
গোলযোগ উৎপন্ন করার জন্য চক্রান্ত করলো।
৯ কিন্তু তাদের ভয়ে আমরা আমাদের আল্লাহ্‌র
কাছে মুনাজাত করলাম ও দিনরাত তাদের
বিরুদ্ধে প্রহরিদেরকে রাখলাম।
১০ আর এহুদার লোকেরা বললো,
ভারবাহকেরা দুর্বল হয়েছে এবং ধ্বংসাবশেষ
অনেক আছে, প্রাচীর গাঁথা আমাদের অসাধ্য।
১১ আবার আমাদের দুশমনদের বললো, ওরা
জানবে না, দেখবে না, অমনি আমরা ওদের
মধ্যে এসে ওদেরকে হত্যা করে কাজ বন্ধ
করবো। ১২ আর তাদের নিকটবাসী ইহুদীরা
সর্বস্থান থেকে এসে দশবার আমাদেরকে
বললো, তোমাদেরকে আমাদের কাছে ফিরে
আসতে হবে। ১৩ অতএব আমি প্রাচীরের
পিছনের দিকে নিচস্থ অনাবৃত্ত স্থানে লোক নিযুক্ত
করলাম, স্ব স্ব গোষ্ঠী অনুসারে তলোয়ার, বর্শা ও
ধনুক সমেত লোক নিযুক্ত করলাম। ১৪ পরে
আমি চেয়ে দেখলাম এবং উঠে প্রধান লোকদের,
কর্মকর্তাদের ও অন্য সমস্ত লোককে বললাম
তোমরা ওদেরকে ভয় পেয়ো না; মহান ও
ভয়ঙ্কর প্রভুকে স্মরণ কর এবং আপন আপন
ভাইদের, পুত্র ও কন্যাদের, স্ত্রীদের ও বাড়ির
জন্য যুদ্ধ কর।
১৫ আর যখন আমাদের দুশমনেরা শুনতে
পেল যে, আমরা জানতে পেরেছি, আর আল্লাহ্‌
তাদের মন্ত্রণা বিফল করেছেন, তখন আমরা
সকলে প্রাচীরে নিজ নিজ কাজ করতে পুনর্বার
গমন করলাম। ১৬ আর সেদিন থেকে আমার
যুবকদের অর্ধেক লোক কাজ করতো, অন্য
অর্ধেক লোক বর্শা, ঢাল, ধনুক ও বর্ম ধরে
থাকতো এবং সমস্ত এহুদাকুলের পিছনে নেতৃবর্গ

[৪:১] নহি ২:১০।
[৪:২] জবুর ৭৯:১; ইয়ার ২৬:১৮।
[৪:৩] আইউ ১৩:১২; ১৫:৩।
[৪:৪] জবুর ৪৪:১৩; ১২৩:৩-৪; ইয়ার ৩৩:২৪।
[৪:৫] ২বাদশা ১৪:২৭; জবুর ৫১:১; ৬৯:২৭-২৮; ১০৯:১৪; ইয়ার ১৮:২৩।
[৪:৭] নহি ২:১০।
[৪:৮] জবুর ২:২; ৮৩:১-১৮।
[৪:১০] ১খান্দান ২৩:৪।
[৪:১৪] পয়দা ২৮:১৫; দ্বি:বি ১:২৯।
[৪:১৪] ২শামু ১০:১২।
[৪:১৫] ২শামু ১৭:১৪; আইউ ৫:১২।

---

**৪:১ ইহুদীদের।** ইয়ার ৩৪:৯ আয়াতের নোট দেখুন।

**৪:২ সে ... বললো।** প্রতিদ্বন্দ্বী পারসীয় শাসকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও বিবাদ প্রায়শই লেগে থাকত। ইহুদীদেরকে উত্যক্ত করার জন্য এবং তাদের উৎসাহে ভাটা দেওয়ার জন্য সন্‌বল্লট অনেকগুলো প্রশ্ন করেছিল।

**পুড়ে গেছে!** আগুনে প্রাচীরের পাথরগুলো পুড়ে গিয়েছিল। পাথরগুলোর অধিকাংশই চুনাপাথর হওয়ায় সেগুলোর আকৃতি নষ্ট হয়ে ভঙ্গুর হয়ে গিয়েছিল।

**৪:৪-৫** তথাকথিত শত্রুর প্রতি বিষোদগার প্রকাশকারী গজলের মত (জবুর ৫:১০ আয়াতের নোট দেখুন) নহিমিয়া নিজে তাঁর বিরোধী ও শত্রুদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেন নি, বরং তিনি আল্লাহ্‌র কাছে ফরিয়াদ জানিয়েছেন যেন তিনিই এর সমুচিত জবাব দেন। ৫ আয়াতে নহিমিয়ার মুনাজাত যেন ইয়ারমিয়া ১৮:২৩ আয়াতেরই প্রতিফলন।

**৪:৭ অস্‌দোদ।** ইশা ২০:১ আয়াতের নোট দেখুন। পারস্য শাসনের অধীনে এটি প্রাদেশিক রাজধানী ছিল।

**৪:৯ মুনাজাত করলাম ... প্রহরীদেরকে রাখলাম।** মুনাজাত ও সতর্ক ভাব ঈমান ও কাজকে একত্রিত করেছে এবং এভাবে খোদায়ী পরিকল্পনা ও মানবীয় পরিকল্পনা উভয়ের উপরে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে (ইয়াকুব ২:১৪-২৬ আয়াতের নোট দেখুন)।

**৪:১০ ভারবাহকেরা দুর্বল হয়েছে।** অর্থাৎ ভার বহনকারীরা তাদের কাঁধে চাপানো জিনিসের ভারে নুয়ে পড়ছে এবং যে কোন সময় পড়ে যেতে পারে।

**৪:১১ আমাদের দুশমনরা বললো।** হতে পারে নহিমিয়া কোন শুভাকাঙ্ক্ষীর কাছ থেকে এই সংবাদ পেয়েছিলেন, কিংবা শত্রুরাই এই সংবাদ গুজবের আকারে রটিয়ে দিয়েছিল।

**৪:১২ দশবার আমাদেরকে বললো।** অর্থাৎ অনেক বার।

**৪:১৩ পিছনের দিকে নিচস্থ অনাবৃত্ত স্থানে।** প্রাচীরের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ স্থানগুলোতে নহিমিয়া নিভৃতে রক্ষী স্থাপন করেছিলেন।

**৪:১৪ তোমরা ওদেরকে ভয় পেয়ো না।** মহান ও ভয়ঙ্কর প্রভুকে স্মরণ কর। ১:৮ আয়াতের নোট দেখুন। ভয় কাটানোর সবচেয়ে ভাল উপায় হচ্ছে মাবুদ আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা, একমাত্র যিনি ভয়ের যোগ্য (দ্বি.বি. ৩:২২; ২০:৩; ৩১:৬; জবুর ৫৬:৩-৪)।

**৪:১৬ ঢাল।** প্রধানত কাঠ দিয়ে তৈরি করা হত এবং এরপর তাতে ধাতু দ্বারা প্রলেপ দেওয়া হত (ইহি ৩৯:৯)।

**বর্ম।** এই শব্দটির হিব্রু প্রতিশব্দ দিয়ে বোঝানো হয়েছে মূলত ধাতুর তৈরি বুকপাটা বা শেকল দ্বারা নির্মিত জামা (২ খান্দান ১৮:৩৩ দেখুন)।

# নহিমিয়া

নহিমিয়া নামের অর্থ, ইয়াহ্‌ওয়েহ্ যাকে স্বস্তি দিয়েছেন। তিনি হখলিয়ের পুত্র (নহি ১:১) এহুদা গোষ্ঠীর লোক। তাঁর পরিবার জেরুশালেমে ছিল (নহি ২:৩)। তিনি ইহুদী বংশের একজন নক্ষত্র, যার যৌবনকাল কেটেছে সুসার বাদশাহ্‌র রাজপ্রাসাদে রাজকীয় পাত্র-বাহকের গুরু দায়িত্ব পালনে। বাদশাহ্ আর্টাজারেক্সের পরিবারের সাথে তাঁর ভাল সম্পর্ক ছিল (নহি ১:২; ২:৩)। তার ভাই হনানি ও অন্যান্য আত্মীয়ের মাধ্যমে তিনি পবিত্র নগর ধ্বংসের সংবাদ পান ও এই কারণে তাঁর মন সব সময় শোকার্ত এবং বিষণ্ন ছিল। এই শহরে তাঁর পূর্বপুরুষগণের কবর ছিল বলে তাঁর জন্য তিনি বহুদিন দুঃখে রোজা রেখে মুনাজাত করেছেন। এভাবে অনেক দিন তাঁকে শোকার্ত দেখার পর বাদশাহ্ তাঁকে তাঁর দুঃখের কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। নহিমিয়া বাদশাহ্‌কে সবকিছু খুলে বলেন এবং জেরুশালেমে গিয়ে শহরটির পুনর্নির্মানের কাজ করার জন্য ইচ্ছা জানালেন। তিনি খ্রীষ্টপূর্ব ৪৪৬, বসন্ত কালে (হযরত উযায়েরের এগারো মাস পর) সেখানে বাদশাহ্‌র একটি চিঠি নিয়ে গেলেন। এর ফলে তিনি যে প্রদেশের মধ্য দিয়ে যাত্রা করেছিলেন সেখানকার রক্ষীরা নহিমিয়াকে তাঁর যাত্রায় সহায়তা করেছিল। তিনি জেরুশালেমে পৌঁছে নগরটি ঘুরে দেখলেন। তিনি এর উন্নয়নের জন্য দক্ষতা ও যথাসাধ্য শ্রম দিয়ে কাজ করলেন এবং ছয় মাসের মধ্যেই নগরের সমস্যাগুলো কাটিয়ে উঠলেন। তিনি এহুদায় তের বছর শাসনকালে অনেক বাধাবিঘ্ন কাটিয়ে সেখানের যথেষ্ট উন্নয়ন করেন (নহি ১৩:১১)। তিনি ধ্বংস স্তূপের উপর "উযায়েরের রেখে যাওয়া অসমাপ্ত কাজ শেষ করে" দেশটি নতুনভাবে গড়েছিলেন এবং দেশের লোকদের নিরাপত্তা দিয়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি সাধারণ মানুষের সাথে মিশে কাজ করে সুসার বাদশাহ্‌র কাছে বা একবাটানার রাজকাজের জন্য পার্সিয়াতে ফিরে যান। তাঁর নিষ্ঠা ও পরিশ্রমে দেশে পুরানো খারাপ অবস্থা থেকে খুব অল্প সময়ে ভাল অবস্থায় ফিরে আসে এবং তাঁর পরিচালনায় ধ্বংস হয়ে যাওয়া প্রাচীর পুনর্নির্মিত হয় (নহি ১২ অধ্যায়)। নহিমিয়া পার্সিয়াতে দুই বছর থাকার পর আবার এহুদায় ফিরলে তাঁর অনুপস্থিতে যে নৈতিক অবক্ষয় ঘটেছিল তা সংশোধন করেন। তিনি লোকদের প্রতি কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাদের আল্লাহ্‌র প্রতি মুনাজাত ও হযরত মূসার শরীয়তের প্রতি অনুরাগী করে তোলেন। তাঁর নিষ্ঠা এবং সাহসের সাথে কাজ করার দৃষ্টান্ত স্মরণীয়, বিশেষ করে ধ্বংস হওয়া জেরুশালেমের প্রাচীর পুনর্নির্মাণ, যা অনেক বাধা অতিক্রম করেই নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর সুন্দর মন, ধর্মীয় উদ্দীপনা এব্ং আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্য ও গভীরভাবে মুনাজাতে থাকার উদাহরণ স্মরণীয় হয়ে আছে (উযা ১:৫-১১)।

**সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:**

- ভাল চরিত্রের, ধৈর্যশীল, ও মুনাজাতের মানুষ ছিলেন।
- চমৎকার পরিকল্পনাবিদ, সংগঠক, ও পরিচালনাদানকারী ছিলেন।
- তাঁর নেতৃত্বেই মাত্র ৫২ দিনে জেরুশালেমের দেওয়াল পুনর্নির্মিত হয়।
- একজন রাজনৈতিক নেতা হিসাবে জাতিকে ধর্মীয় সংস্কারের পথে ও রূহানিক জাগরণের পথে পরিচালিত করেন। এছাড়া, নানা বাধার মুখেও শান্ত থাকেন।

**তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:**

- যে কোন কাজের প্রথম পদক্ষেপ হল মুনাজাত বা প্রার্থনা করা।
- লোকেরা আল্লাহ্‌র পরিচালনায় যে কোন অসম্ভব কাজকে সম্ভব করে তুলতে পারেন।
- আল্লাহ্‌র সেবা কাজে দুটি প্রকৃত দিক আছে– আল্লাহ্‌র সঙ্গে কথা বলা ও তাঁর সঙ্গে চলা।

**গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:**

- **কোথায়:** পার্সিয়া, জেরুশালেম
- **কাজ:** বাদশাহ্‌র পানপাত্র বাহক, নগর গাঁথক, এহুদিয়া প্রদেশের শাসনকর্তা
- **আত্মীয়-স্বজন:** পিতা: হখলিয়
- **সমসাময়িক:** উজায়ের, আর্টাজারেক্সস্, তবিয়, সনবল্লট

**মূল আয়াত:** "পরে আমার উপরে প্রসারিত আল্লাহ্‌র মঙ্গলময় হাতের কথা এবং আমার প্রতি কথিত বাদশাহ্‌র কালাম তাদেরকে জানালাম। তাতে তারা বললো, চল, আমরা গিয়ে নির্মাণ করি। এভাবে তারা সেই সাধু কাজের জন্য নিজ নিজ হাত সবল করলো" (নহিমিয়া ২:১৮)।

নহিমিয়ার কাহিনী কিতাবুল মোকাদ্দসের নহিমিয়া কিতাবে উল্লিখিত হয়েছে।

থাকতেন। ১৭ যারা প্রাচীর গাঁথত এবং যারা ভার
বহন করতো, যারা ভার তুলে দিত, তারা সকলে
এক হাতে কাজ করতো, অন্য হাতে অস্ত্র ধরত;
১৮ আর রাজমিস্ত্রিরা প্রত্যেক জন কোমরে
তলোয়ার বেঁধে কাজ করতো; এবং তূরীবাদক
আমার পাশে থাকতো। ১৯ আর আমি প্রধান
লোকদেরকে, কর্মকর্তাদেরকে ও অন্য সমস্ত
লোককে বললাম এই কাজ ভারী ও বিস্তীর্ণ
জায়গা জুড়ে এবং আমরা প্রাচীরের উপরে পৃথক
পৃথক হয়ে এক জন থেকে অন্য জন দূরে আছি;
২০ তোমরা যে কোন স্থানে তূরীর আওয়াজ
শুনবে, সেই স্থানে আমাদের কাছে জমায়েত
হবে; আমাদের আল্লাহ্ আমাদের জন্য যুদ্ধ
করবেন।
২১ এভাবে আমরা কাজ করতাম এবং সূর্য
উঠার সময় থেকে শুরু করে রাতের তারা দেখা
যাওয়া পর্যন্ত আমাদের অর্ধেক লোক বর্শা ধরে
থাকতো। ২২ সেই সময়ে আমি লোকদেরকে
আরও বললাম প্রত্যেক পুরুষ নিজ নিজ চাকরের
সঙ্গে রাতের বেলায় জেরুশালেমের মধ্যে
থাকুক; তারা রাতে আমাদের রক্ষক হবে ও
দিনে কাজ করবে। ২৩ অতএব, আমি, আমার
ভাইয়েরা, যুবকেরা ও আমার অনুবর্তী রক্ষকেরা
কেউ কাপড় খুলতাম না, প্রত্যেকে নিজ নিজ
অস্ত্র সহ পানির কাছে যেতাম।

[৪:১৭] জবুর ১৪৯:৬।
[৪:১৮] শুমারী ১০:২।
[৪:২০] হিজ ১৪:১৪; দ্বি:বি ২০:৪; ইউসা ১০:১৪।
[৫:৩] জবুর ১০৯:১১।
[৫:৪] উজা ৪:১৩।
[৫:৫] লেবীয়

### দরিদ্রদের উপরে দৌরাত্ম্য নিবারণ

৫ ১ পরে নিজেদের ভাই ইহুদীদের বিরুদ্ধে
লোকেরা ও তাদের স্ত্রীরা ভীষণ কান্নাকাটি
করতে লাগল। ২ কেউ কেউ বললো, আমরা পুত্র
কন্যাসুদ্ধ অনেক প্রাণী, আহার করে জীবন
ধারণের জন্য শস্য নেব। ৩ আর কেউ কেউ
বললো, আমরা আমাদের ভূমি, আঙ্গুরক্ষেত ও
বাড়ি বন্ধক দিচ্ছি দুর্ভিক্ষের সময়ে শস্য নেব।
৪ আর কেউ কেউ বললো, রাজকরের জন্য
আমরা নিজ নিজ ভূমি ও আঙ্গুরক্ষেত বন্ধক
রেখে টাকা নিয়েছি। ৫ কিন্তু আমরা একই

**৪:১৭ এক হাতে কাজ করতো, অন্য হাতে অস্ত্র ধরত।** এর অর্থ হল হয় কর্মীরা আক্ষরিক অর্থেই এক হাতে কাজের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্র নিয়ে অন্য হাতে অস্ত্র রাখত কিংবা হয়তো হাতের কাছে অস্ত্র মজুদ রাখত।

**৪:১৮ তূরী।** ইশা ১৮:৩ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে ইউসা ৬:৪,৬,৮,১৩ আয়াত দেখুন।

**৪:২০ আমাদের আল্লাহ্ আমাদের জন্য যুদ্ধ করবেন।** ইউসা ৫:১৩-১৫; ১০:১৪,৪২; কাজী ৪:১৪; ২০:৩৫; ২ শামু ৫:২৪ দেখুন।

**৪:২১ তারা দেখা যাওয়া পর্যন্ত।** এখানে বোঝানো হয়েছে যে, কর্মীরা অক্লান্ত ও নিরলস পরিশ্রম করত, কারণ সাধারণত সূর্যাস্তের সময় শ্রমিকদের কাজ শেষ করার সময় হত (দ্বি.বি. ২৪:১৫; মথি ২০:৮)।

**৪:২২ রাতে আমাদের রক্ষক হবে।** এমনকি জেরুশালেমের বাইরে থেকে আসা লোকেরাও রাতের বেলা শহরে থাকত এবং তাদের মধ্যে অনেকেই প্রহরী হিসেবে রাতে পাহারা দিত।

**৪:২৩** যদিও এই আয়াতের শেষ অংশটির অর্থ খুব পরিষ্কার নয়, তথাপি এখানে বোঝায় যায় তারা সব সময় নিজেদেরকে যে কোন পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত রাখতেন। যোসেফাস (এন্টিকুইটিস, ১১.৫.৮) মনে করেন, নহিমিয়া নিজে রাতে নগরীর চারপাশ প্রদক্ষিণ করে পাহারা দিতেন, কখনো ক্লান্ত হতেন না বা ঘুমিয়ে পড়তেন না। তিনি তাঁর দায়িত্ব হিসেবে নিয়েছিলেন এই কাজটিকে।

**৫:১-১৯** জেরুশালেম নগরীর প্রাচীর পুনর্নির্মাণের ক্ষেত্রে নহিমিয়ার সামনে এক আর্থ-সামাজিক প্রতিবন্ধকতা এসে উপস্থিত হয়েছিল, যার এক গভীর নৈতিক গুরুত্ব ছিল। যেহেতু নগরীর প্রাচীর নির্মাণ করতে ৫২ দিন লেগেছিল (৬:১৫), সে কারণে এটি বেশ অবাক হওয়ার মত বিষয় যে, এ ধরনের একটি বিরাট প্রকল্পের মধ্যবর্তী সময়ে নহিমিয়া এক “মহাসমাজ” একত্রিত করেছিলেন (আয়াত ৭)। হয়তোবা এই পুনর্নির্মাণ প্রকল্পের চাপের কারণে কিছু ছোট ছোট সমস্যা অনেক বেশি অনুভূত হচ্ছিল এবং তা আগেই সমাধান করার দরকার ছিল। জেরুশালেমের তৎকালীন জনজীবন যে সমস্ত সমস্যার কারণে পীড়িত ছিল সেগুলো হচ্ছে। (১) ভূমিহীন মানুষ, যাদের খাদ্য সঙ্কট ছিল (আয়াত ২); (২) ভূমির মালিকেরা, যারা বাধ্য হয়ে তাদের জমি বন্ধক রেখেছিল (আয়াত ৩); এবং (৩) যারা বাধ্য হয়ে চড়া সুদে টাকা ধার নিতে এবং তাদের সন্তানদেরকে ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়েছিল (আয়াত ৪-৫)।

**৫:১ স্ত্রীরা।** পরিস্থিতি এতটাই গুরুতর ছিল যে, সংসার চালানো ও পরিবারের সদস্যদের মুখে খাবার তুলে দিতে না পারার কারণে স্ত্রীরাও এই প্রতিবাদে যুক্ত হয়েছিল। তারা বিদেশী প্রশাসনের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলে নি, বরং তাদের নিজেদের দেশের লোকদের বিরুদ্ধেই অভিযোগ তুলেছিল, যারা দেশের এক চরম ক্রান্তিলগ্নে হতদরিদ্র প্রতিবেশীদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে নিজেদের ফায়দা লুটছিল।

**৫:২ শস্য।** একটি পরিবারের এক মাসের ভরণ পোষণের জন্য প্রায় ছয় থেকে সাত বুশেল শস্য প্রয়োজন ছিল।

**৫:৩ বন্ধক দিচ্ছি।** এমনকি যাদের নিজেদের সামান্য সহায় সম্পত্তি ছিল তারাও তা বন্ধক রাখতে বাধ্য হয়েছিল, যাতে করে সবচেয়ে ধনী ব্যক্তিরা তাতে করে লাভবান হতে পারে (এর সাথে তুলনা করুন ইশা ৫:৮)। অর্থনৈতিক মন্দার সময় ধনী ব্যক্তিরা আরও বেশি ধনী হত এবং দরিদ্ররা আরও বেশি দরিদ্র হয়ে পড়ত।

**দুর্ভিক্ষের সময়ে।** প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সৃষ্ট দুর্ভিক্ষের প্রচণ্ডতাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল অর্থনৈতিক মন্দা। এই ঘটনার প্রায় ৭৫ বছর আগে নবী হগয় এক দুর্ভিক্ষের কথা বলেছিলেন যখন খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছিল (হগয় ১:৫-১১)। এ ধরনের দুর্যোগপূর্ণ অবস্থাকে আল্লাহ্ প্রদত্ত শাস্তি হিসেবে দেখা হত (ইশা ৫১:১৯; ইয়ার ১৪:১৩-১৮; আমোস ৪:৬)। কেনান দেশে দুর্ভিক্ষ খুব স্বাভাবিক একটি বিষয় ছিল। হযরত ইব্রাহিম (পয়দা ১২:১০), ইসহাক (পয়দা ২৬:১), ইউসুফ (পয়দা ৪১:২৭, ৫৪), রূত (রূত ১:১), দাউদ (২ শামু ২১:১), ইলিয়াস (১ বাদশাহ্ ১৮:২), আল-ইয়াসা (২ বাদশাহ্ ৪:৩৮) এবং ক্লডিয়াসের সময়ে (প্রেরিত ১১:২৮) দুর্ভিক্ষ ঘটেছিল বলে জানা যায়।

**৫:৪ রাজকর।** ধারণা করা হয় যে, পারস্যের বাদশাহ্ এক বছরে প্রায় ২ কোটি দারিক সমপরিমাণ কর সংগ্রহ করেছিলেন

BACIB International Bible CHURCH

জাতির লোক, আমাদের সন্তানেরা তাদের
সন্তানদের সমান, তবুও দেখুন, আমরা নিজ নিজ
পুত্র কন্যাদের গোলাম বানাতে হয়েছে; আমাদের
কন্যাদের মধ্যে কেউ কেউ তো বাঁদীর অবস্থায়
পড়েছে; আমাদের কোন সঙ্গতি নেই; এবং
আমাদের ভূমি ও আঙ্গুর-ক্ষেতগুলো অন্য
লোকদের হয়েছে।
৬ তখন আমি তাদের কান্নাকাটি ও এসব কথা
শুনে মহাক্রুদ্ধ হলাম। ৭ আর আমি মনে মনে
বিবেচনা করলাম এবং প্রধান লোকদের ও
কর্মকর্তাদেরকে ভর্ৎসনা করে বললাম তোমরা
প্রত্যেকে আপন আপন ভাইয়ের কাছ থেকে সুদ
আদায় করে থাক। পরে তাদের বিরুদ্ধে
মহাসমাজ একত্র করলাম। ৮ আর আমি
তাদেরকে বললাম বিভিন্ন জাতির কাছে আমাদের
যে ইহুদী ভাইদের বিক্রি করা হয়েছিল,
তাদেরকে আমরা সাধ্যানুসারে মুক্ত করেছি; এখন
তোমাদের ভাইদেরকে তোমরাই কি বিক্রি

২৫:৩৯-৪৩, ৪৭; ২বাদশা ৪:১; ইশা ৫০:১।
[৫:৭] হিজ ২২:২৫-২৭; লেবীয় ২৫:৩৫-৩৭; দ্বি:বি ২৩:১৯-২০; ২৪:১০-১৩।
[৫:৮] লেবীয় ২৫:৪৭।
[৫:৯] ইশা ৫২:৫।
[৫:১০] হিজ ২২:২৫।
[৫:১১] ইশা ৫৮:৬।
[৫:১২] উজা ১০:৫।
[৫:১৩] মথি ১০:১৪।

করবে? আমাদের কাছে কি তাদেরকে বিক্রি করা
হবে? তাতে তারা নীরব হল, কোন উত্তর দিতে
পারল না। ৯ আমি আরও বললাম তোমাদের
এই কাজ ভাল নয়; আমাদের দুশমন জাতিদের
টিটকারির দরুন তোমরা কি আমাদের আল্লাহ্‌র
ভয়ে চলবে না? ১০ আমি, আমার ভাইয়েরা ও
যুবকেরা, আমরাও সুদের জন্য ওদেরকে টাকা ও
শস্য ঋণ দিয়ে থাকি; এসো, আমরা এই সুদ
ছেড়ে দিই। ১১ তোমরা ওদের শস্যক্ষেত,
আঙ্গুরক্ষেত, জলপাইক্ষেত ও গৃহগুলো এবং
টাকা, শস্য, আঙ্গুর-রস ও তেলের শতকরা যে
সুদ নিয়ে তাদেরকে ঋণ দিয়েছ, তা আজই
তাদেরকে ফিরিয়ে দাও। ১২ তখন তারা বললো,
আমরা তা ফিরিয়ে দেব, তাদের কাছে কিছুই
চাইব না; আপনি যা বলবেন, সেই অনুসারে
করবো। তখন আমি ইমামদেরকে ডেকে এই
ওয়াদা অনুসারে কাজ করতে ওদেরকে কসম
করালাম। ১৩ আবার আমি আমার দেহের কাপড়

(উযায়ের ৮:২৭ আয়াতের নোট দেখুন)। রাজ্যের উন্নতি সাধনের জন্য খুব সামান্যই তা থেকে ব্যয় করা হয়েছিল, কারণ এর অধিকাংশই গলিয়ে ফেলা হয় এবং তা বাদশাহ্‌র ব্যক্তিগত কোষাগারে জমা করা হয়। আলেকজান্ডার দি গ্রেট শুধুমাত্র শূশা থেকেই ৯ হাজার তালন্ত (প্রায় ৩৪০ টন) স্বর্ণমুদ্রা এবং ৪০ হাজার তালন্ত (প্রায় ১,৫০০ টন) রৌপ্য মুদ্রা উদ্ধার করেন। কর আদায়ের মধ্য দিয়ে স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্য মুদ্রা জনগণের কাছ থেকে নিয়ে নেওয়ার কারণে নাটকীয়ভাবে দারিদ্র বৃদ্ধি পেয়েছিল। পারস্য বাহিনী দ্বারা ভূমি দখল এবং সেখানে চাষাবাদ করতে না দেওয়ার কারণেই পারস্য রাজত্বের সময়ে দ্রব্যমূল্য শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

**৫:৫ গোলাম বানাতে হয়েছে।** অর্থনৈতিক মন্দার সময়ে ইসরাইলীয় পরিবারগুলো জমি ইজারা নিত এবং পরিবারের সদস্যদেরকে জামিন হিসেবে রাখত। যদি কোন ব্যক্তি সুদসহ ঋণ শোধ করতে না পারত, তাহলে তার সন্তান, স্ত্রী এমনকি লোকটিকেও ধরে বিক্রি করে দিয়ে সেই অর্থ আদায় করা যেত। একজন ইসরাইলীয় নাগরিক যদি তার ঋণ শোধ করতে ব্যর্থ হত, তখন সে ঋণদাতার জন্য “ভাড়াটে গোলাম” হিসেবে কাজ করত (লেবীয় ২৫:৩৯-৪০)। তাকে সাত বছর পর মুক্ত করে দিতে হত (দ্বি.বি. ১৫:১২-১৮)। অবশ্য সে যদি স্বেচ্ছায় থেকে যেতে চাইত তাহলে সে থাকতে পারত। মিসরে সাত বছরব্যাপী দুর্ভিক্ষের সময় ইউসুফের কাছে এসে লোকেরা বলেছিল যেন তিনি তাদের ভূমি নিয়ে নেন এবং তাদেরকে গোলাম হিসেবে গ্রহণ করে এর বিনিময়ে তাদেরকে খাদ্য দেন (পয়দা ৪৭:১৮-১৯)। ইসরাইল জাতির জীবনের জন্য এটি অত্যন্ত পরিহাসের বিষয় ছিল এই যে, বন্দীদশার সময়েও তারা পরিবারগতভাবে এক সাথে বসবাস করতে পেরেছিল। কিন্তু এখন অর্থনৈতিক মন্দার কারণে তারা তাদের সন্তানদেরকে গোলাম ও বাঁদী হিসেবে বিক্রি করে দিতে বাধ্য হচ্ছে।

**৫:৬ আমি ... মহাক্রুদ্ধ হলাম।** সামাজিক অন্যায্যতার বিরুদ্ধে ন্যায্যতা ও নৈতিকতার পক্ষে দাঁড়িয়ে ক্রোধ প্রকাশ করা কখনো কখনো প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে (এর সাথে তুলনা করুন মার্ক ১১:১৫-১৮; ইফি ৪:২৬)।

**৫:৭ সুদ।** হিজ ২২:২৫-২৭; লেবীয় ২৫:৩৬; দ্বি.বি. ২৩:২০ আয়াতের নোট দেখুন। যোসেফাস (এন্টিকুইটিস, ৪.৮.২৫) ব্যাখ্যা করে বলেছেন। “কোন ইবরানী ব্যক্তি খাবার ও পানীয়ের অভাবে পড়লে তাকে সুদের বিনিময়ে ধার দেওয়া উচিত নয়; কারণ একজন স্বদেশীর অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে তার কাছ থেকে ফায়দা লোটা অনুচিত।”

**৫:৮ যে ইহুদী ভাইদের বিক্রি করা হয়েছিল।** দারিদ্র পীড়িত স্বদেশী ইহুদীদেরকে গোলাম হিসেবে ভাড়া করা যেত, কিন্তু তাদেরকে ক্রীতদাসের মত বিক্রি করে দেওয়ার এখতিয়ার কারও ছিল না (লেবীয় ২৫:৩৯-৪২)।

**বিভিন্ন জাতির কাছে।** স্বদেশী ইবরানীদেরকে বিদেশীদের কাছে ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি করে দেওয়াটা নিষিদ্ধ ছিল (হিজ ২১:৮)।

**তারা নীরব হল।** তাদের অপরাধ এতটাই সুস্পষ্ট ছিল যে, তারা এর প্রতিবাদ করতে পারল না বা এর বিপক্ষে কোন যুক্তি দেখাতে পারল না (এর সাথে তুলনা করুন ইউহোন্না ৮:৭-১০)।

**৫:৯ তোমাদের এই কাজ ভাল নয়।** অন্যদের প্রতি, বিশেষ করে স্বজাতির ভাইদের প্রতি সহানুভূতি সহকারে ভালবাসা প্রদর্শন করতে না পারাটা আমাদের সৃষ্টিকর্তার প্রতি অবমাননাকর এবং তা আমাদের ব্যক্তিগত সাক্ষ্যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে (জবুর ১৪:৩১; ১ পিতর ২:১২-১৫)।

**৫:১০ আমরা এই সুদ ছেড়ে দিই।** যে সমস্ত লোক অন্যদের দুর্দশা দেখে লাভ করার চেষ্টা করে তাদেরকে পুরাতন নিয়মে অপরাধী হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়েছে (জবুর ১১৯:৩৬; ইশা ৫৬:৯-১২; ৫৭:১৭; ইয়ার ৬:১৩; ৮:১০; ২২:১৩-১৭; উযায়ের ২২:১২-১৩; ৩৩:৩১)। লোকদেরকে চরম অর্থনৈতিক সঙ্কটে ভুগতে দেখে নহিমিয়া নিজের ভেতরে তাগিদ অনুভব করেন এবং ঋণদাতাদেরকে সুদ মওকুফ করে দিতে বলেন।

**৫:১১ শতকরা সুদ।** সম্ভবত প্রতি মাসে এক শতাংশ করে সুদ নেওয়া হত এবং বছরে মোট ১২ শতাংশ সুদ নেওয়া হত।

**শস্য, আঙ্গুর-রস ও তেল।** ১০:৩৭; দ্বি.বি. ৭:১৩ আয়াতের নোট দেখুন।

ঝেড়ে বললাম যে কেউ এই ওয়াদা পালন না
করে আল্লাহ্ তার বাড়ি ও পরিশ্রমের ফল থেকে
তাকে এরকম ঝেড়ে ফেলুন, এভাবে সে ঝাড়া ও
শূন্য হোক। তাতে সমস্ত সমাজ বললো, আমিন
এবং তারা মাবুদের শুকরিয়া করলো। পরে
লোকেরা সেই ওয়াদা অনুসারে কাজ করলো।

### হযরত নহিমিয়ার মহানুভবতা

১৪ এছাড়া, আমি যে সময়ে এহুদা দেশে
তাদের নেতৃত্বপদে নিযুক্ত হয়েছিলাম সেই থেকে
অর্থাৎ আর্টা-জারেক্সেস বাদশাহ্র বিশতম বছর
থেকে বত্রিশতম বছর পর্যন্ত, বারো বছর আমি ও
আমার ভাইয়েরা শাসনকর্তার বৃত্তি ভোগ করি
নি। ১৫ আমার আগে যেসব শাসনকর্তা ছিলেন,
তাঁরা লোকদেরকে ভারগ্রস্ত করতেন এবং তাদের
থেকে নগদ চল্লিশ শেকল রূপা ছাড়াও খাদ্য ও
আঙ্গুর-রস নিতেন, এমন কি তাঁদের চাকরেরাও
লোকদের উপরে কর্তৃত্ব করতো; কিন্তু আমি
আল্লাহ্‌ভয়ের দরুন তা করতাম না। ১৬ আবার
আমি এই প্রাচীরের কাজের নিয়োজিত ছিলাম;
আমরা ভূমি ক্রয় করতাম না এবং আমার সমস্ত
যুবক সেই স্থানে কাজে একত্র হত। ১৭ আর
আমাদের চারদিকের জাতিদের মধ্য থেকে যারা
আমাদের কাছে আসত, তাদের ছাড়াও ইহুদী ও
কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে এক শত পঞ্চাশ জন
আমার টেবিলে আহার করতো। ১৮ সেই সময়ে
প্রতিদিন একটা বলদ, ছয়টা উত্তম ভেড়া,
কতগুলো পাখি আমাদের জন্য রান্না করা হত;
এছাড়া, প্রতি দশ দিন পর পর নানা রকম
আঙ্গুর-রস পরিবেশন করা হত; এ সব সত্ত্বেও
লোকদের গোলামীর ভার গুরুতর হওয়াতে আমি

[৫:১৪] পয়দা ৪২:৬; উজা ৬:৭; ইয়ার ৪০:৭; হগয় ১:১।
[৫:১৫] পয়দা ২০:১১।
[৫:১৬] ২থিষ ৩:৭-১০।
[৫:১৮] ১বাদশা ৪:২৩।

**৫:১৩ আমি আমার দেহের কাপড় ঝেড়ে বললাম**। এর মধ্য দিয়ে বোঝানো হল, যে কেউ এই বিধান অমান্য করবে সে আল্লাহ্র বদদোয়ার শিকার হবে।

**আমিন**। ৮:৬; শুমারী ৫:২২ দেখুন; সেই সাথে দ্বি.বি. ২৭:১৫ আয়াতের নোট দেখুন।

**৫:১৪ বত্রিশতম বছর**। ৪৩৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের ১লা এপ্রিল থেকে ৪৩২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ১৯শে এপ্রিল পর্যন্ত। নহিমিয়া ইসরাইলের তত্ত্বাবধানকারী শাসক হিসেবে প্রথমবারে ১২ বছর একটানা দায়িত্ব পালন করেন। এর পরে তাঁকে পারস্যের রাজদরবারে দায়িত্ব পালনের জন্য ডেকে পাঠানো হয় (১৩:৬), যার কিছু দিন পর তিনি আবারও জেরুশালেমে ফিরে আসেন (১৩:৭) এবং দ্বিতীয়বারের মত শাসনকর্তার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু এই দ্বিতীয় দফা শাসনকালের সময়সীমা জানা যায় না।

**শাসনকর্তার বৃত্তি**। ১৮ আয়াত দেখুন। সাধারণত প্রাদেশিক শাসনকর্তারা তাদের আওতাধীন এলাকার জনগণের উন্নয়ন সাধনের জন্য তাদের কাছ থেকেই কর আদায় করতেন। কিন্তু নহিমিয়া প্রেরিত পৌলের মতই (১ করি ৯:২ থিষ ৩:৮-৯) তাঁর নিজের জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে কৃচ্ছতা সাধন করেছেন যেন তিনি লোকদের কাছে আদর্শ হয়ে উঠতে পারেন।

**৫:১৫ শাসনকর্তা**। এই শব্দটির হিব্রু প্রতিশব্দ ব্যবহার করা হয়েছে শেশ্‌বসর (উযায়ের ৫:১৪) এবং সরুব্বাবিল (হগয় ১:১,১৪; ২:২) এর জন্য এবং সেই সাথে বিভিন্ন পারস্য কর্মকর্তার জন্য (উযায়ের ৫:৩,৬; ৬:৬-৭,১৩; ৮:৩৬; নহিমিয়া ২:৭,৯; ৩:৭)। নহিমিয়া এখানে সরুব্বাবিলের মত শাসনকর্তার কথা বোঝান নি। অনেকে ধারণা করেন যে, নহিমিয়ার আগে এহুদায় কোন শাসনকর্তা ছিল না এবং এখানে যে শাসনকর্তাদের কথা বলা হয়েছে তারা আসলে সামেরিয়ার শাসনকর্তারা। কিন্তু নতুন কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রাচীন কিছু সীল ও সীলমোহর থেকে জানা যায় যে, আগের শাসনকর্তা বলতে এহুদার শাসনকর্তাদের কথাই বোঝানো হয়েছে।

**লোকদেরকে ভারগ্রস্ত করতেন**। পারস্যের বাদশাহ্র রীতি অনুসারে এবাদতখানায় দায়িত্বরত ব্যক্তিদের কাছ থেকে কর নেওয়া হত না, যে কারণে সাধারণ মানুষদের উপরে করের বোঝা অনেক বেশি বেড়ে গিয়েছিল।

**তাঁদের চাকরেরা**। কর্মকর্তারা তো জনগণের ওপর যথেষ্ট চাপ সৃষ্টি করতেনই, তাদের চাকর বা কর্মচারীরাও সাধারণ মানুষের উপরে জুলুম করত (মথি ১৮:২১-৩৫; ২০:২৫-২৮ দেখুন)।

**আল্লাহ্‌ভয়ের দরুন**। যারা উঁচু পদে দায়িত্ব পালন করেন তারা তাদের অধঃস্তনদের উপর কর্তৃত্ব খাটানোর ক্ষেত্রে ক্ষমতার অপব্যবহারের আশঙ্কা দেখা দেয়, যদি তারা এ কথা ভুলে যান যে, তারা আসলে "বেহেশতের মহান মাবুদ আল্লাহ্র" গোলাম হিসেবে এই দায়িত্ব পেয়েছেন (কল ৪:১; পয়দা ৩৯:৯; ২ করি ৫:১১)।

**৫:১৬ আমরা ভূমি ক্রয় করতাম না**। শাসনকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে নহিমিয়া সুযোগ সন্ধানী ভাব দেখান নি, বরং তিনি সব সময় সেবার মনোভাব দেখিয়েছেন।

**৫:১৭ আমার টেবিলে আহার করতো**। সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য হিসেবে অতিথিদের সাদরে আপ্যায়ন করা ছিল একজন শাসনকর্তার জন্য খুব স্বাভাবিক একটি কাজ। নিমরূদ থেকে পাওয়া একটি লিপি থেকে জানা যায়, দ্বিতীয় আশূরবানিপাল দশ দিন ধরে ৬৯,৫৭৪ জন অতিথিকে খাইয়েছিলেন। যখন বাদশাহ্ সোলায়মান বায়তুল মোকাদ্দস উৎসর্গ করলেন সে সময় তিনি ২২ হাজার গরু ও ১ লক্ষ ২০ হাজার ভেড়া ও ছাগল জবেহ করেছিলেন এবং ১৪ দিন ব্যাপী মহা ভোজের আয়োজন করেছিলেন (১ বাদশাহ্ ৮:৬২-৬৫)। তবে আমরা এটি জানতে পারি না যে, তিনি সেই ভোজে কত জন লোককে খাইয়েছিলেন (এর সাথে তুলনা করুন ১ বাদশাহ্ ৪:২৭)।

**৫:১৮ প্রতিদিন**। এখানে যে পরিমাণ মাংসের কথা বলা হয়েছে তা ছিল ৬০০-৮০০ জন মানুষের এক বেলার খাবার, যাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন ১৫০ জন ইহুদী এবং ১৭ আয়াতে উল্লিখিত সমস্ত কর্মকর্তাবৃন্দ। এর সাথে তুলনা করে দেখুন বাদশাহ্ সোলায়মান এক দিনে কী পরিমাণ লোককে খাইয়েছিলেন (১ বাদশাহ্ ৪:২২-২৩)।

**উত্তম ভেড়া**। মালাখি ১:৮ আয়াত দেখুন।

**পাখি**। ২ হাজার খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ইন্দুস নদীর উপত্যকায় মুরগি পালন করা হত এবং মিসরের বাদশাহ্ তৃতীয় থুতমোসের আমলে তা মিসরে নিয়ে আসা হয় (খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতাব্দীতে)। অষ্টম শতাব্দীতে তা মেসোপটেমিয়া ও গ্রীসে পরিচিতি লাভ করে। কেনান দেশে মুরগি পালনের প্রথম লিপিবদ্ধকৃত প্রমাণ পাওয়া যায় যাসনিয়ের সীল থেকে (যার সময়কাল ৬০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ), যেখানে মোরগ লড়াইয়ের একটি

BACIB International Bible CHURCH

শাসনকর্তার বৃত্তি চাইতাম না। ১৯ হে আমার
আল্লাহ্‌, আমি এই লোকদের জন্য যেসব কাজ
করেছি, মঙ্গলের জন্য আমার পক্ষে তা স্মরণ
কর।

### হযরত নহিমিয়ার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র

৬ ১ পরে সন্‌বল্লট, টোবিয়, আরবীয় গেশম ও
আমাদের অন্য সকল দুশমন শুনতে পেল
যে, আমি প্রাচীর পুনর্নির্মাণ করছি, তার মধ্যে
আর ভগ্ন স্থান নেই; তবুও তখনও নগর-
দ্বারগুলোর কবাট স্থাপন করি নি। ২ তখন
সন্‌বল্লট ও গেশম লোক দ্বারা আমার কাছে এই
কথা বলে পাঠাল, এসো, আমরা কোন
উপত্যকার কোন পল্লীগ্রামে একত্র হই। কিন্তু
তারা আমার ক্ষতি করতে মনস্থ করেছিল।
৩ তখন আমি দূতদের দ্বারা তাদেরকে বলে
পাঠালাম, আমি একটি মহৎ কাজ করছি, নেমে
যেতে পারি না; আমি যতক্ষণ কাজ ত্যাগ করে
তোমাদের কাছে নেমে যাব, ততক্ষণ কাজ কেন
বন্ধ থাকবে? ৪ এইভাবে তারা আমার কাছে
চারবার লোক পাঠাল, আর আমি তাদেরকে সেই
একই রকম জবাব দিলাম। ৫ পরে সন্‌বল্লট
একইভাবে পঞ্চমবার আমার কাছে তার ভৃত্যকে
পাঠাল, তার হাতে একটি খোলা চিঠি ছিল;
৬ তাতে এই কথা লেখা ছিল, জাতিদের মধ্যে
এই গুজব হচ্ছে এবং গেশমও বলছে যে, তুমি
ও ইহুদীরা রাজদ্রোহ করার সঙ্কল্প করছো;
এজন্য তুমি প্রাচীর নির্মাণ করছো; আর এই
গুজবের মর্ম এই যে, তুমি তাদের বাদশাহ্‌ হতে
যাচ্ছ। ৭ আর এহুদা দেশে এক জন বাদশাহ্‌
আছেন, নিজের বিষয়ে জেরুশালেমে এই বিষয়ে
প্রচার করাবার জন্য তুমি নবীদেরকেও নিযুক্ত
করেছ। এখন এই গুজব বাদশাহ্‌র কাছে
উপস্থিত হবে; অতএব এসো, আমরা একত্র হয়ে
পরামর্শ করি। ৮ তখন আমি তাকে বলে
পাঠালাম, তুমি যেসব কথা বলছো সেরকম
কোন কাজ হয় নি; কিন্তু তুমি মনগড়া কথা
বলছো। ৯ কারণ তারা সকলে আমাদেরকে ভয়
দেখাতে চাইত, বলতো, এই কাজে ওদের হাত
দুর্বল হোক, তাতে তা সমাপ্ত হবে না। কিন্তু
এখন, হে আল্লাহ্‌, তুমি আমার হাত সবল কর।
১০ পরে মহেটবেলের সন্তান দলায়ের পুত্র যে
শময়িয় তার বাড়িতে লুকিয়ে ছিল, আমি
সেখানে গেলাম; আর সে বললো, এসো, আমরা
আল্লাহ্‌র গৃহে, বায়তুল-মোকাদ্দসের ভিতরে

[৫:১৯] পয়দা ৮:১; ২বাদশা ২০:৩; নহি ১:৮।
[৬:১] নহি ২:১০।
[৬:২] ১খান্দান ৮:১২।
[৬:৫] নহি ২:১০।
[৬:৬] নহি ২:১৯।
[৬:১০] শুমারী ১৮:৭।

প্রতিযোগিতার উল্লেখ রয়েছে।

**৫:১৯ আমার পক্ষে তা স্মরণ কর।** ১:৮ আয়াতের নোট দেখুন; ইব ৬:১০ দেখুন। সম্ভবত নহিমিয়ার দিনলিপি (উযায়ের কিতাবের ভূমিকা। সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যসমূহ ও লেখক দেখুন) স্মারক হিসেবে এবাদতখানায় স্থাপন করা হয়েছিল। বখতে-নাসারের মুনাজাতের সাথে নহিমিয়ার মুনাজাতের আশ্চর্য মিল খুঁজে পাওয়া যায়। "হে মারদক, হে প্রভু, আমি যে সমস্ত কাজ করেছি তা ভাল বলে স্মরণ কর; আমার ভাল কাজের কথা যেন সব সময় তোমার স্মরণে থাকে।"

**৬:১ সন্‌বল্লট, টোবিয়, আরবীয় গেশম।** ২:১০,১৯ আয়াতের নোট দেখুন।

**৬:২ উপত্যকার কোন পল্লীগ্রামে।** গ্রামটির নাম ছিল ওনো। লোদ (বর্তমানে লুদ্দা) গ্রামের নিকটবর্তী যাফো থেকে সাত মাইল দক্ষিণপূর্বে ছিল এর অবস্থান। এটি ছিল পশ্চিমে বন্দীদশা থেকে ফিরে আসা ইহুদীদের সবচেয়ে দূরবর্তী আবাসস্থল (নহিমিয়া ৭:৩৭; ১১:৩৫)। এই গ্রামটি নিরপেক্ষ অঞ্চল হিসেবে স্বীকৃত ছিল, কিন্তু নহিমিয়া এই আমন্ত্রণকে ফাঁদ হিসেবে গণ্য করেছিলেন (পয়দা ৪:৮; ইয়ার ৪১:১-৩ দেখুন)।

**৬:৩** নহিমিয়ার তীক্ষ্ণ উত্তর আপাতদৃষ্টিতে একটি যুক্তিসঙ্গত আমন্ত্রণের প্রতি কর্কশ জবাব বলে মনে হতে পারে, কিন্তু তিনি তাঁর শত্রুদের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে সঠিক প্রতিক্রিয়াই দেখিয়েছিলেন। তিনি চান নি যে, জেরুশালেমের প্রাচীর পুনর্নির্মাণের কাজে সামান্য কোন কিছুও যেন বাধা হয়ে দাঁড়াতে না পারে।

**৬:৪ চারবার।** নহিমিয়ার শত্রুরা ছিল নাছোড়বান্দা, কিন্তু তিনিও সমানভাবে তা প্রতিরোধ করে যাচ্ছিলেন।

**৬:৫ একটি খোলা চিঠি।** তৎকালীন যুগে সাধারণত প্যাপিরাস বা চামড়ার ফলকের উপরে চিঠি লেখা হত এবং তা মুড়িয়ে সুতা দিয়ে বেঁধে গালা দিয়ে সীলমোহর করে দেওয়া হত যেন পত্রের যথার্থতা নিশ্চিত করা যায়। কাজেই সম্ভবত সনবল্লট চেয়েছিলেন যেন সকল স্তরের মানুষ এই চিঠির বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানতে পারে।

**৬:৬ তাদের বাদশাহ্‌।** পারস্যের বাদশাহ্‌রা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী কোন বাদশাহ্‌ বা রাজ্যের দাবীদারকে সহ্য করতেন না, যা আমরা প্রথম দারিয়ুসের বেহিশতুন (বিসিতুন) লিপিফলক থেকে জানতে পারি। ইঞ্জিল শরীফের সময়ে রোম সাম্রাজ্যও একইভাবে রাজত্বের প্রতি দাবী জানানোর ব্যাপারে যে কাউকে সন্দেহ হলে কোনভাবে বরখাস্ত করত না (ইউহোন্না ১৯:১২; এর সাথে তুলনা করুন মথি ২:১-১৩)।

**৬:৮ নহিমিয়া কোন কথা বানিয়ে বলেন নি।** কাজেই তিনি এই সংবাদকে মিথ্যা বলে ঘোষণা দিলেন। হয়তো তিনি তাঁর নিজের দূত পাঠিয়ে পারস্যের বাদশাহ্‌র কাছে তাঁর আনুগত্যের নিশ্চয়তা প্রমাণ করেছিলেন।

**৬:৯ ওদের হাত দুর্বল হোক।** নিরুৎসাহিত করার প্রতীকী ভাষা। এই বাক্যাংশটির হিব্রু প্রতিশব্দ উযায়ের ৪:৪; ইয়ার ৩৮:৪ আয়াতে এবং লাখীশে আবিষ্কৃত ৫৮৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের একটি লিপিফলকেও পাওয়া যায়।

**৬:১০ শময়িয় তার বাড়িতে লুকিয়ে ছিল।** সম্ভবত তার নিজের জীবনও বিপন্ন ছিল এবং সে কারণেই সে বলেছিল নহিমিয়া এবং তার দুজনেরই বায়তুল মোকাদ্দসের ভেতরে পালিয়ে গিয়ে জীবন বাঁচানো প্রয়োজন (এ ধরনের আরও প্রতীকী কাজের ব্যাপারে জানতে দেখুন ১ বাদশাহ্‌ ২২:১১; ইশা ২০:২-৪; ইয়ার ২৭:২-৭; ২৮:১০-১১; ইহিস্কেল ৪:১-১৭; ১২:৩-১১; প্রেরিত ২১:১১)। যেহেতু শময়িয় এবাদতখানায় প্রবেশ করতে পারত, সে কারণে ধরে নেওয়া যায় সম্ভবত সে একজন ইমাম ছিল। নিঃসন্দেহে সে ছিল টোবিয়ের একজন বন্ধু (আয়াত ১২ দেখুন) এবং সে কারণে সে ছিল নহিমিয়ার শত্রু। এদিক থেকে অবশ্যই শময়িয় প্রশংসার যোগ্য যে, সে নহিমিয়াকে এবাদতখানার অভ্যন্তরে কোরবানগাহের কাছে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করতে বলেছিল (হিজ ২১:১৩-১৪ আয়াতের নোট

একত্র হই ও বায়তুল-মোকাদ্দসের সমস্ত দ্বার
রুদ্ধ করি, কেননা লোকে তোমাকে হত্যা করতে
আসবে, রাতেই তোমাকে হত্যা করতে আসবে।
১১ তখন আমি বললাম আমার মত লোক কি
পালিয়ে যাবে? আমার মত কোন লোক কি প্রাণ
বাঁচাবার জন্য বায়তুল মোকাদ্দসে আশ্রয় নেবে?
আমি সেখানে প্রবেশ করবো না। ১২ আর আমি
টের পেলাম, দেখ, আল্লাহ্ তাকে পাঠান নি, সে
আমার বিপক্ষে ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করেছে এবং
টোবিয় ও সন্‌বল্লট তাকে ঘুষ দিয়েছে। ১৩ তাকে
এজন্য ঘুষ দেওয়া হয়েছিল, যেন আমি ভয় পেয়ে
সেই কাজ করি ও গুনাহ্ করি এবং তারা যেন
আমার দুর্নাম করার সূত্র পেয়ে আমাকে টিট্‌কারি
দিতে পারে। ১৪ হে আমার আল্লাহ্, টোবিয় ও
সন্‌বল্লটের এই কাজ অনুসারে তাদেরকে এবং
নোয়দিয়া মহিলা-নবীকে ও অন্য যে নবীরা
আমাকে ভয় দেখাতে চাইত, তাদেরকেও স্মরণ
কর।

### প্রাচীর নির্মাণ সমাপ্ত

১৫ ইলূল মাসের পঞ্চবিংশ দিনে, বায়ান্ন দিনের
মধ্যে প্রাচীর সমাপ্ত হল। ১৬ পরে আমাদের সমস্ত
দুশমন যখন তা শুনতে পেল, তখন আমাদের
চারদিকের জাতিরা সকলে ভয় পেল এবং
নিজেদের দৃষ্টিতে নিতান্ত লঘু মনে করলো,
কেননা এই কাজ যে আমাদের আল্লাহ্ দ্বারাই
হল, এই বিষয়টি তারা বুঝতে পারলো।
১৭ আবার ঐ সময়ে এহুদার প্রধান লোকেরা
টোবিয়ের কাছে অনেক পত্র পাঠাত এবং
টোবিয়ের পত্রও তাদের কাছে আসত। ১৮ কারণ
এহুদার মধ্যে অনেকে তার পক্ষে শপথ
করেছিল; কারণ সে আরহের পুত্র শখনিয়ের
জামাতা ছিল এবং তার পুত্র যিহোহানন
বেরিখিয়ের পুত্র মশুল্লমের কন্যাকে বিয়ে
করেছিল। ১৯ আরও তারা আমার সাক্ষাতে তার
সৎকাজের কথা বলতো এবং আমার কথাও
তাকে জানাত। আমাকে ভয় দেখাবার জন্য
টোবিয় পত্র পাঠাত।

৭ ১ প্রাচীর নির্মিত হওয়ার পর আমি সমস্ত
দ্বারের কবাট স্থাপন করলাম এবং দ্বার-
রক্ষক, গায়ক ও লেবীয়েরা নিযুক্ত হল। ২ আর
আমি আমার ভাই হনানি ও দুর্গের শাসনকর্তা
হনানিয়কে জেরুশালেমের উপরে নিযুক্ত
করলাম, কেননা হনানিয় বিশ্বস্ত লোক ছিলেন
এবং অনেক লোকের চেয়ে আল্লাহ্‌কে বেশি ভয়
করতেন। ৩ আর আমি তাঁদেরকে বললাম,
যতক্ষণ রৌদ্র প্রচণ্ড না হয়, ততক্ষণ
জেরুশালেমের দ্বারগুলো যেন খোলা না হয়;
এবং রক্ষকেরা কাছে দণ্ডায়মান থাকতে দ্বারগুলো
বন্ধ ও কবাট অর্গলে বন্ধ করা হোক; এবং
তোমরা জেরুশালেম-নিবাসীদেরকে প্রহরী নিযুক্ত
কর, তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রহরি-স্থানে, যার
যার বাড়ির সম্মুখে থাকুক।
৪ নগরটি অনেক বড় ও অনেক স্থান জুড়ে
ছিল, কিন্তু তার মধ্যে লোক অল্প ছিল এবং
বাড়িগুলোও নির্মাণ করা যায় নি।

### নির্বাসন থেকে ফিরে আসা লোকদের তালিকা

৫ পরে আমার আল্লাহ্ আমার মনে প্রবৃত্তি
দিলে আমি প্রধানদের, কর্মকর্তাদের ও

[৬:১২] ইহি ১৩:২২-২৩।
[৬:১৩] ইয়ার ২০:১০।
[৬:১৪] হিজ ১৫:২০; ইহি ১৩:১৭-২৩; প্রেরিত ২১:৯; প্রকা ২:২০।
[৭:১] জবুর ৬৮:২৫।
[৭:২] ১বাদশা ১৮:৩।
[৭:৪] নহি ১১:১।

দেখুন) এবং সে "আল্লাহ্‌র গৃহ" নামটি উচ্চারণ করেছিল।

**৬:১১** নহিমিয়ার জীবনের উপর এই ঝুঁকি যদি সত্যিও হত, তথাপি নহিমিয়া এমন কাপুরুষ ছিলেন না যে তিনি পালিয়ে যাবেন বা লুকিয়ে থাকবেন। কাজেই তিনি তাঁর নিজ জীবন রক্ষা করার জন্য শরীয়ত ভঙ্গ করবেন না। তিনি ইমাম ছিলেন না, সে কারণে বায়তুল মোকাদ্দসের একেবারে অভ্যন্তরে পবিত্র স্থানে প্রবেশ করা তাঁর জন্য অন্যায় ছিল (শুমারী ১৮:৭)। যখন বাদশাহ্ উষিয় বায়তুল মোকাদ্দসের একেবারে অভ্যন্তরে ধূপ জ্বালানোর জন্য প্রবেশ করলেন তখন তিনি কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়ে তার শাস্তি ভোগ করলেন (২ খান্দান ২৬:১৬-২১)।

**৬:১২** শময়িয় আল্লাহ্‌র কালামের বিরোধী পরিকল্পনা করার কারণে এটি প্রমাণিত হয়েছিল যে, সে প্রকৃতপক্ষে একজন ভণ্ড নবী (দ্বি.বি. ১৮:২০; ইশা ৮:১৯-২০ দেখুন; দ্বি.বি. ১৩:১-৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

**৬:১৩** নহিমিয়া যদি তাঁর জীবনের বিপক্ষে আসা এই ঝুঁকিতে বিচলিত হতেন, তাহলে তাঁর নেতৃত্ব প্রশ্নের সম্মুখীন হত এবং মানুষের ভেতরে তিনি যে নৈতিকতা জাগ্রত করেছিলেন তা ধূলিস্যাৎ হয়ে যেত।

**৬:১৪ স্মরণ কর**। ১:৮ আয়াতের নোট দেখুন।

**নবী**। হিজ ১৫:২০ আয়াতের নোট দেখুন।

**৬:১৫ ইলূল মাসের পঞ্চবিংশ দিনে**। ৪৪৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের ২রা অক্টোবর।

**বাহান্ন দিনের মধ্যে**। যে প্রাচীর প্রায় দেড়শ বছর ধরে ধ্বংসস্তূপ হয়েছিল তা দুই মাসেরও কম সময়ের মধ্যে নহিমিয়ার নেতৃত্বে সংগঠিত জাতির হাতে পুনর্নির্মিত হল। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা থেকে দেখা যায় যে, নহিমিয়ার সময়ে পুনর্নির্মিত প্রাচীরের পুরুত্ব অনেকটা হ্রাস পেয়েছিল। যোসেফাস (এন্টিকুইটিস, ১১.৫.৮) বলেছেন যে, প্রাচীরের পুনর্নির্মাণ কাজ শেষ করতে দুই বছর চার মাস সময় লেগেছিল। কিন্তু তিনি এই সময়কাল নির্ণয় করেছেন প্রাচীরের বিভিন্ন অংশকে আরও সুরক্ষিত করে তোলা, প্রাচীরের সৌন্দর্য বর্ধন ও সুসজ্জিত করা এবং এ ধরনের আরও অন্যান্য সম্পূরক কাজ অন্তর্ভুক্ত করে। ১২:২৭-৪৭ আয়াতে প্রাচীরটি উৎসর্গ করার ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে।

**৬:১৭-১৮** টোবিয় এহুদার একটি প্রভাবশালী পরিবারের সদস্য ছিলেন, কারণ তার পুত্র যিহোহানন বিয়ে করেছিল মশুল্লমের কন্যাকে, যিনি জেরুশালেমের প্রাচীর পুনর্নির্মাণের ও মেরামতের কাজে সহায়তা করেছিলেন (৩:৪,৩০)।

**৭:২ জেরুশালেমের উপরে নিযুক্ত করলাম**। রফায়িয় ও শল্লূমের উপরে, যারা নগরীর দুটি পৃথক অংশের উপরে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল (৩:৯,১২)।

**হনানি**। ১:২ আয়াতের নোট দেখুন।

**দুর্গ**। ২:৮; ৩:১ আয়াতের নোট দেখুন।

**৭:৩ যতক্ষণ রৌদ্র প্রচণ্ড না হয়**। সাধারণত ভোরবেলায় নগরীর দ্বার খুলে দেওয়া হত, কিন্তু নগরীর লোকেরা জেগে ওঠার

BACIB International Bible CHURCH

লোকদেরকে একত্র করলাম, যেন তাদের খান্দাননামা লেখা হয়। আর আমি প্রথমে আগত লোকদের খান্দাননামা পত্র পেলাম, তার মধ্যে এই কথা লেখা পেলাম; ৬ যারা বন্দীরূপে নীত হয়েছিল, ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌ বখতে-নাসার যাদেরকে বন্দী করে নিয়ে গিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে প্রদেশের এই লোকেরা বন্দীদশা থেকে যাত্রা করে জেরুশালেম ও এহুদাতে যার যার নগরে ফিরে এল; ৭ তারা সরুব্বাবিল, যেশূয়, নহিমিয়া, অসরিয়, রয়মিয়া, নহমানি, মর্দখয়, বিল্‌শন, মিস্পরৎ, বিগ্‌বয়, নহূম ও বানা, এঁদের সঙ্গে ফিরে এল। সেই ইসরাইল লোকদের পুরুষ-সংখ্যা; ৮ পরোশের সন্তান দুই হাজার এক শত বাহাত্তর জন। ৯ শফটিয়ের সন্তান তিন শত বাহাত্তর জন। ১০ আরহের সন্তান ছয় শত বাহান্ন জন। ১১ যেশূয় ও যোয়াবের সন্তানদের মধ্যে পহৎ-মোয়াবের সন্তান দুই হাজার আট শত আঠার জন। ১২ এলমের সন্তান এক হাজার দুই শত চুয়ান্ন জন। ১৩ সত্তুর সন্তান আট শত পঁয়তাল্লিশ জন। ১৪ সক্কয়ের সন্তান সাত শত ষাট জন। ১৫ বিন্নুয়ির সন্তান ছয় শত আটচল্লিশ জন। ১৬ বেবয়ের সন্তান ছয় শত আটাশ জন। ১৭ আস্‌গদের সন্তান দুই হাজার তিন শত বাইশ জন। ১৮ অদোনীকামের সন্তান ছয় শত সাতষট্টি জন। ১৯ বিগ্‌বয়ের সন্তান দুই হাজার সাতষট্টি জন। ২০ আদীনের সন্তান ছয় শত পঞ্চান্ন জন। ২১ যিহিষ্কিয়ের বংশজাত আটেরের সন্তান আটানব্বই জন। ২২ হশুমের সন্তান তিন শত আটাশ জন। ২৩ বেৎসয়ের সন্তান তিন শত চব্বিশ জন। ২৪ হারীফের সন্তান এক শত বারো জন। ২৫ গিবিয়োনের সন্তান পঁচানব্বই জন। ২৬ বেথেলহেমের ও নটোফার লোক এক শত অষ্টাশি জন। ২৭ অনাথোতের লোক এক শত আটাশ জন। ২৮ বৈৎ-অস্মাবতের লোক বিয়াল্লিশ জন। ২৯ কিরিয়ৎ-যিয়ারীম, কফীরা ও বেরোতের লোক সাত শত তেতাল্লিশ জন। ৩০ রামার ও গেবার লোক ছয় শত একুশ জন। ৩১ মিক্‌মসের লোক এক শত বাইশ জন। ৩২ বেথেলের ও অয়ের লোক এক শত তেইশ জন। ৩৩ অন্য নবোর লোক বায়ান্ন জন। ৩৪ অন্য এলমের সন্তান এক হাজার দুই শত চুয়ান্ন জন। ৩৫ হারীমের সন্তান তিন শত বিশ জন। ৩৬ জেরিকোর সন্তান তিন শত পঁয়তাল্লিশ জন। ৩৭ লোদ, হাদীদ ও ওনোর সন্তান সাত শত একুশ জন। ৩৮ সনায়ার সন্তান তিন হাজার নয় শত ত্রিশ জন।

৩৯ ইমামেরা; যেশূয় কুলের মধ্যে যিদয়িয়ের সন্তান নয় শত তিয়াত্তর জন। ৪০ ইম্মেরের সন্তান এক হাজার বায়ান্ন জন। ৪১ পশ্‌হূরের সন্তান এক হাজার দুই শত সাতচল্লিশ জন। ৪২ হারীমের সন্তান এক হাজার সতের জন।

৪৩ লেবীয়বর্গ; হোদবিয়ের সন্তানদের মধ্যে যেশূয় ও কদ্‌মীয়েলের সন্তান চুয়াত্তর জন।

৪৪ গায়কবর্গ; আসফের সন্তান এক শত আটচল্লিশ জন।

৪৫ দ্বারপালবর্গ; শল্লুমের সন্তান, আটেরের সন্তান, টল্‌মোনের সন্তান, অক্কুবের সন্তান, হটীটার সন্তান, শোবরের সন্তান, একশত আটত্রিশ জন।

৪৬ নথীনীয়বর্গ; সীহের সন্তান, হসুফার সন্তান, টব্বায়োতের সন্তান, ৪৭ কেরোসের সন্তান, সীয়ের সন্তান, পাদোনের সন্তান, ৪৮ লবানার সন্তান, হগাবের সন্তান, শল্‌ময়ের সন্তান, ৪৯ হাননের সন্তান, গিদ্দেলের সন্তান, গহরের সন্তান, ৫০ রায়ার সন্তান, রৎসীনের সন্তান, নকোদের সন্তান, ৫১ গসমের সন্তান, উষের সন্তান, পাসেহের সন্তান, ৫২ বেষয়ের সন্তান, মিয়ূনীমের সন্তান, নফূষযীমের সন্তান, ৫৩ বক্‌বূকের সন্তান, হকূফার সন্তান, হর্হূরের সন্তান, ৫৪ বসলীতের সন্তান, মহীদার সন্তান, হর্শার সন্তান, ৫৫ বর্কোসের সন্তান, সীষরার সন্তান, তেমহের সন্তান, ৫৬ নৎসীহের সন্তান, হটীফার সন্তানবর্গ।

৫৭ সোলায়মানের গোলামদের সন্তানবর্গ; সোটয়ের সন্তান, সোফেরতের সন্তান, পরীদার সন্তান, ৫৮ যালার সন্তান, দর্কোনের সন্তান, গিদ্দেলের সন্তান, ৫৯ শফটিয়ের সন্তান, হটীলের সন্তান, পোখেরৎ-হৎসবায়ীমের সন্তান, আমোনের সন্তানেরা।

৬০ নথীনীয়েরা ও সোলায়মানের গোলামদের সন্তান সবসুদ্ধ তিন শত বিরানব্বই জন ছিল।

৬১ আর তেল্‌মেলহ, তেল্‌হর্শা, কারুবী, অদ্দন ও ইম্মের, এসব স্থান থেকে নিম্নলিখিত সমস্ত লোক এল; কিন্তু তারা ইসরায়েল লোক কি না এই বিষয়ে নিজ নিজ পিতৃকুল কি গোত্রের প্রমাণ দিতে পারল না; ৬২ দলায়ের সন্তান, টোবিয়ের সন্তান, নকোদের সন্তান ছয় শত বিয়াল্লিশ জন। ৬৩ আর ইমামদের মধ্যে হবায়ের সন্তান, হক্কোসের সন্তান ও বর্সিল্লয়ের সন্তানবর্গ; এই বর্সিল্লয় গিলিয়দীয় বর্সিল্লয়ের এক কন্যাকে বিয়ে করে তাদের নামে আখ্যাত হয়েছিল। ৬৪ খান্দাননামায় বর্ণিত লোকদের মধ্যে এরা যার

[৭:৬] ২খান্দান ৩৬:২০; নহি ১:২।
[৭:৭] ১খান্দান ৩:১৯।
[৭:২০] উজা ৮:৬।
[৭:২৬] ২শামু ২৩:২৮; ১খান্দান ২:৫৪।
[৭:২৭] ইউসা ২১:১৮।
[৭:২৯] ইউসা ১৮:২৬।
[৭:৩২] পয়দা ১২:৮।
[৭:৩৬] নহি ৩:২।
[৭:৩৭] ১খান্দান ৮:১২।
[৭:৪৪] নহি ১১:২৩।
[৭:৪৫] ১খান্দান ৯:১৭।
[৭:৪৬] নহি ৩:২৬।
[৭:৬০] ১খান্দান ৯:২।

আগেই শত্রুরা যেন আকস্মিক আক্রমণ করতে না পারে সে কারণে বেলা না বাড়া পর্যন্ত দ্বার না খোলার আদেশ দেওয়া হয়েছিল।

**৭:৬-৭৩** এই অংশটি উযায়ের ২ অধ্যায়ের পুনরাবৃত্তি। তালিকাটির বৈশিষ্ট্য এবং দুটি তালিকার মধ্যে নামের ও সংখ্যার বিভিন্ন পার্থক্যের ব্যাপারে জানতে উযায়ের ২ অধ্যায়ের নোট দেখুন।

**৭:৪৩** ৭৪। উযা ২:৪০ আয়াতের নোট দেখুন।

যার খান্দাননামায় খোঁজ করে পেল না, এজন্য
এরা নাপাক গণিত হয়ে ইমামের পদ থেকে বাদ
পড়লো। ৬৫ আর শাসনকর্তা তাদেরকে বললেন,
যে পর্যন্ত ঊরীম ও তুম্মীমের অধিকারী এক ইমাম
অধিষ্ঠিত না হবেন, সেই পর্যন্ত তোমরা পবিত্র
বস্তু ভোজন করো না।
৬৬ একত্রীকৃত সমস্ত সমাজ বিয়াল্লিশ হাজার
তিন শত ষাট জন ছিল। ৬৭ এছাড়া, তাদের সাত
হাজার তিন শত সাঁইত্রিশ জন গোলাম বাঁদী ছিল,
আর তাদের দুই শত পঁয়তাল্লিশ জন গায়ক ও
গায়িকা ছিল। ৬৮ তাদের সাত শত ছত্রিশটি
ঘোড়া, ৬৯ দুই শত পঁয়তাল্লিশটি খচ্চর, চার শত
পঁয়ত্রিশটি উট ও ছয় হাজার সাত শত কুড়িটি
গাধা ছিল।
৭০ পিতৃকুলপতিদের মধ্যে কেউ কেউ সেই
কাজের জন্য দান করলো। শাসনকর্তা ভাণ্ডারে
সোনার এক হাজার অদর্কোন ও পঞ্চাশটি বাটি
এবং ইমামদের জন্য পাঁচ শত ত্রিশটি কোর্তা
দিলেন। ৭১ কয়েকজন পিতৃকুলপতি সেই কাজের
ভাণ্ডারে সোনার বিশ হাজার অদর্কোন ও দুই
হাজার দুই শত মানি রূপা দিল। অন্য লোকেরা
সোনার বিশ হাজার অদর্কোন, ৭২ দুই হাজার
মানি রূপা ও ইমামদের জন্য সাতষট্টিটি কোর্তা
দিল। ৭৩ পরে ইমামেরা, লেবীয়ের দ্বারপালেরা ও
গায়কেরা এবং কোন কোন লোক ও নথীনীয়েরা
এবং সমস্ত ইসরাইল নিজ নিজ নগরে বাস
করতে লাগল।

### প্রকাশ্যে পাক-কিতাব পাঠ

৮ ১ সপ্তম মাস উপস্থিত হলে বনি-ইসরাইল
নিজ নিজ নগরে ছিল। আর সমস্ত লোক
একটি মানুষের মত পানি-দ্বারের সম্মুখস্থ চকে
একত্র হল; এবং তারা অধ্যাপক উযায়েরকে
মূসার শরীয়ত-কিতাব আনতে বললো যা আল্লাহ্
ইসরাইলকে দিয়েছিলেন। ২ তাতে সপ্তম মাসের
প্রথম দিনে ইমাম উযায়ের সমাজের সম্মুখে, স্ত্রী
পুরুষ এবং যারা শুনে বুঝতে পারে, তাদের
সম্মুখে সেই শরীয়ত-কিতাব আনলেন। ৩ আর
পানি-দ্বারের সম্মুখস্থ চকে স্ত্রী পুরুষ এবং যত
লোক বুঝতে পারে, তাদের কাছে তিনি সকাল
থেকে মধ্যাহ্ন পর্যন্ত তা পাঠ করলেন, তাতে
সমস্ত লোক মনোযোগের সঙ্গে শরীয়ত-কিতাব
শুনতে লাগল। ৪ বস্তুত অধ্যাপক উযায়ের ঐ
কাজের জন্য নির্মিত একটি কাঠের মঞ্চের উপরে
দাঁড়ালেন এবং তাঁর দক্ষিণ পাশে মত্তিথিয়,
শেমা, অনায়, ঊরিয়, হিল্কিয় ও মাসেয় এবং
তাঁর বাম পাশে পদায়, মীশায়েল, মল্কিয়, হশুম,
হশবদ্দানা, জাকারিয়া ও মশুল্লম দাঁড়ালো।
৫ উযায়ের সমস্ত লোকের সাক্ষাতে কিতাবখানি
খুললেন, কেননা তিনি সমস্ত লোকের চেয়ে
উচ্চে দণ্ডায়মান ছিলেন। তিনি কিতাব খোলামাত্র
সমস্ত লোক উঠে দাঁড়ালো। ৬ পরে উযায়ের
মহান আল্লাহ্ মাবুদের প্রশংসা করলেন। আর

[৭:৬৫] হিজ ২৮:৩০।
[৭:৭১] ১খান্দান ২৯:৭।
[৭:৭২] হিজ ২৫:২।
[৭:৭৩] উজা ৩:১; নহি ১১:১।
[৮:১] নহি ৩:২৬।
[৮:১] দ্বিঃবি ২৮:৬১; ২খান্দান ৩৪:১৫।
[৮:২] লেবীয় ২৩:২৩-২৫; শুমারী ২৯:১-৬।
[৮:৩] নহি ৩:২৬।
[৮:৪] ২খান্দান ৬:১৩।
[৮:৫] কাজী ৩:২০।
[৮:৬] উজা ৯:৫; ১তীম ২:৮।

**৭:৫৭ সোলায়মানের গোলামদের ৬০ জন সন্তান**। উযা ২:৫৫,৫৮ আয়াতের নোট দেখুন।

**৭:৭০ অদর্কোন**। দারিক নামেও পরিচিত। উযা ২:৬৯ আয়াতের নোট দেখুন।

**৭:৭৩ নিজ নিজ নগরে বাস করতে লাগল**। উযা ২:৭০ আয়াতের নোট দেখুন।

**৮:১-১৮**। উযায়ের কর্তৃক "মূসার শরীয়ত কিতাব" পাঠ করা হচ্ছে ৪৫৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তাঁর আগমনের পর ১৩ বছরের পরিচর্যা কাজে তাঁর সর্বপ্রথম উল্লেখ।

**৮:১ সপ্তম মাস**। অক্টোবর-নভেম্বর, ৪৪৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ।

**সমস্ত লোক একটি মানুষের মত ... একত্র হল**। উযা ৩:১ দেখুন, যেখানে সপ্তম মাসে (তিশরি) অর্থাৎ স্বাভাবিক বছরের শুরুর মাসে সমাবেশ আহ্বানের উল্লেখ রয়েছে।

**পানি-দ্বারের সম্মুখস্থ চকে**। ৩,১৬ আয়াত দেখুন; ৩:২৬; উযা ১০:৯ আয়াতের নোট দেখুন। সাধারণত নগরের দ্বারের সামনে চক তৈরি করা হত (২ খান্দান ৩২:৬)।

**অধ্যাপক**। শরীয়তের শিক্ষক। উযা ৭:৬ আয়াতের নোট দেখুন।

**মূসার শরীয়ত কিতাব**। আয়াত ২-৩, ৫, ৮-৯, ১৩-১৫, ১৮ দেখুন। কিতাবটি কতটুকু পাঠ করা হয়েছিল সে ব্যাপারে বেশ কিছু ধারণা প্রচলিত রয়েছে। (১) হিজরত ও লেবীয় কিতাবে লিপিবদ্ধ শরীয়ত, (২) দ্বিতীয় বিবরণ কিতাবের শরীয়ত, (৩) সমগ্র পঞ্চকিতাব, অর্থাৎ পয়দায়েশ থেকে দ্বিতীয় বিবরণ। ইউসা ১:৮; ২ বাদশাহ্ ২২:৮ আয়াতের নোট দেখুন।

**৮:২ সপ্তম মাসের প্রথম দিনে**। ৪ঠা অক্টোবর, ৪৪৪ খ্রীস্টপূর্বাব্দ; ইহুদী দিনপঞ্জির নতুন বছর উদযাপনের দিন (লেবীয় ২৩:২৪ আয়াতের নোট দেখুন), যা তূরীধ্বনির উৎসবের মধ্য দিয়ে উদযাপন করা হত (শুমারী ২৯:১-৬)। সেই দিন লোকেরা কোন কাজ করত না এবং তারা সকলে এবাদতখানায় মুনাজাতের জন্য জমায়েত হত।

**স্ত্রী**। অর্থাৎ নারীরা। ১০:২৮ আয়াত দেখুন। সাধারণত নারীরা কোন সমাবেশে যোগ দিত না (হিজ ১০:১১ আয়াতের নোট দেখুন), কিন্তু এই সমাবেশে তারা তাদের সন্তানদেরকে সহ যোগ দিত (দ্বি.বি. ৩১:১২; ইউসা ৮:৩৫; ২ বাদশাহ্ ২৩:২)।

**৮:৩ তা পাঠ করলেন**। হিজ ২৪:৭; প্রেরিত ৮:৩০ আয়াতের নোট দেখুন; ১ তীমথি ৪:১৩; প্রকাশিত কালাম ১:৩ আয়াত দেখুন।

**সকাল থেকে মধ্যাহ্ন পর্যন্ত**। আপাতদৃষ্টিতে লোকেরা প্রায় পাঁচ থেকে ছয় ঘণ্টা একটানা দাঁড়িয়ে ছিল (আয়াত ৫, ৭) এবং তারা মনোযোগ দিয়ে শরীয়তের কালাম এবং তার ব্যাখ্যা শুনছিল (আয়াত ৭-৮, ১২)।

**৮:৫ কিতাব**। গুটানো শরীয়ত কিতাব (হিজ ১৭:১৪ আয়াতের নোট দেখুন)।

**সমস্ত লোক উঠে দাঁড়ালো**। এই আয়াত থেকে ধারণা পাওয়া যায় যে, তৌরাত শরীফ বা শরীয়ত কিতাব পাঠ করার সময় অবশ্যই সমস্ত লোককে উঠে দাঁড়াতে হবে। ইস্টার্ন অর্থোডক্স মণ্ডলীগুলোতে এবাদত চলাকালে পুরোটা সময় দাঁড়িয়ে থাকার রীতি রয়েছে।

**৮:৬ সমস্ত লোক হাত তুলে জবাবে বললো**। হিজ ৯:২৯

সমস্ত লোক হাত তুলে জবাবে বললো, আমিন,
আমিন এবং উবুড় হয়ে ভূমিতে মুখ দিয়ে
মাবুদের কাছে সেজ্‌দা করলো। ৭ আর যেশূয়,
বানি, শেরেবিয়, যামীন, অক্কূব, শব্বথয়, হোদিয়,
মাসেয়, কলীট, অসরীয়, যোষাবদ, হানন,
পলায়ও লেবীয়েরা লোকদেরকে শরীয়ত-
কিতাবের অর্থ বুঝিয়ে দিল; আর লোকেরা স্ব স্ব
স্থানে দাঁড়িয়ে রইলো। ৮ এভাবে তারা স্পষ্ট
উচ্চারণপূর্বক সেই কিতাব, আল্লাহ্‌র শরীয়ত,
পাঠ করলো এবং তার অর্থ করে লোকদের পাঠ
বুঝিয়ে দিল।
৯ আর শাসনকর্তা নহিমিয়া, অধ্যাপক উযায়ের
ইমাম ও লোকদের শিক্ষক লেবীয়েরা সমস্ত
লোককে বললেন, আজকের দিন তোমাদের
আল্লাহ্‌ মাবুদের উদ্দেশে পবিত্র, তোমরা শোক
করো না, কান্নাকাটি করো না। কেননা শরীয়ত
কিতাবের কালাম শুনে সমস্ত লোক কান্নাকাটি
করছিল। ১০ আর তিনি তাদেরকে বললেন, যাও,
পুষ্টিকর দ্রব্য ভোজন কর, মিষ্ট রস পান কর এবং
যার জন্য কিছু প্রস্তুত নেই, তাকে অংশ পাঠিয়ে
দাও; কারণ আজকের দিন আমাদের প্রভুর

[৮:৭] লেবীয় ১০:১১; ২খান্দান ১৭:৭।

[৮:৯] দ্বি:বি ১২:৭, ১২; ১৬:১৪-১৫।

[৮:১০] ১শামু ২৫:৮; ২শামু ৬:১৯; ইষ্টের ৯:২২; লূক ১৪:১২-১৪।

[৮:১২] ইষ্টের ৯:২২।

[৮:১৪] হিজ ২৩:১৬।

উদ্দেশে পবিত্র, তোমরা বিষণ্ন হয়ো না, কেননা
মাবুদে যে আনন্দ, তা-ই তোমাদের শক্তি।
১১ লেবীয়েরাও লোক সকলকে শান্ত করে
বললো, শান্ত হও, কেননা আজ পবিত্র দিন,
তোমরা বিষণ্ন হয়ো না। ১২ তখন সমস্ত লোক
ভোজন পান, অংশ প্রেরণ ও অতিশয় আনন্দ
করতে গেল, কেননা যেসব কথা তাদের কাছে
বলা গিয়েছিল, তারা সেসব বুঝতে পেরেছিল।

### কুটির উৎসব পালন

১৩ আর দ্বিতীয় দিনে সমস্ত লোকের
পিতৃকুলপতি, ইমাম ও লেবীয়েরা শরীয়তের
কালামে মনোনিবেশ করার জন্য অধ্যাপক
উযায়েরের কাছে একত্র হল। ১৪ আর তারা
দেখতে পেল, কালামে এই কথা লেখা আছে যে,
মাবুদ মূসা দ্বারা এই হুকুম দিয়েছিলেন, বনি-
ইসরাইল সপ্তম মাসের উৎসবকালে কুটিরে বাস
করবে; ১৫ এবং নিজেদের সকল নগরে ও
জেরুশালেমে এই কথা ঘোষণা ও তবলিগ
করবে, যেরকম লেখা আছে, সেই অনুসারে
কুটির তৈরি করার জন্য পর্বতে গিয়ে জলপাই
গাছের ডাল, বন্য জলপাই গাছের ডাল,

---

আয়াতের নোট দেখুন; জবুর ২৮:২; ১৩৪:২; ১ তীমথি ২:৮ দেখুন।

**আমিন, আমিন**। দ্বি.বি. ২৭:১৫; রোমীয় ১:২৫ আয়াতের নোট দেখুন। এই দ্বিরুক্তির মধ্য দিয়ে যা পাঠ করা হল সেই কালামের প্রতি সমর্থন ও স্বীকৃতি প্রকাশ পায় (এ ধরনের আরও দ্বিরুক্তি সম্পর্কে জানতে দেখুন পয়দা ২২:১১; ২ বাদশাহ্‌ ১১:১৪; লূক ২৩:২১ আয়াতের নোট)।

**সেজ্‌দা করলো**। এই শব্দটির উৎসগত হিব্রু শব্দের অর্থ কোন ব্যক্তি ভূমিতে পতিত হয়ে সেজ্‌দা করা। এক্ষেত্রে ভূমিতে শায়িত হওয়ার বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে এবাদত বন্দেগী করার ক্ষেত্রে ভূমিতে শায়িত হওয়ার বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষণীয়, যেমনটা দেখা যায় ইব্রাহিমের গোলাম (পয়দা ২৪:৫২), মূসা (হিজ ৩৪:৮), ইউসা (ইউসা ৫:১৪) এবং আইউবের ক্ষেত্রে (আইউব ১:২০)। হিজরত কিতাবের তিনটি স্থানে সমগ্র ইসরাইল জাতির এক সাথে এ ধরনের ভঙ্গি সহকারে এবাদত করার ঘটনা দেখা যায় (৪:৩১; ১২:২৭; ৩৩:১০)। ২ খান্দান ২০:১৮ আয়াতে যিহোশাফট এবং তাঁর সাথে সমস্ত লোকেরা "মাবুদের সম্মুখে সেজ্‌দা করেছিল," যখন তারা মাবুদ কর্তৃক বিজয়ী হওয়ার ওয়াদা শুনতে পেয়েছিল।

**৮:৭ অর্থ বুঝিয়ে দিল**। আয়াত ৮; উযা ৭:৬, ১০ দেখুন এবং ৭:৬ আয়াতের নোট দেখুন।

**৮:৮ পাঠ করলো**। ৩ আয়াতের নোট দেখুন। তার অর্থ করে লোকদের পাঠ বুঝিয়ে দিল। ইসরাইলীয়দের প্রচলিত সংস্কৃতি অনুসারে এর অর্থ হচ্ছে হিব্রু ভাষায় থেকে অরামিক ভাষায় অনুবাদ করে দেওয়া, যাকে টার্গুম সংস্করণ বলা হয়। টার্গুম হচ্ছে পুরাতন নিয়মের যে কোন কিতাব বা কালামের কোন বিশেষ অংশের সাবলীল অনুবাদ। কিন্তু এই সময়কালে টার্গুম সংস্করণ প্রচলিত ছিল বলে জানা যায় না। সর্ব প্রথম যে টার্গুম সংস্করণের উল্লেখ পাওয়া যায় তার সময়কাল ১৫০-১০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। এটি আবিষ্কৃত হয়ে কুমরান থেকে। দানিয়াল, উযায়ের ও নহিমিয়া কিতাব ব্যতীত অন্য আর সকল কিতাবের টার্গুম সংস্করণ রয়েছে।

**বুঝিয়ে দিল**। অর্থাৎ লোকেরা তা বুঝতে পারল। আয়াত ১২ দেখুন।

**৮:৯ নহিমিয়া ... উযায়ের**। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আয়াত, যার মাধ্যমে বোঝা যায় যে, নহিমিয়া এবং উযায়ের সমসাময়িক ছিলেন (১২:২৬,৩৬ আয়াত দেখুন)।

**তোমরা শোক করো না**। উযা ১০:৬ আয়াতের নোট দেখুন; ইষ্টের ৯:২২; ইশা ৫৭:১৮-১৯; ইয়ার ৩১:১৩ দেখুন।

**কান্নাকাটি করো না**। ১:৪ আয়াত দেখুন; উযায়ের ৩:১৩ আয়াতের নোট দেখুন; ১০:১ আয়াত দেখুন। শরীয়ত কিতাবের কালাম শুনে সমস্ত লোক কান্নাকাটি করছিল। লোকেরা তাদের নিজেদের ও তাদের পূর্বপুরুষদের ভুলভ্রান্তির কথা স্মরণ করে কাঁদছিল।

**৮:১০ পুষ্টিকর দ্রব্য**। চর্বি ও আমিষ দ্বারা প্রস্তুতকৃত সুস্বাদু খাবার, যা ভোজের জন্য তৈরি করা হয়েছিল। আল্লাহ্‌র কাছে কোরবানী উৎসর্গকৃত প্রাণীর চর্বি সবচেয়ে স্বাদযুক্ত উপাদান হিসেবে পোড়ানো কোরবানীতে (লেবীয় ১:৮, ১২), মঙ্গল কোরবানীতে (লেবীয় ৩:৯-১০), গুনাহ্‌ কোরবানীতে (লেবীয় ৪:৮-১০) এবং দোষ কোরবানীতে উৎসর্গ করা হত (লেবীয় ৭:৩-৪)। এই চর্বি সাধারণ লোকেরা খেতে পারত না। যার জন্য কিছু প্রস্তুত নেই, তাকে অংশ পাঠিয়ে দাও। জাঁকজমকপূর্ণ ভোজ উৎসবে যারা অপেক্ষাকৃত দরিদ্র তাদের জন্য খাবারের সংস্থান করা ছিল আল্লাহ্‌র লোকদের বিশেষ দায়িত্ব (২ শামু ৬:১৯; ইষ্টের ৯:২২; এর সাথে তুলনা করুন ১ করিন্থীয় ১১:২০-২২; ইয়াকুব ২:১৪-১৬)।

**৮:১৪ কুটির**। হিজ ২৩:১৬; লেবীয় ২৩:৩৪,৪২; ইউহোন্না ৭:৩৭ আয়াতের নোট দেখুন।

গুলমেঁদির ডাল, খেজুর গাছের ডাল ও পাতা-ভরা
গাছের ডাল আন। ১৬ তাতে লোকেরা বাইরে
গেল ও সেসব এনে প্রত্যেকে নিজ নিজ বাড়ির
ছাদে ও প্রাঙ্গণে এবং আল্লাহ্‌র গৃহের সকল
প্রাঙ্গণে, পানি-দ্বারের চকে ও আফরাহীম-দ্বারের
চকে নিজেদের জন্য কুটির তৈরি করলো।
১৭ বন্দীদশা থেকে প্রত্যাগত লোকদের সমস্ত
সমাজ কুটির তৈরি করে তার মধ্যে বাস করলো;
বস্তুত নূনের পুত্র ইউসার সময় থেকে সেদিন
পর্যন্ত বনি-ইসরাইল এই রকম আর করে নি;
তাতে অত্যন্ত আনন্দ হল। ১৮ আর উযায়ের
প্রথম দিন থেকে শেষ দিন পর্যন্ত প্রতিদিন
আল্লাহ্‌র শরীয়ত-কিতাব পাঠ করলেন। আর
লোকেরা সাত দিন ঈদ পালন করলো এবং বিধি
অনুসারে অষ্টম দিনে উৎসব-সভা হল।

### ইহুদীদের রোজা, গুনাহ্‌ স্বীকার ও নিয়মস্থাপন

৯ ১ আর ঐ মাসের চতুর্বিংশ দিনে বনি-
ইসরাইল রোজা রেখে, চট পরে ও মাথায়
মাটি মেখে একত্র হল। ২ আর ইসরাইল-বংশ
সমস্ত বিজাতীয় লোক থেকে নিজেদের পৃথক
করলো এবং দাঁড়িয়ে তাদের গুনাহ্‌ ও তাদের
পূর্বপুরুষদের অপরাধ স্বীকার করলো। ৩ আর
তারা যার যার স্থানে দাঁড়াল ও দিনের চার
ভাগের এক ভাগ সময় পর্যন্ত তাদের আল্লাহ্‌
মাবুদের শরীয়ত-কিতাব পাঠ করলো, পরে
দিনের আর চার ভাগের এক ভাগ সময় পর্যন্ত
তাদের আল্লাহ্‌ মাবুদের কাছে গুনাহ্‌ স্বীকার ও
সেজ্‌দা করলো। ৪ আর যেশূয় ও বানি,
কদ্‌মীয়েল, শবনিয়, বুন্নি, শেরেবিয়, বানি,
কেনানী, এরা লেবীয়দের সোপানে দাঁড়িয়ে
তাদের আল্লাহ্‌ মাবুদের কাছে চিৎকার করে
কান্নাকাটি করলো। ৫ পরে যেশূয় ও কদ্‌মীয়েল,
বানি, হশব্‌নিয়, শেরেবিয়, হোদিয়, শবনিয়,
পথাহিয়, এই কয়েক জন লেবীয় এই কথা
বললো, উঠ; তোমাদের আল্লাহ্‌ মাবুদের
শুকরিয়া আদায় কর, যিনি অনাদিকাল থেকে
অনন্তকাল পর্যন্ত ধন্য। তোমার মহিমান্বিত
নামের শুকরিয়া হোক, যা যাবতীয় শুকরিয়া ও

[৮:১৬] ২খান্দান ২৫:২৩।
[৮:১৭] ১বাদশা ৮:২; ২খান্দান ৭:৮; ৮:১৩।
[৮:১৮] লেবীয় ২৩:৩৬, ৪০; উজা ৩:৪।
[৯:১] লেবীয় ২৬:৪০-৪৫; ইউসা ৭:৬; ২খান্দান ৭:১৪-১৬।
[৯:২] লেবীয় ২৬:৪০; উজা ১০:১১; জবুর ১০৬:৬।
[৯:৪] উজা ১০:২৩।
[৯:৫] জবুর ৭৮:৪।

**৮:১৫ গুলমেঁদি।** চিরহরিৎ প্রজাতির ঝোপালো গাছ, যার পাতা ছিল সুগন্ধি (ইশা ৪১:১৯; ৫৫:১৩; জাকা ১:৮,১০-১১)।

**খেজুর।** জেরিকো নগরীর চারপাশে প্রচুর খেজুর গাছ দেখা যেত (দ্বি.বি. ৩৪:৩; ২ খান্দান ২৮:১৫)।

**পাতা-ভরা গাছ।** ইহিস্কেল ৬:১৩; ২০:২৮ দেখুন। পরবর্তী সময়ে ইহুদীদের শরীয়ত তাঁবুর ঈদের সংস্কৃতিতে একটি নতুন ধারা যুক্ত হয়, যাতে খেজুর পাতা, গুলমেঁদির পাতা এবং জলপাই পাতা এক সাথে ডান হাতে ধরা হত এবং এথরোগ নামে এক ধরনের লেবু জাতীয় গাছের পাতা বাম হাতে ধরে উৎসব উদযাপন করা হত।

**৮:১৬ আল্লাহ্‌র গৃহের সকল প্রাঙ্গণ।** ১৩:৭ আয়াতের নোট দেখুন। ইহিস্কেল তাঁর দর্শনে যে এবাদতখানা দেখেছিলেন তার একটি বাইরের প্রাঙ্গণ এবং একটি ভেতরের প্রাঙ্গণ ছিল। ইহিস্কেলের এবাদতখানার নকশা অনেকটা সোলায়মানের এবাদতখানার মত ছিল, যাতে ইমামদের একটি ভেতরের প্রাঙ্গণ ছিল এবং একটি বাইরের প্রাঙ্গণ ছিল (১ বাদশাহ্‌ ৬:৩৬; ৭:১২; ২ বাদশাহ্‌ ২১:৫; ২৩:১২; ২ খান্দান ৪:৯; ৩৩:৫)। ইঞ্জিল শরীফের যুগের এবাদতখানায় ছিল অ-ইহুদীদের প্রাঙ্গণ এবং একটি ভেতরের প্রাঙ্গণ, যা নারীদের প্রাঙ্গণ, ইসরাইলীয়দের প্রাঙ্গণ এবং ইমামদের প্রাঙ্গণে বিভক্ত ছিল। কুমরান থেকে পাওয়া এবাদতখানার গুটানো কিতাবে জানা যায় যে, আল্লাহ্‌ অনেক আগে থেকেই একটি আদর্শ এবাদতখানার নকশা নির্ধারণ করে রেখেছিলেন। ৪০-৪৬তম কলামে বাইরের প্রাঙ্গণকে এভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। "তৃতীয় তলার ছাদে স্তম্ভ স্থাপন করা হবে, যার উপরে শরীয়ত তাঁবুর ঈদের জন্য বিশেষ কুঠরী নির্মাণ করা হবে। এই কুঠরীগুলোতে অবস্থান করবেন প্রাচীনগণ, গোষ্ঠীর নেতৃবর্গ এবং হাজারপতি ও শতপতিবৃন্দ।"

**আফরাহীম-দ্বার।** জেরুশালেমের প্রাচীরের সবচেয়ে প্রাচীনতম অংশের একটি দ্বার (৩:৬ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে ২ বাদশাহ্‌ ১৪:১৩ আয়াতও দেখুন)। নহিমিয়া তা পুনর্নির্মাণ করেন (১২:৩৯)।

**৮:১৭ ইউসার সময় থেকে সেদিন পর্যন্ত।** এই অংশটি এ কথা বোঝায় না যে, ইউসার সময় থেকে এ পর্যন্ত শরীয়ত তাঁবুর ঈদ অনুষ্ঠিত হয় নি, কারণ সোলায়মান কর্তৃক বায়তুল মোকাদ্দস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এ ধরনের একটি উৎসব হয়েছিল (২ খান্দান ৭:৮-১০) এবং বন্দীদশা থেকে ফিরে আসার পরও ইসরাইল জাতি এ ধরনের আরেকটি উৎসব করেছিল (উযায়ের ৩:৪)। আপাতদৃষ্টিতে এখানে যা বোঝানো হয়েছে তা হচ্ছে, এতটা আনন্দ নিয়ে এর আগে কোন উৎসবই উদযাপন করা হয় নি (২ খান্দান ৩০:২৬; ৩৫:১৮)।

**৮:১৮ উৎসব-সভা।** শুমারী ২৯:৩৫ আয়াত দেখুন।

**৯:১-৩৭** উযায়ের, নহিমিয়া ও দানিয়াল এই তিনটি কিতাবের নবম অধ্যায়ে জাতিগত গুনাহ্‌ স্বীকার ও আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ কামনা করে মুনাজাত বর্ণিত হয়েছে।

**৯:১ চতুর্বিংশ দিনে।** ৩০শে অক্টোবর, ৪৪৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। গুনাহ্‌র কাফ্‌ফারা দেওয়ার দিনের মত এটি ছিল অনুতাপ ও মন পরিবর্তন করার দিন। কাফ্‌ফারা বা প্রায়শ্চিত্তের দিনটি ছিল দশম দিন (লেবীয় ১৬:২৯-৩০)।

**রোজা রেখে, চট পরে ও মাথায় মাটি মেখে।** পয়দা ৩৭:৩৪; উযায়ের ৮:২৩; ১০:৬; যোয়েল ১:১৩-১৪ আয়াতের নোট দেখুন।

**৯:৩ দিনের চার ভাগের এক ভাগ সময়:** প্রায় তিন ঘণ্টা।

**৯:৫-৩৭** জবুর শরীফ ব্যতীত কিতাবুল মোকাদ্দসে বর্ণিত অন্যতম চমৎকার একটি মুনাজাত, যেখানে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও ক্ষমতার কথা বর্ণিত হয়েছে। এর বিষয়বস্তু হচ্ছে। (১) সৃষ্টি (আয়াত ৫), (২) ইব্রাহিমের সাথে স্থাপিত নিয়ম (আয়াত ৭-৮), (৩) মিসরে ও লোহিত সাগরে (আয়াত ৯-১১), (৪) প্রান্তরে ও সিনাই পর্বতে (আয়াত ১২-২১), (৫) কেনান দেশ বিজয় (আয়াত ২২-২৫), (৬) কাজীগণের আমল (আয়াত ২৬-২৮), (৭) নবীদের পরিচর্যা (আয়াত ২৯-৩১) এবং (৮) বর্তমান পরিস্থিতি (আয়াত ৩২-৩৭)। এর সাথে তুলনা করুন জবুর ৭৮; ১০৫-১০৬ অধ্যায়। প্রায় একই ধরনের মুনাজাত দেখা যায় উযায়ের ৯:৫-১৫; দানিয়াল ৯:৩-১৯ আয়াতে (উক্ত আয়াতগুলোর নোট দেখুন)।

প্রশংসার অতীত।
৬ কেবলমাত্র তুমিই মাবুদ; তুমি বেহেশত ও
বেহেশতের বেহেশত এবং তার সমস্ত বাহিনী,
দুনিয়া ও সেখানকার সমস্ত কিছু এবং সমুদ্র ও
তার মধ্যকার সকল কিছু নির্মাণ করেছ, আর
তুমি তাদের সকলকে জীবন দিচ্ছ এবং
বেহেশতের বাহিনী তোমার কাছে সেজ্‌দা করে।
৭ তুমিই মাবুদ আল্লাহ্‌; তুমি ইব্রামকে মনোনীত
করেছিলে, কল্‌দীয় দেশের উর থেকে বের করে
এনেছিলে ও তাঁর নাম ইব্রাহিম রেখেছিলে;
৮ এবং তোমার সাক্ষাতে তাঁর অন্তঃকরণ বিশ্বস্ত
দেখে কেনানীয়, হিট্টিয়, আমোরীয়, পরিষীয়,
যিবূষীয় ও গির্গাশীয়ের দেশ তাঁর বংশকে দেবার
জন্য তাঁর সঙ্গে নিয়ম করেছিলে, আর তুমি
তোমার কালাম অটল রেখেছ, কেননা তুমি
ধর্মময়।
৯ আর তুমি মিসরে আমাদের পূর্ব-পুরুষদের
দুঃখ দেখেছিলে ও লোহিত সাগরের তীরে তাদের
কান্না শুনেছিলে; ১০ এবং ফেরাউনকে, তাঁর সমস্ত
গোলাম ও তাঁর দেশের লোক সকলকে নানা
চিহ্ন-কাজ ও অদ্ভুত লক্ষণ দেখিয়েছিলে; কেননা
তুমি জানতে যে, মিসরীয়েরা তাদের প্রতি উদ্ধত
ব্যবহার করতো; এতে তুমি তোমার নাম
প্রতিষ্ঠিত করলে, যেমন আজ রয়েছে। ১১ আর
তুমি তাদের সম্মুখে সমুদ্রকে দ্বিভাগ করলে,
তাতে তারা সমুদ্রের মধ্যস্থলে শুকনো পথ দিয়ে
অগ্রসর হল, কিন্তু প্রবল পানিতে যেমন পাথর,
তেমনি তুমি তাদের পেছনে তাড়া করে আসা
লোকদেরকে অগাধ পানিতে নিক্ষেপ করলে।
১২ আর তুমি দিনে মেঘস্তম্ভ দ্বারা ও রাতে তাদের

[৯:৬] দ্বি:বি ১০:১৪; প্রেরিত ৪:২৪; প্রকা ১০:৬।
[৯:৭] পয়দা ১৬:১১।
[৯:৮] পয়দা ১৫:১৮-২১; উজা ৯:১।
[৯:৯] হিজ ২:২৩-২৫; ৩:৭।
[৯:১০] হিজ ১০:১; জবুর ৭৪:৯।
[৯:১১] হিজ ১৫:৪-৫, ১০; ইব ১১:২৯।
[৯:১২] দ্বি:বি ১:৩৩।
[৯:১৩] হিজ ২০:১; দ্বি:বি ৪:৭-৮।
[৯:১৪] পয়দা ২:৩; হিজ ২০:৮-১১।
[৯:১৫] হিজ ১৬:৪; জবুর ৭৮:২৪-২৫; ইউ ৬:৩১।
[৯:১৬] হিজ ৩২:৯; ইয়ার ৭:২৬; ১৭:২৩; ১৯:১৫।
[৯:১৭] হিজ ২২:২৭; শুমারী ১৪:১৭-১৯; জবুর ৮৬:১৫।
[৯:১৮] হিজ ৩২:৪।
[৯:১৯] হিজ ১৩:২২।

গন্তব্য পথে আলো দেবার জন্য অগ্নিস্তম্ভ দ্বারা
তাদেরকে গমন করাতে। ১৩ তুমি তুর পর্বতের
উপরে নেমে আসলে, বেহেশত থেকে তাদের
সঙ্গে কথা বললে, আর যথার্থ অনুশাসন, সত্য
ব্যবস্থা, উত্তম বিধি ও হুকুম তাদেরকে দিলে;
১৪ এবং তোমার পবিত্র বিশ্রামবার সম্বন্ধে
তাদেরকে জানালে এবং তোমার গোলাম মূসা
দ্বারা তাদেরকে হুকুম, বিধি ও শরীয়ত দিলে,
১৫ আর তাদের ক্ষুধা নিবারণের জন্য বেহেশত
থেকে তাদেরকে খাবার দিলে ও তাদের পিপাসা
নিবারণের জন্য শৈল থেকে পানি বের করলে;
আর তুমি তাদেরকে যে দেশ দেবার জন্য ওয়াদা
করেছিলে, তা অধিকার করার জন্য সেখানে
প্রবেশ করতে হুকুম দিলে।
১৬ তবুও তারা ও আমাদের পূর্বপুরুষেরা গর্ব
করলো, স্ব স্ব ঘাড় শক্ত করলো এবং তোমার
হুকুমে কান দিল না; ১৭ আর তারা কথা শুনতে
অস্বীকার করলো এবং তুমি তাদের মধ্যে যেসব
অদ্ভুত কাজ করেছিলে, তা স্মরণে রাখল না,
কিন্তু স্ব স্ব ঘাড় শক্ত করলো, গোলামীত্বে ফিরে
যাবার জন্য বিদ্রোহী হয়ে এক জন সেনাপতিকে
নিযুক্ত করলো; কিন্তু তুমি ক্ষমাবান আল্লাহ্‌,
কৃপাময় ও স্নেহশীল, ক্রোধে ধীর ও অটল
মহব্বতে মহান, তাই তাদেরকে ত্যাগ করলে
না। ১৮ এমন কি, তারা যখন নিজেদের জন্য
ছাঁচে ঢালা একটি বাছুর তৈরি করলো এবং
বললো, এ-ই তোমার দেবতা, যিনি মিসর থেকে
তোমাকে বের করে এনেছেন, এভাবে যখন মহা
কুফরীর কাজ করলো, ১৯ তখনও তুমি তোমার
প্রচুর করুণার দরুন মরুভূমিতে তাদেরকে ত্যাগ

**৯:৬ কেবলমাত্র তুমিই মাবুদ**। দ্বি.বি. ৬:৪ আয়াতে ঠিক এ ধরনের কথা না থাকলেও এখানে ইসরাইল জাতির মূল ঈমান সূত্রের কেন্দ্রস্থিত এক আল্লাহ্‌র প্রতি ভক্তির ভাবধারাকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এবং এভাবেই মুনাজাতটি শুরু করা হয়েছে (এর সাথে তুলনা করুন ২ বাদশাহ্‌ ১৯:১৫; জবুর ৮৬:১০)।

**বেহেশতের বেহেশত**। দ্বি.বি. ১০:১৪; ১ বাদশাহ্‌ ৮:২৭; ২ খান্দান ২:৬; জবুর ১৪৮:৪।

**বেহেশতের বাহিনী তোমার কাছে সেজ্‌দা করে**। জবুর ৮৯:৫-৭ দেখুন।

**৯:৭ কল্‌দীয় দেশের উর**। পয়দা ১১:২৮ আয়াতের নোট দেখুন।

**তাঁর নাম ইব্রাহিম রেখেছিলে**। পয়দা ১৭:৫ আয়াতের নোট দেখুন।

**৯:৮ বিশ্বস্ত**। রোমীয় ৪:১৪-২২ আয়াতের সাথে ইয়াকুব ২:২১-২৩ আয়াতের তুলনা করুন।

**তাঁর সঙ্গে নিয়ম করেছিলে**। পয়দা ১৫:১৮ আয়াতের নোট দেখুন।

**কেনানীয় ... গির্গাশীয়**। পয়দা ১০:৬, ১৫-১৮; ১৩:৭; হিজ ৩:৮; উযায়ের ৯:১ আয়াতের নোট দেখুন।

**৯:৯ লোহিত সাগর**। হিজ ১৩:১৮; ১৪:২ আয়াতের নোট দেখুন।

**৯:১১ সমুদ্রকে দ্বিভাগ করলে**। হিজ ১৪:২১-২২; ১ করি ১০:১ আয়াত দেখুন।

**৯:১৪ পবিত্র বিশ্রামবার**। ইহুদীদের মতে "শাব্বাথ বা বিশ্রাম-বার তৌরাত শরীফের অন্য যে কোন হুকুমের চেয়ে অধিক পালনীয়।" ১০:৩১-৩৩; ১৩:১৫-২২ দেখুন।

**৯:১৫ বেহেশত থেকে তাদেরকে খাবার দিলে**। হিজ ১৬:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

**শৈল থেকে পানি বের করলে**। হিজ ১৭:৬ আয়াতের নোট দেখুন।

**যে দেশ দেবার জন্য ওয়াদা করেছিলে**। পয়দা ১৪:২২; হিজ ৬:৮; ইহিস্কেল ২০:৬; ৪৭:১৪ দেখুন।

**৯:১৬ স্ব স্ব ঘাড় শক্ত করলো**। ১৭, ১৯ আয়াত দেখুন; সেই সাথে ৩:৫; হিজ ৩২:৯ আয়াতের নোট দেখুন।

**৯:১৭ এক জন সেনাপতিকে নিযুক্ত করলো**। তাদের এই কাজের উদ্দেশ্য শুমারী ১৪:৪ আয়াতে পাওয়া যায়।

**কৃপাময় ... মহব্বতে মহান**। হিজ ৩৪:৬-৭ আয়াতের নোট দেখুন।

**৯:১৮ কুফরী**। আয়াত ২৬; হিজ ৩২:৪; ইহি ৩৫:১২ আয়াত দেখুন।

**৯:১৯ করুণা**। ২৭-২৮ আয়াত দেখুন।

**৯:২০ শিক্ষা দেবার জন্য তোমার মঙ্গলময় রূহ্‌**। হিজ ৩১:৩ আয়াত দেখুন।

করলে না; দিনে তাদের পথ দেখাবার জন্য
মেঘস্তম্ভ এবং রাতে গন্তব্য পথে আলো দেবার
জন্য অগ্নিস্তম্ভ তাদের উপর থেকে সরে গেল না।
[২০] আর তুমি শিক্ষা দেবার জন্য তোমার মঙ্গলময়
রূহ্‌ তাদেরকে দান করলে এবং তাদের মুখ
থেকে তোমার মান্না নিবৃত্ত করলে না ও তাদেরকে
পিপাসা নিবারণ করার জন্য পানি দিলে। [২১] আর
চল্লিশ বছর পর্যন্ত মরুভূমিতে তাদেরকে
প্রতিপালন করলে, তাদের অভাব হল না; তাদের
কাপড়-চোপড় নষ্ট হল না ও তাদের পা ফুলে
উঠলো না। [২২] পরে তুমি নানা রাজ্য ও নানা
জাতি তাদের হাতে দিয়েছিলে, এমন কি, তাদের
সমস্ত জায়গাও তাদের ভাগ করে দিলে; তাতে
তারা সীহোনের দেশ, অর্থাৎ হিষ্‌বোণের
বাদশাহ্‌র দেশ ও বাশন-রাজ উজের দেশ
অধিকার করলো। [২৩] আর তুমি তাদের
সন্তানদেরকে আসমানের তারার মত বহুসংখ্যক
করলে এবং সেই দেশে তাদেরকে আনলে, যে
দেশের বিষয়ে তুমি তাদের পূর্বপুরুষদের কাছে
বলেছিলে যে, তারা তা অধিকার করার জন্য
সেখানে প্রবেশ করবে। [২৪] পরে সেই সন্তানেরা
সেই দেশে প্রবেশ করে তা অধিকার করলো এবং
তুমি সেই দেশ-নিবাসী কেনানীয়দেরকে তাদের
সম্মুখে নত করলে এবং ওদেরকে ও ওদের
বাদশাহ্‌দেরকে ও দেশস্থ সকল জাতিকে তাদের
হাতে তুলে দিলে, ওদের প্রতি যা ইচ্ছা তা
করতে দিলে। [২৫] তাতে তারা প্রাচীরবেষ্টিত
অনেক নগর ও উর্বরা ভূমি নিল এবং সমস্ত উত্তম
দ্রব্যে পরিপূর্ণ বাড়ি, খনন-করা কূপ, আঙ্গুরক্ষেত,

[৯:২০] শুমারী ৯:১৭; ১১:১৭; ইশা ৬৩:১১, ১৪; হগয় ২:৫; জাকা ৪:৬।
[৯:২১] হিজ ১৬:৩৫।
[৯:২৩] পয়দা ১২:২; লেবীয় ২৬:৯; শুমারী ১০:৩৬।
[৯:২৪] কাজী ৪:২৩; ২খান্দান ১৪:১৩।
[৯:২৫] দ্বি:বি ৮:৮-১১; ৩২:১২-১৫; জবুর ২৩:৬; ২৫:৭; ৬৯:১৬।
[৯:২৬] ইয়ার ২:৩০; ২৬:৮; মথি ২১:৩৫-৩৬; ২৩:২৯-৩৬; প্রেরিত ৭:৫২।
[৯:২৭] শুমারী ২৫:১৭; কাজী ২:১৪।
[৯:২৮] হিজ ৩২:২২; কাজী ২:১৭।
[৯:২৯] জবুর ৫:৫; ইশা ২:১১; ইয়ার

জলপাইক্ষেত্র ও প্রচুর ফলের গাছ অধিকার
করলো এবং ভোজন করে তৃপ্ত ও পুষ্ট হল এবং
তোমার কৃত মহা মঙ্গলে আপ্যায়িত হল।
[২৬] তবুও তারা অবাধ্য হয়ে তোমার বিরুদ্ধে
বিদ্রোহ করলো, তোমার শরীয়ত ত্যাগ করলো
এবং তোমার যে নবীদের তোমার প্রতি
তাদেরকে ফিরাবার জন্য তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য
দিতেন, তাঁদেরকে হত্যা করলো ও মহা কুফরীর
কাজ করলো। [২৭] পরে তুমি তাদেরকে
বিপক্ষদের হাতে তুলে দিলে তারা তাদেরকে কষ্ট
দিল; কিন্তু কষ্টের সময়ে যখন তারা তোমার
কাছে কাঁদত, তখন তুমি বেহেশত থেকে তা
শুনতে এবং তোমার প্রচুর করুণার দরুন
তাদেরকে উদ্ধারকারীদের দিতে, যাঁরা
বিপক্ষদের হাত থেকে তাদেরকে উদ্ধার
করতেন। [২৮] তবুও বিশ্রাম পাবার পর তারা
আবার তোমার সাক্ষাতে কদাচরণ করতো,
তাতে তুমি তাদেরকে দুশমনদের হাতে তুলে
দিতে এবং সেই দুশমনেরা তাদের উপরে কর্তৃত্ব
করতো; কিন্তু তারা ফিরলে ও তোমার কাছে
কান্নাকাটি করলে তুমি বেহেশত থেকে তা
শুনতে; এবং তোমার করুণা অনুসারে
অনেকবার তাদেরকে উদ্ধার করতে; [২৯] আর
তোমার শরীয়ত-পথে তাদেরকে ফিরিয়ে
আনবার জন্য তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে;
তবুও তারা গর্ব করলো ও তোমার হুকুমে কান
দিত না, কিন্তু যা পালন করলে মানুষ বাঁচে,
তোমার সেসব অনুশাসনের বিরুদ্ধে গুনাহ্‌
করতো ও তোমার অবাধ্য হত ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ

**৯:২১ তাদের কাপড়-চোপড় নষ্ট হল না।** আল্লাহ্‌র বিশেষ যত্নের নিদর্শন (দ্বি.বি. ৮:৪; ২৯:৫; এর সাথে তুলনা করুন ইউসা ৯:১৩)।

**তাদের পা ফুলে উঠলো না।** বা ক্ষত সৃষ্টি হওয়া। এই শব্দের হিব্রু প্রতিশব্দটি কেবল এই আয়াতে এবং দ্বি.বি. ৮:৪ আয়াতে পাওয়া যায়।

**৯:২২ সীহোন ... উজ।** শুমারী ২১:২১-৩৫ আয়াত দেখুন।

**৯:২৩ আসমানের তারার মত বহুসংখ্যক।** পয়দা ১৩:১৬; ১৫:৫; ২২:১৭ আয়াতের নোট দেখুন।

**৯:২৫** দ্বি.বি. ৬:১০-১২ আয়াতের নোট দেখুন; ইউসা ২৪:১৩ আয়াত দেখুন।

**উর্বরা ভূমি।** আয়াত ৩৫ দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন শুমারী ১৪:৭; দ্বি.বি. ৮:৭; ইউসা ২৩:১৩।

**খনন-করা কূপ।** বছরের অধিকাংশ সময় বৃষ্টি তেমন না হওয়ায় প্রায় প্রত্যেকটি বাড়িতেই নিজেদের জন্য কূপ খনন করে রাখা হত, যেখানে বর্ষাকালে বৃষ্টির পানি সঞ্চয় করে রাখা হত (২ বাদশাহ্‌ ১৮:৩১; মেসাল ৫:১৫)। ১২০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে পানি নিরোধক কূপ নির্মাণের প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয় এবং এহুদার মধ্যাঞ্চলের পাহাড়ী এলাকায় সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হতে থাকে। আঙ্গুরক্ষেত, জলপাইক্ষেত্র ও প্রচুর ফলের গাছ। দ্বি.বি. ৮:৮ দেখুন। সিনূহীর মিসরীয় কাহিনী থেকে (২০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) জানা যায় কেনান দেশ কেমন ছিল। "দেশটিতে ডুমুর এবং আঙ্গুল প্রচুর পরিমাণে ফলত। পানি যত না পাওয়া যেত তার চেয়ে বোধ আঙ্গুর রসই বেশি পাওয়া যেত। মধু আহরিত হত প্রচুর পরিমাণে, জলপাইয়ের সংখ্যা ছিল অগুনতি। প্রত্যেক প্রকার ফলের গাছ ফলে পরিপূর্ণ থাকত।" হিজ ৩:৮ আয়াতের নোট দেখুন।

**পুষ্ট হল।** অন্য সমস্ত স্থানে এই শব্দের হিব্রু প্রতিশব্দটি দিয়ে শারীরিক পরিতৃপ্তি ও পরিপূর্ণতা এবং রূহানিক নিষ্ক্রিয়তাকে বোঝানো হয়েছে।

**৯:২৬-২৮** কাজী ২:৬-৩:৬ আয়াতের নোট দেখুন।

**৯:২৬ তোমার শরীয়ত ত্যাগ করলো।** আল্লাহ্‌র শরীয়ত তারা সম্পূর্ণভাবে অমান্য করেছিল (জবুর ৫০:১৭; ইয়ার ২:২৭; ৩২:৩৩; ইহি ২৩:৩৫)।

**নবীদের ... হত্যা করলো।** ১ বাদশাহ্‌ ১৮:৪,১৩; ১৯:১০,১৪; ২ খান্দান ২৪:২০-২১; ইয়ার ২:৩০; ২৬:২০-২৩ দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন লূক ১১:৫০-৫১; ইবরানী ১১:৩২, ৩৬-৩৮।

**৯:২৯ যা পালন করলে মানুষ বাঁচে।** লেবীয় ১৮:৫ আয়াতের নোট দেখুন।

**উদ্ধত প্রকাশ করতো।** জাকা ৭:১১ দেখুন। এ ধরনের ভাব প্রকাশ পেয়েছে ৯:১৬; ৩:৫; হোসিয়া ৪:১৬ আয়াতে।

**৯:৩২ তুমি নিয়ম পালন ও অটল মহব্বত প্রকাশ করে থাক।** ১:৫ আয়াত দেখুন; দ্বি.বি. ৭:৯,১২ আয়াতের নোট দেখুন।

করতো, কথা শুনত না। ৩০ তবুও তুমি বহু বছর
তাদের ব্যবহার সহ্য করলে ও তোমার নবীদের
দ্বারা তোমার রূহ্‌কর্তৃক তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য
দিলে; কিন্তু তারা কান দিল না, সেজন্য তুমি
তাদেরকে নানা দেশীয় জাতিদের হাতে তুলে
দিলে। ৩১ তবুও তোমার প্রচুর করুণার দরুন
তাদেরকে নিঃশেষ ও ত্যাগ কর নি, কারণ তুমি
কৃপাময় ও স্নেহশীল আল্লাহ্‌।
৩২ অতএব, হে আমাদের আল্লাহ্‌, মহান,
বিক্রমশালী ও ভয়ঙ্কর আল্লাহ্‌, তুমি নিয়ম পালন
ও অটল মহব্বত প্রকাশ করে থাক; আসেরিয়া-
বাদশাহ্‌দের সময় থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের
উপরে, আমাদের বাদশাহ্‌দের, কর্মকর্তাদের,
ইমামদের, নবীদের, পূর্বপুরুষদের ও তোমার
সকল লোকের উপরে যে সমস্ত দুঃখ-কষ্ট ঘটছে,
সেসব তোমার দৃষ্টিতে ক্ষুদ্র মনে না হোক।
৩৩ আমাদের প্রতি এসব ঘটলেও তুমি ধর্মময়;
কেননা তুমি সত্য ব্যবহার করেছ, কিন্তু আমরা
দুষ্কর্ম করেছি। ৩৪ আর আমাদের বাদশাহ্‌রা,
কর্মকর্তারা, ইমামেরা ও পূর্বপুরুষেরা তোমার
শরীয়ত পালন করেন নি এবং তোমার হুকুমে ও
যা দ্বারা তুমি তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে,
তোমার সেই সাক্ষ্যে কান দেন নি। ৩৫ এমন কি
তাঁদের রাজত্বকালে, তোমার দেওয়া প্রচুর মঙ্গল
সত্ত্বেও এবং তোমার দেওয়া প্রশস্ত ও উর্বর দেশে
বাস করেও তারা তোমার সেবা করে নি এবং
নিজ নিজ সমস্ত দুষ্কর্ম থেকে নিবৃত্ত হয় নি।
৩৬ দেখ, আজ আমরা গোলাম, ফলে তুমি
আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে যে দেশ দিয়ে
সেখানকার উৎপন্ন ফল ও উত্তম দ্রব্যের অধিকারী
করেছিলে, দেখ, আমরা এই দেশের মধ্যে
গোলাম হয়ে রয়েছি। ৩৭ আর তুমি আমাদের
গুনাহ্‌র দরুন আমাদের উপরে যে বাদশাহ্‌দেরকে
নিযুক্ত করেছ, দেশে উৎপন্ন প্রচুর ফসলে
তাঁদেরই স্বত্ব; আর তাঁরা আমাদের শরীরের
উপরে ও আমাদের পশুগুলোর উপরে ইচ্ছামত
প্রভুত্ব করছেন, আর আমরা মহা সঙ্কটের মধ্যে
আছি।

৪৩:২।
[৯:৩০] ২বাদশা ১৭:১৩-১৮; ২খান্দান ৩৬:১৬।
[৯:৩১] ইশা ৪৮:৯; ৬৫:৯।
[৯:৩২] দ্বিঃবি ৭:৯; ১বাদশা ৮:২৩; দানি ৯:৪।
[৯:৩৩] ইয়ার ৪৪:৩; দানি ৯:৭-৮, ১৪।
[৯:৩৪] ২বাদশা ২৩:১১।
[৯:৩৫] দ্বিঃবি ২৮:৪৫-৪৮।
[৯:৩৬] উজা ৯:৯।
[৯:৩৭] দ্বিঃবি ২৮:৩৩; মাতম ৫:৫।
[৯:৩৮] ইশা ৪৪:৫।
[১০:২] উজা ২:২।
[১০:৩] ১খান্দান ৯:১২।
[১০:৫] ১খান্দান ২৪:৮।
[১০:৮] নহি ১২:১।
[১০:৯] নহি ১২:১।
[১০:১৬] উজা ৮:৬।
[১০:২০] ১খান্দান ২৪:১৫।
[১০:২৩] নহি ৭:২।
[১০:২৮] ২খান্দান ৬:২৬; নহি ৯:২।
[১০:২৯] শুমারী ৫:২১; জবুর ১১৯:১০৬।

## নিয়মে সীলমোহর

৩৮ এসব ঘটলেও আমরা নিশ্চিত নিয়ম করে
লিখছি; এবং আমাদের কর্মকর্তারা, আমাদের
লেবীয় ও আমাদের ইমামেরা তাতে সীলমোহর
করছে।

# ১০

১ সীলমোহরকারীদের নাম হখলিয়ের
পুত্র শাসনকর্তা নহিমিয়া এবং
সিদিকিয়, ২ সরায়, অসরিয়, ইয়ারমিয়া,
৩ পশহূর, অমরিয়, মল্কিয়, ৪ হটূশ, শবনিয়,
মলল্লুক, ৫ হারীম, মরেমোৎ, ওবদিয়,
৬ দানিয়াল, গিন্নথোন, বারূক, ৭ মশুল্লম, অবিয়,
মিয়ামীন, ৮ মাসিয়, বিল্‌গয়, শময়িয়, ইমামদের
মধ্যে, এসব লোক। ৯ আর লেবীয়দের মধ্যে
অসনিয়ের পুত্র যেশূয়, হেনাদদের সন্তান বিন্নুয়ী,
কদ্‌মীয়েল; ১০ এবং তাহাদের ভাইয়েরা শবনিয়,
হোদিয়, কলীট, পলায়, হানন, ১১ মীখা, রহোব,
হশবিয়, ১২ সক্কূর, শেরেবিয়, শবনিয়,
১৩ হোদীয়, বানি, বনীনু। ১৪ প্রজাদের মধ্যে
প্রধান লোকেরা, পরোশ, পহৎ-মোয়াব, ইলাম,
সত্তূ, বানি, ১৫ বুন্নি, অস্‌গদ, বেবয়,
১৬ অদোনিয়, বিগ্‌বয়, আদীন, ১৭ আটের,
হিষ্কিয়, অসূর, ১৮ হোদিয়, হশুম, বেৎসয়,
১৯ হারীফ, অনাথোৎ, নবয়, ২০ মগ্‌পীয়শ,
মশুল্লম, হেষীর, ২১ মশেষবেল, সাদোক, যদ্দুয়,
২২ পলটিয়, হানন, অনায়, ২৩ হোশেয়, হনানিয়,
হশূব, ২৪ হলোহেশ, পিল্‌হ, শোবেক, ২৫ রহূম,
হশব্‌না, মাসেয়, ২৬ এবং অহিয়, হানন, অনান,
২৭ মল্লুক, হারীম, বানা।

## নিয়মের বিষয়বস্তু

২৮ আর লোকদের অবশিষ্ট লোকেরা, ইমাম,
লেবীয়, দ্বারপাল, গায়ক, নথীনীয় প্রভৃতি যেসব
লোক নানাদেশীয় জাতিদের থেকে নিজেদেরকে
পৃথক করে আল্লাহ্‌র শরীয়তের পক্ষ হয়েছিল,
তারা সকলে, তাদের স্ত্রী ও পুত্র কন্যাদের,
জ্ঞানবান ও বুদ্ধিমান সকলে, ২৯ নিজেদের
ভাইদের, নিজেদের প্রধান লোকদের পক্ষে
আসক্ত থাকলো এবং শপথ-পূর্বক এই কসম
করলো, আমরা আল্লাহ্‌র গোলাম মূসার মধ্য

---

**আশেরিয়া-বাদশাহ্‌**। এর মধ্যে রয়েছেন তৃতীয় তিগ্লৎপিলেষর, যিনি পূল নামেও পরিচিত (১ খান্দান ৫:২৬); পঞ্চম শালমানেসার (২ বাদশাহ্‌ ১৮:৯); দ্বিতীয় সার্গোন (ইশা ২০:১); সনহেরীব (২ বাদশাহ্‌ ১৮:১৩); এসোরহদ্দন (উযায়ের ৪:২); এবং আশূরবানিপাল (উযা ৪:১০)।

**৯:৩৭ আমাদের শরীরের উপরে ... প্রভুত্ব করছেন**। ১ শামু ৮:১১-১৩ আয়াত দেখুন। পারস্য বাদশাহ্‌গণ তাদের অধীনস্থ প্রজাদেরকে জোরপূর্বক সামরিক বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করতেন। কোন কোন ইহুদীও ৪৮০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে গ্রীস আক্রমণের সময়ে জারেক্সেসের সৈন্যবাহিনীতে ছিলেন।

**১০:১-২৭** একটি বিধানসঙ্গত তালিকা, যেখানে আনুষ্ঠানিক সীলমোহর সহ মোট ৮৪ জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

**১০:২-৮** এদের মধ্যে প্রায় অর্ধেকের নাম ১২:১-৭ আয়াতে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে।

**১০:৯-১৩** এদের মধ্যে অধিকাংশের নাম লেবীয় কিতাবের ৮:৭; ৯:৪-৫ আয়াতের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

**১০:১৪-২৭** এই বিভাগের প্রায় অর্ধেক নাম ৭:৬-৬৩; উযা ২:১-৬১ আয়াতের তালিকায় পাওয়া যায়।

**১০:২৮ লোকদের অবশিষ্ট লোকেরা**। যারা এই সম্মতিপত্রে তাদের সীলমোহর মুদ্রাঙ্কিত করে নি (৯:৩৮–১০:১ দেখুন)।

**লেবীয়**। লেবীয় কিতাবের ভূমিকা। শিরোনাম দেখুন।

**দ্বারপাল**। উযা ২:৪২ আয়াতের নোট দেখুন।

**তাদের স্ত্রী ও পুত্র কন্যা**। ৮:২ আয়াতের নোট দেখুন।

দিয়ে দেওয়া আল্লাহ্‌র শরীয়ত-পথে চলবো, আমাদের প্রভু মাবুদের হুকুম, অনুশাসন ও সমস্ত বিধি যত্নপূর্বক পালন করবো; ৩০ এবং দেশীয় লোকদের সঙ্গে আমাদের কন্যাদের বিয়ে দেব না; ও আমাদের পুত্রদের জন্য তাদের কন্যাদেরকে গ্রহণ করবো না; ৩১ আর দেশীয় লোকেরা বিশ্রামবারে দ্রব্য বিক্রি করতে আসলে কিংবা খাদ্যদ্রব্য বিক্রি করতে আনলে আমরা বিশ্রামবারে কিংবা অন্য পবিত্র দিনে তাদের কাছ থেকে তা ক্রয় করবো না এবং সপ্তম বছর চাষবাস করবো না, সমস্ত ঋণ মাফ করবো।

৩২ এছাড়া, আমরা আমাদের আল্লাহ্‌র গৃহের সেবাকাজের জন্য প্রতি বছর এক এক শেকলের তৃতীয়াংশ দানের ভার নিজেদের উপরে নেবার বিধান করলাম; ৩৩ দর্শন-রুটির, নিয়মিত শস্য-উৎসর্গের, নিয়মিত পোড়ানো-কোরবানীর, বিশ্রামবারের, অমাবস্যার, ঈদগুলোর, পবিত্র বস্তুর ও ইসরাইলের কাফ্‌ফারার গুনাহ্‌-কোরবানীর এবং আমাদের আল্লাহ্‌র গৃহের সমস্ত কাজের জন্য তা করলাম। ৩৪ আর কাঠ যোগান দেবার বিষয়ে, অর্থাৎ শরীয়তের লিখনানুসারে আমাদের আল্লাহ্‌ মাবুদের কোরবানগাহ্‌র উপরে জ্বালাবার জন্য আমাদের পিতৃকুল অনুসারে প্রতি বছর নির্ধারিত কালে আমাদের আল্লাহ্‌র গৃহে কাঠ আনবার বিষয়ে আমরা ইমাম, লেবীয় ও লোকেরা গুলিবাট করলাম; ৩৫ আর আমাদের ভূমিজাত দ্রব্যের অগ্রিমাংশ ও সমস্ত বৃক্ষোৎপন্ন ফলের অগ্রিমাংশ প্রতি বছর মাবুদের গৃহে আনবার; ৩৬ এবং শরীয়তে যেমন লেখা আছে, সেই অনুসারে আমাদের প্রথমজাত পুত্র ও পশুদেরকে আমাদের গরুর পাল ও ভেড়ার পালগুলোর প্রথমজাতদের আল্লাহ্‌র গৃহে আমাদের আল্লাহ্‌র গৃহের পরিচর্যাকারী ইমামদের কাছে আনবার; ৩৭ এবং আমাদের ময়দার অগ্রিমাংশ, আমাদের উত্তোলনীয় উপহার ও সমস্ত গাছের ফল, আঙ্গুর-রস ও তেল আমাদের আল্লাহ্‌র গৃহের কুঠরীগুলোতে ইমামদের কাছে আনবার; এবং আমাদের ভূমিজাত দ্রব্যের দশ ভাগের এক ভাগ লেবীয়দের কাছে আনবার বিষয় স্থির করলাম; কারণ আমাদের সমস্ত কৃষি-নগরে লেবীয়েরাই দশ ভাগের এক ভাগ আদায় করে। ৩৮ আর লেবীয়দের দশ ভাগের এক ভাগ

[১০:৩০] হিজ ৩৪:১৬; নহি ১৩:২৩।
[১০:৩১] নহি ১৩:১৬, ১৮; ইয়ার ১৭:২৭; ইহি ২৩:৩৮; আমোস ৮:৫।
[১০:৩৩] শুমারী ১০:১০; জবুর ৮১:৩; ইশা ১:১৪।
[১০:৩৪] লেবীয় ১৬:৮।
[১০:৩৫] হিজ ২২:২৯; শুমারী ১৮:১২।
[১০:৩৬] হিজ ১৩:২; শুমারী ১৮:১৪-১৬।
[১০:৩৭] লেবীয় ২৭:৩০; শুমারী ১৮:২১।

**১০:৩১-৩৩** সম্ভবত ১৩:১৫-২২ আয়াতে উল্লিখিত অন্যায্য কাজগুলোকে সংশোধন করার জন্য নহিমিয়া এই নিয়মগুলো জারি করেছিলেন।

**১০:৩১ বিশ্রামবারে দ্রব্য বিক্রি করতে আসলে**। যদিও হিজ ২০:৮-১১; দ্বি.বি. ৫:১২-১৫ আয়াতে বিশ্রামবারে ব্যবসা করার বিষয়ে কঠোর নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয় নি, তথাপি ইয়ার ১৭:১৯-২৭; আমোস ৮:৫ আয়াতের নোট দেখুন। সপ্তম বছর চাষবাস করবো না, সমস্ত ঋণ মাফ করবো। লেবীয় ২৫:৪ আয়াতের নোট দেখুন। রোমীয়রা শাব্বাথের ভুল ব্যাখ্যা করেছিল এবং তারা বিশ্রামের বছরকে অলসতা বলে আখ্যা দিয়েছিল। ট্যাসিটাস বলেছেন যে, "সপ্তম বছরটি ছিল ইহুদীদের জন্য অকর্মণ্যতা ও আলস্যতায় পূর্ণ সময় কাটানোর একটি অজুহাত মাত্র।"

**১০:৩২ এক শেকলের তৃতীয়াংশ**। হিজ ৩০:১৩-১৪ আয়াতে ২০ বছর ও তার চেয়ে বেশি বয়সের প্রত্যেক ব্যক্তির কাছ থেকে প্রতীকী অর্থে মুক্তির মূল্য দানের জন্য "অর্ধেক শেকল" "মাবুদের উদ্দেশে কোরবানী" হিসেবে উৎসর্গ করা হত। পরবর্তীতে বাদশাহ্‌ যোয়াশ এই বার্ষিক কোরবানী উৎসর্গ থেকে এবাদতখানার মেরামত কাজে ব্যয় করেন (২ খান্দান ২৪:৪-১৪)। ইঞ্জিল শরীফের যুগে ইহুদী পুরুষেরা দেশের প্রত্যেকটি অঞ্চল থেকে বায়তুল মোকাদ্দসে এসে অর্ধেক শেকল পরিমাণ কোরবানী উৎসর্গ করত (মথি ১৭:২৪)। এই অর্ধেক শেকলের প্রকৃত মূল্য ছিল দুই ড্রাকমা বা তার সমপরিমাণ বস্তু। এ প্রসঙ্গে দেখুন যোসেফাস, এন্টিকুইটিস, ৩.৮.২। নহিমিয়ার সময়ে এক শেকলের তিন ভাগের এক ভাগ দান করার বিধান জারি করা হয়েছিল সম্ভবত তৎকালীন অর্থনৈতিক মন্দার কারণে।

**১০:৩৩ দর্শন-রুটি**। লেবীয় ২৪:৮ আয়াতের নোট দেখুন।

**১০:৩৪ গুলিবাট করলাম**। ১১:১; ইউনুস ১:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

**কাঠ যোগান দেবার বিষয়ে**। যদিও তৌরাত শরীফে কাঠ উৎসর্গ করার তথা কোরবানগাহে পবিত্র কাঠ পোড়ানোর রীতির কোন বিশেষ উল্লেখ নেই (লেবীয় ৬:১২-১৩), তথাপি সম্ভবত কোরবানী উৎসর্গের জন্যই নিয়মিত কাঠ যোগান দেওয়ার প্রয়োজন পড়ত। যোসেফাস উল্লেখ করেছেন যে, পঞ্চম মাসের ১৪ তারিখে "কাঠ পোড়ানো উৎসর্গের উৎসব" উদযাপন করা হত। ইহুদীদের মিসনাহ্‌তে (তৌরাত শরীফের সমস্ত রীতি নীতি ও আনুষ্ঠানিকতার ইহুদী প্রয়োগ বিধি) অন্তত নয়বার এ ধরনের বিশেষ সময়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যখন পরিবারগুলোকে উৎসর্গের জন্য কাঠ নিয়ে আসতে হত এবং কী কী ধরনের কাঠ কোন কোন ধরনের উৎসর্গের বা অন্যান্য কাজের জন্য সুবিধাজনক তাও উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে। তবে এক্ষেত্রে আঙ্গুর-রস ও জলপাইয়ের তেল হিসাবে আনা হয় নি। কুমরান থেকে পাওয়া এবাদতখানার গুটানো কিতাবে নতুন জলপাই তেলের উৎসবের পর ছয় দিনব্যাপী কাঠ উৎসর্গের অনুষ্ঠানের আয়োজনের বর্ণনা পাওয়া যায়।

**১০:৩৫ ফলের অগ্রিমাংশ**। ইমাম ও লেবীয়দের জন্য এগুলো পবিত্র স্থানে নিয়ে আসা হত (হিজ ২৩:১৯ আয়াতের নোট দেখুন; শুমারী ১৮:১৩; দ্বি.বি. ২৬:১-১১; ইহি ৪৪:৩০ দেখুন)।

**১০:৩৬ প্রথমজাত**। হিজ ১৩:১৩ আয়াতের নোট দেখুন।

**১০:৩৭ আল্লাহ্‌র গৃহের কুঠরীগুলো**। বায়তুল মোকাদ্দসের প্রাঙ্গণে বেশ কিছু কুঠরী ছিল যেগুলো রৌপ্য, স্বর্ণ ও অন্যান্য পবিত্র দ্রব্যাদি সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হত (আয়াত ৩৮-৩৯; ১২:৪৪; ১৩:৪-৫,৯; উযা ৮:২৮-৩০ দেখুন)।

**আঙ্গুর-রস**। দ্বি.বি. ৭:১৩ আয়াতের নোট দেখুন। যদিও এই শব্দটির হিব্রু প্রতিশব্দের অর্থ হচ্ছে আঙ্গুর পেষণ করে বের করা তাজা রস (ইশা ৬৫:৮; মিকাহ্‌ ৬:১৫), তথাপি এর মধ্যে দিয়ে মজানো আঙ্গুর রসও বোঝানো হতে পারে (হোসিয়া ৪:১১)।

**দশ ভাগের এক ভাগ**। দশমাংশ। পয়দা ১৪:২০; ২৮:২২;

আদায়কালে হারুনের সন্তান ইমাম লেবীয়দের
সঙ্গে থাকবে; পরে লেবীয়েরা দশমাংশের দশ
ভাগের এক ভাগ আমাদের আল্লাহ্‌র গৃহে,
কুঠরীগুলোতে, ভাণ্ডারগৃহে আনবে। ৩৯ কারণ
পবিত্র স্থানের সমস্ত পাত্র এবং পরিচর্যাকারী
ইমাম, দ্বারপাল ও গায়কেরা যে স্থানে থাকে,
সেসব কুঠরীতে বনি-ইসরাইল ও লেবীয়রা শস্য,
আঙ্গুর-রস ও তেলের উত্তোলনীয় উপহার
আনবে; এবং আমরা আমাদের আল্লাহ্‌র
এবাদতখানা ত্যাগ করবো না।

### জেরুশালেমে ও আশেপাশের ইহুদীদের তালিকা

**১১** ১ সেই সময়ে নেতৃবর্গ
জেরুশালেমে বাস করলো; আর
অবশিষ্ট লোকেরাও পবিত্র নগর জেরুশালেমে
বাস করার জন্য প্রতি দশজনের মধ্যে এক
জনকে সেখানে আনবার ও নয় জনকে অন্যান্য
নগরে বাস করাবার জন্য গুলিবাঁট করলো।
২ আর যেসব লোক ইচ্ছাপূর্বক জেরুশালেমে বাস
করতে চাইল, লোকেরা তাদেরকে দোয়া
করলো।
৩ প্রদেশের এসব প্রধান লোক জেরুশালেমে
বসতি করলো। কিন্তু এহুদার নগরে নগরে
ইসরাইল, ইমাম, লেবীয়, নথীনীয় ও
সোলায়মানের গোলামদের সন্তানেরা প্রত্যেকে
নিজ নিজ অধিকারে যার যার নগরে বাস
করলো। ৪ এহুদা-বংশের লোকদের মধ্যে ও

[১০:৩৮] শুমারী ১৮:২৬।
[১০:৩৯] নহি ১৩:১১।
[১১:১] ইশা ৪৮:২; ৫২:১; ৬৪:১০; জাকা ১৪:২০-২১।
[১১:৩] উজা ২:১।
[১১:৪] উজা ১:৫।
[১১:১১] উজা ৭:২।

বিন্‌ইয়ামীন-বংশের লোকদের মধ্যে কতগুলো
লোক জেরুশালেমে বাস করলো। এহুদা-বংশের
লোকদের মধ্যে উষিয়ের পুত্র অথায়; সেই উষিয়
জাকারিয়ার পুত্র, জাকারিয়া অমরিয়ের পুত্র,
অমরিয় শফটিয়ের পুত্র, শফটিয় মাহলাইলের
পুত্র, সে পেরসের সন্তানদের মধ্যে এক জন।
৫ আর বারূকের পুত্র মাসেয়, সেই বারূক
কল্‌হোষির পুত্র, কল্‌হোষি হসায়ের পুত্র, হসায়
অদায়ার পুত্র, অদায়া যোয়ারীবের পুত্র যোয়ারীব
জাকারিয়ার পুত্র, জাকারিয়া শীলোনীয়ের পুত্র।
৬ জেরুশালেম-নিবাসী পেরস-সন্তান সবসুদ্ধ চার
শত আটষট্টি জন বীরপুরুষ ছিল।
৭ আর বিন্‌ইয়ামীনের এসব সন্তান; মশুল্লমের
পুত্র সল্লু, সেই মশুল্লম যোয়েদের পুত্র, যোয়েদ
পদায়ের পুত্র, পদায় কোলায়ার পুত্র, কোলায়া
মাসেয়ের পুত্র, মাসেয় ঈথীয়েলের পুত্র, ঈথীয়েল
যিশায়াহের পুত্র। ৮ এর পরে গব্বয় ও সল্লয়
প্রভৃতি নয় শত আটাশ জন। ৯ আর শিখ্রির পুত্র
যোয়েল তাদের কাজের তত্ত্বাবধায়ক ছিল এবং
হস্‌সনূয়ার পুত্র, এহুদা নগরের দ্বিতীয় মালিক
ছিল।
১০ ইমামদের মধ্যে; যোয়ারীবের পুত্র যিদয়িয়,
যাখীন, হিল্কিয়ের পুত্র সরায়; ১১ সেই হিল্কিয়
মশুল্লমের পুত্র, মশুল্লম সাদোকের পুত্র, সাদোক
মরায়োতের পুত্র, মরায়োৎ অহীটুবের পুত্র;
অহীটুব আল্লাহ্‌র গৃহের নেতা। ১২ আর গৃহের

লেবীয় ২৭:৩০; আমোস ৪:৪ দেখুন।

**লেবীয়েরা।** দশমাংশ দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল তাদের ভরণ পোষণ যোগান দেওয়া (১৩:১২-১৩; শুমারী ১৮:২১-৩২)।

**১০:৩৯** ১৩:১১ আয়াত দেখুন। আমরা আমাদের আল্লাহ্‌র এবাদতখানা ত্যাগ করবো না। হগয় এই অভিযোগ এনেছিলেন (হগয় ১:৪-৯) যে, লোকেরা আল্লাহ্‌র এবাদতখানাকে অবজ্ঞা করে ত্যাগ করেছে।

**১১:১ গুলিবাঁট করলো।** ১০:৩৪ আয়াত দেখুন। সাধারণত ছোট পাথর বা কাঠের টুকরো দিয়ে গুলিবাঁট করা হত। অনেক সময় এক্ষেত্রে তীর ধনুক ব্যবহার করা হত (ইহি ২১:২১)। জেরুশালেমে বাস করার জন্য প্রতি দশজনের মধ্যে এক জনকে। যোসেফাস (এন্টিকুইটিস, ১১.৫.৮) বলেছেন। "কিন্তু নহিমিয়া যখন দেখলেন নগরীর জনসংখ্যা অনেক কম, তখন তিনি ইমাম ও লেবীয়দেরকে গ্রামাঞ্চল থেকে সরে এসে নগরীর মধ্যে বসবাস শুরু করতে আহ্বান জানালেন, কারণ তিনি ইতোমধ্যেই তাঁর নিজ খরচে তাদের জন্য বাসগৃহ তৈরি করে দিয়েছিলেন।" গ্রীক ও হেলেনীয় জাতির নব নির্মিত নগরীগুলোতে জনসংখ্যা বাড়ানোর জন্য এ ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করা হত। এই প্রক্রিয়ায় অনেক ক্ষেত্রে গ্রামীণ জনগণকে জোরপূর্বক শহরাঞ্চলে এসে বসবাস করতে বাধ্য করা হত। ১৮ খ্রীষ্টাব্দে হেরোদ আন্তিপাস এই প্রক্রিয়ায় অ-ইহুদী লোকদেরকে নিয়ে এসে গালীল সাগর তীরবর্তী টিবেরিয়াস নগরীটি লোকালয়ে পরিণত করেছিলেন।

**পবিত্র নগর।** ইশা ৪৮:২ আয়াতের নোট দেখুন; দানিয়াল ৯:২৪; মথি ৪:৫; ২৭:৫৩; প্রকাশিত ১১:২ দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন যোয়েল ৩:১৭।

**১১:২** যারা গুলিবাঁটের মধ্য দিয়ে নির্বাচিত হয়েছিল (আয়াত ১) তারা ছাড়াও আরও অনেকে নিজ দায়িত্ব মনে করে স্বেচ্ছায় জেরুশালেমে বাস করতে এসেছিল। কিন্তু অধিকাংশ লোকই তাদের নিজ নিজ গ্রামের বাড়িতে থাকতে চেয়েছিল।

**১১:৩-১৯** আদমশুমারীর একটি তালিকা যা ১ খান্দান ৯:২-২১ আয়াতের সাথে মেলে। এখানে ব্যাবিলনের বন্দীদশা থেকে ফিরে এসে জেরুশালেমে বসতি স্থাপন করা প্রথম অধিবাসীদের তালিকা রয়েছে। তালিকা দুটির প্রায় অর্ধেকের বেশি নাম একই।

**১১:৮ নয় শত আটাশ জন।** বিন্‌ইয়ামীন গোষ্ঠী থেকে আগত লোকদের সংখ্যা এহুদা গোষ্ঠী থেকে আগত লোকদের সংখ্যার দ্বিগুণ ছিল (আয়াত ৬)। এরা জেরুশালেমে বসবাস করেছিল এবং নগরীর প্রতিরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল।

**১১:৯ নগরের দ্বিতীয় মালিক।** ২ বাদশাহ্‌ ২২:১৪ আয়াতের নোট দেখুন; ২ খান্দান ৩৪:২২; সফনিয় ১:১০ আয়াত দেখুন। নগরীর এই দ্বিতীয় অংশটি ছিল অনেকটা সফনিয় ১:১১ আয়াতের মক্তেশ বা বাজার এলাকার মত, যেখানে নগরীর সমস্ত ব্যবসায়ীদের আনাগোনা ছিল। এটি ছিল একটি উপ-নগরী এবং এর অবস্থান ছিল জেরুশালেমের উত্তরে টাইরোপোয়েন উপত্যকা এলাকায় (মানচিত্র দেখুন)। এই এলাকায় প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান চালিয়ে দেখা গেছে যে, খ্রীষ্টপূর্ব ৭০০ শতাব্দীতে বাদশাহ্‌ হিষ্কিয় কর্তৃক তথাকথিত প্রশস্ত দেয়াল নির্মাণ হওয়ার আগেই খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে এই অঞ্চলটিকে জেরুশালেম নগরীর সীমানার আওতায় নিয়ে আসা

কর্মকারী তাদের ভাইয়েরা আট শত বাইশজন;
এবং যিরোহমের পুত্র অদায়া; সেই যিরোহম
পললিয়ের পুত্র, পললিয় অম্‌সির পুত্র, অম্‌সি
জাকারিয়ার পুত্র, জাকারিয়া পশ্‌হূরের পুত্র,
পশ্‌হূর মল্কিয়ের পুত্র। ১৩ আর অদায়ার ভাইয়েরা
দুই শত বিয়াল্লিশ জন পিতৃকুলপতি ছিল এবং
অসরেলের পুত্র অমশয়; সেই অসরেল অহসয়ের
পুত্র, অহসয় মশিল্লেমোতের পুত্র, মশিল্লেমোৎ
ইম্মেরের পুত্র। ১৪ আর তাদের ভাইয়েরা এক
শত আটাশজন বীরপুরুষ ছিল এবং তাদের
কাজের তত্ত্বাবধায়ক ছিল, সব্দীয়েল, সে
হগ্‌গদোলীমের পুত্র; ১৫ আর লেবীয়দের মধ্যে;
হশূবের পুত্র শিমরিয়; সেই হশূব অস্রীকামের
পুত্র, অস্রীকাম হশবিয়ের পুত্র, হশবিয় বুন্নির
পুত্র। ১৬ আর প্রধান লেবীয়দের মধ্যে শব্বথয় ও
যোষাবাদ হাতে আল্লাহ্‌র গৃহের বাইরের কাজকর্ম
দেখাশোনা করবার ভার ছিল। ১৭ আর আসফের
সন্তান, সব্দির সন্তান, মিকাহ্‌র পুত্র মত্তনিয়
মুনাজাতকালীন প্রশংসা-গজল আরম্ভ করার
কাজে প্রধান ছিল। তার ভাইদের মধ্যে বক্‌বুকিয়
দ্বিতীয় ছিল এবং যিদূথূনের সন্তান, গাললের
সন্তান, শম্মুয়ের পুত্র অব্দ। ১৮ পবিত্র নগরস্থ
লেবীয়েরা সবসুদ্ধ দুই শত চুরাশী জন ছিল।
১৯ আর দ্বারপালেরা অক্কুব, টল্‌মোন ও
দ্বারগুলোর প্রহরী তাদের ভাইয়েরা ছিল, এক শত

[১১:১৬] উজা ১০:১৫।
[১১:১৭] ১খান্দান ৯:১৫; নহি ১২:৮।
[১১:১৮] প্রকা ২১:২।
[১১:২১] উজা ২:৪৩; নহি ৩:২৬।
[১১:২২] ১খান্দান ৯:১৫।
[১১:২৩] ১খান্দান ১৫:১৬।
[১১:২৪] পয়দা ৩৮:৩০।
[১১:২৫] পয়দা ৩৫:২৭।
[১১:২৬] ইউসা ১৫:২৬।
[১১:২৭] ইউসা ১৫:২৮।
[১১:২৮] ১শামু ২৭:৬।

বাহাত্তর জন। ২০ আর ইসরাইলের, ইমামদের,
লেবীয়দের অবশিষ্ট লোকেরা এহুদার সমস্ত
নগরে নিজ নিজ অধিকারে থাকতো। ২১ কিন্তু
নথীনীয়েরা ওফলে বাস করতো এবং সীহ ও
গীষ্প নথীনীয়দের নেতা ছিল।
২২ আর বানির পুত্র উষি জেরুশালেমের
লেবীয়দের তত্ত্বাবধায়ক ছিল, সেই বানি
হশবিয়ের পুত্র, হশবিয় মত্তনিয়ের পুত্র, মত্তনীয়
মিকাহ্‌র পুত্র; মিকাহ্‌ আসফ-বংশজাত
গায়কদের মধ্যে এক জন। উষি আল্লাহ্‌র গৃহের
কাজের নেতা ছিল। ২৩ কেননা তাদের বিষয়ে
বাদশাহ্‌র একটি হুকুম ছিল এবং গায়কদের জন্য
প্রতিদিন নির্ধারিত অংশ দেওয়া হত। ২৪ আর
এহুদার পুত্র সেরহের বংশজাত মশেষবেলের
পুত্র যে পথাহিয়, সে লোকদের সমস্ত বিষয়ে
বাদশাহ্‌র অধীনে নিযুক্ত ছিল।

### জেরুশালেমের বাইরের গ্রামগুলো

২৫ আর সমস্ত গ্রাম ও তৎসংক্রান্ত ক্ষেতের
বিষয়; এহুদা-সন্তানেরা কেউ কেউ কিরিয়ৎ-অর্বে
ও তার উপনগরগুলোতে, দীবোনে ও তার
উপনগরগুলোতে, যিকব্‌সেলে ও তার
গ্রামগুলোতে ২৬ আর যেশূয়েতে, মোলাদাতে,
বৈৎপেলটে, ২৭ হৎসর-শুয়ালে, বের-শেবাতে ও
তার উপনগরগুলোতে, ২৮ সিক্লগে, মকোনাতে ও
তার উপনগরগুলোতে, ২৯ ঐন্‌-রিম্মোণে, সরায় ও

হয়েছিল (৩:৮ আয়াতের নোট দেখুন)।

**১১:১৬ বহিঃস্থ কাজ**। বায়তুল মোকাদ্দসের বাইরের কাজের দায়িত্ব (১ খান্দান ২৬:২৯ আয়াত দেখুন), তবে তা এবাদতখানার দায়িত্বের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল।

**১১:১৭ আসফ**। উযায়ের ২:৪১ আয়াতের নোট দেখুন; সেই সাথে জবুর ৫০; ৭৮-৮৩ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন।

**যিদূথূন**। ১ খান্দান ১৬:৪২; ২৫:১,৩; ২ খান্দান ৫:১২ আয়াত দেখুন; জবুর ৩৯; ৬২; ৭৭ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন।

**১১:১৮ দুই শত চুরাশি জন**। এক হাজার এক শত বিরানব্বই জন ইমামের সাথে তুলনা করলে লেবীয়দের এই সংখ্যাটি নেহায়েত সামান্য। ইমামদের একটি সংখ্যাগত পরিমাণ ১২ ও ১৩ অধ্যায়ে উল্লিখিত ৮২, ২৪২ ও ১২৮ জন ইমামের সংখ্যার যোগফল (উযা ২:৪০ আয়াতের নোট দেখুন)।

**১১:২০ নিজ নিজ অধিকারে থাকতো**। নিজ অধিকারভুক্ত সম্পত্তি – এর মধ্যে ছিল ভূমি, বাসগৃহ সহ অন্যান্য ভবন এবং অস্থাবর সম্পত্তি, যা যুদ্ধে বিজয় লাভ বা জন্মগত সূত্রে লাভ যে কোন উপায়ে পাওয়া সম্পত্তি বলে বিবেচিত হতে পারত (পয়দা ৩১:১৪; শুমারী ১৮:২১; ২৭:৭; ৩৪:২; ৩৬:৩; ১ বাদশাহ্‌ ২১:১-৪)।

**১১:২১ ওফল**। ৩:২৬ আয়াতের নোট দেখুন।

**১১:২৩ বাদশাহ্‌র একটি হুকুম ছিল ... নির্ধারিত অংশ দেওয়া হত**। বাদশাহ্‌ দাউদ লেবীয়দের পরিচর্যা কাজের নিয়ম স্থির করে দিয়েছিলেন, এমনকি যারা গায়ক ও বাদ্যযন্ত্র শিল্পী ছিলেন তাদেরও (১ খান্দান ২৫ অধ্যায়)। পারস্যের বাদশাহ্‌ প্রথম দারিয়ুস ইহুদী প্রাচীনদেরকে বৃত্তি দিতেন যেন তারা "বাদশাহ্‌ ও তাঁর পুত্রদের মঙ্গল কামনা করে মুনাজাত করেন" (উযায়ের ৬:১০)। প্রথম আর্টাজারেক্সেসও লেবীয় সঙ্গীতশিল্পীদের জন্য এ ধরনের নিয়ম স্থির করেছিলেন।

**১১:২৫-৩০** একটি গুরুত্বপূর্ণ তালিকা, যেখানে এহুদার প্রথম দিককার সমস্ত নগরের নাম লিপিবদ্ধ রয়েছে। এই নামগুলো ইউসা ১৫ আয়াতেও পাওয়া যায়; ব্যতিক্রম শুধুমাত্র দীবোন, যিকব্‌সেল (ইউসা ১৫:২১ আয়াতের কব্‌সেল দেখুন), যেশূয়, মকোনা ও ঐন্‌-রিম্মোণ (কিন্তু ইউসা ১৫:৩২ আয়াতে ঐন এবং রিম্মোণ দেখুন)। তবে নগরের নামের এই তালিকাটি সম্পূর্ণভাবে বোধগম্য নয়, কারণ অধ্যায় ৩ এবং উযা ২:২১-২২ আয়াতে উল্লিখিত একাধিক নগরের নাম এখানে নেই। ২৫-৩০ আয়াতে উল্লিখিত অঞ্চল ব্যতিত আর কোথাও এহুদায় প্রচলিত মুদ্রা পাওয়া যায় নি।

**১১:২৫ কিরিয়ৎ-অর্ব**। পয়দা ২৩:২ আয়াতের নোট দেখুন। হেলেনীয় যুগে তা ইদুমীয়েরা এহুদার অন্যান্য নগরের সাথে দখল করেছিল।

**১১:২৬ মোলাদা**। বের-শেবার কাছাকাছি একটি নগর; পরবর্তীতে ইদুমীয়রা এটি দখল করে।

**বৈৎপেলট**। এই নামের অর্থ "শরণার্থীদের গৃহ," যার অবস্থান বের-শেবার কাছে।

**১১:২৭ বের-শেবা**। পয়দা ২১:৩১ আয়াতের নোট দেখুন। প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার থেকে দেখা যায় যে, ৭০১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সনহেরীব নগরটি ধ্বংস করে দেন এবং পারস্য রাজত্বকালে নগরটি আবার প্রতিষ্ঠা করা হয়।

**১১:২৮ সিক্লগ**। গাতের বাদশাহ্‌ আখীশ দাউদকে এই নগরটি দান করেছিলেন (১ শামু ২৭:৬) এবং অমালেকীয়রা তা দখল করে নেয় (১ শামু ৩০:১); ইউসা ১৫:৩১ আয়াত দেখুন।

যম্মুতে, ৩০ সানোহে, অদুল্লমে ও তাদের
গ্রামগুলোতে, লাখীশ ও তৎসংক্রান্ত ক্ষেতে,
অসেকাতে ও তার উপনগরগুলোতে বাস
করতো; বস্তুত তারা বের্-শেবা থেকে হিন্নোম
উপত্যকা পর্যন্ত তাঁবুতে বাস করতো।
৩১ বিন্ইয়ামীন-সন্তানেরা সেবা থেকে মিক্মসে ও
অয়াতে এবং বেথেলে ও তার উপনগরগুলোতে,
৩২ অনাথোতে, নোবে, অননিয়াতে, ৩৩ হাৎসারে
রামাতে, গিত্তয়িমে, ৩৪ হাদীদে, সবোয়িমে,
নবাল্লাটে, ৩৫ লোদে ও ওনোতে, শিল্পকরদের
উপত্যকাতে, বাস করতো। ৩৬ আর এহুদার
কোন কোন পালাভুক্ত কয়েকজন লেবীয়
বিন্ইয়ামীনের সঙ্গে সংযুক্ত হল।

[১১:৩২] ইউসা ২১:১৮; ইশা ১০:৩০; ইয়ার ১:১।
[১১:৩৩] ২শামু ৪:৩।
[১১:৩৫] ১খান্দান ৮:১২।
[১২:১] উজা ৩:২; জাকা ৪:৬-১০।
[১২:৪] ১খান্দান ২৪:১০; লূক ১:৫।
[১২:৬] ১খান্দান ২৪:৭।
[১২:৮] উজা ২:২।

## ইমাম ও লেবীয়দের তালিকা

১২ ১ এই ইমামেরা ও লেবীয়েরা
শল্টীয়েলের পুত্র সরুব্বাবিলের ও
যেশূয়ের সঙ্গে এসেছিল, সরায়, ইয়ারমিয়া,
উযায়ের, ২ ৩ শখনিয়, রহূম, মরেমোৎ, ৪ ইদ্দো,
গিন্নথোয়, অবিয়, ৫ মিয়ামীন, মোয়াদিয়, বিল্গা,
৬ শময়িয়, যোয়ারীব, যিদয়িয়, ৭ সল্লুক আমোক,
হিল্কিয়, যিদয়িয়; এরা যেশূয়ের সময়ে ইমামদের
ও আপন আপন ভাইদের মধ্যে প্রধান ছিল।
৮ আবার লেবীয়বর্গ; যেশূয়, বিন্নুয়ী,
কদ্মীয়েল, শেরেবিয়, এহুদা, মত্তনিয়; এই
মত্তনিয় ও তার ভাইয়েরা শুকরিয়া কাওয়ালীর
নেতা ছিল। ৯ আর তাদের ভাইয়েরা বক্বুকিয়
ও উন্নো তাদের সম্মুখে প্রহরিকর্মে নিযুক্ত ছিল।
১০ আর যেশূয়ের পুত্র যোয়াকীম, যোয়াকীমের

**১১:২৯ ঐন্-রিম্মোণ**। এই নামের অর্থ "বেদানা ফলের চারা," সম্ভবত এটি বর্তমানে খির্বেত উম আর-রামামিন, যা বের-শেবা থেকে নয় মাইল উত্তর-উত্তরপূর্ব দিকে অবস্থিত (ইউসা ১৫:৩২ আয়াত দেখুন)।

**সরায়**। কাজী ১৩:২ আয়াতের নোট দেখুন।

**যম্মুত**। ইলিউথেরোপলিস (বেথ-যিব্রিন) এর আট মাইল উত্তর-উত্তরপূর্ব দিকে অবস্থিত, এটি দক্ষিণের পাঁচটি কেনানীয় নগরের মধ্যে একটি যার অধিবাসীরা ইউসার আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিল (ইউসা ১০:৩-৫)।

**১১:৩০ সানোহ**। এহুদা ও ফিলিস্তিনের মধ্যবর্তী নিচু পাহাড়ী প্রদেশ শেফেলাহ্ এর একটি গ্রাম। সানোহ এর অধিবাসীরা উপত্যকার দ্বার মেরামত করেছিল (৩:১৩)। এই স্থানটি হচ্ছে বর্তমান খির্বেত যানু, যা বৈৎশেমশ থেকে তিন মাইল দক্ষিণ-দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত।

**অদুল্লম**। পয়দা ৩৮:১ আয়াতের নোট দেখুন। লাখীশ। ইউসা ১০:৩ দেখুন; সেই সাথে ইশা ৩৬:২; মিকাহ্ ১:১৩ আয়াতের নোট দেখুন। ইয়ার ৩৪:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

**হিন্নোম**। জেরুশালেমের পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে অবস্থিত উপত্যকা; ইঞ্জিল শরীফে গেহেন্না নামে অভিহিত হয়েছে (ইশা ৬৬:২৪; প্রকা ১৯:২০ আয়াতের নোট দেখুন)।

**১১:৩১-৩৫** এই আয়াতগুলোতে লিপিবদ্ধকৃত বিন্ইয়ামিনীয় নগরগুলোর অধিকাংশের নামই ৭:২৬-৩৮; উযা ২:২৩-৩৫ আয়াতে পুনরায় পাওয়া যায়।

**১১:৩১ সেবা**। ১২:২৯ আয়াত দেখুন; ১ শামু ১৩:৩ আয়াতের নোটও দেখুন।

**মিক্মস**। ১ শামু ১৩:২ আয়াতের নোট দেখুন।

**অয়া**। এর আরেক নাম অয় (ইউসা ৭:২ আয়াত দেখুন)।

**বেথেল**। পয়দা ১২:৮; ইউসা ৭:২; উযা ২:২৮; আমোস ৪:৪ আয়াত দেখুন।

**১১:৩২ অনাথোত**। ইয়ার ১:১ আয়াতের নোট দেখুন।

**নোব**। ১ শামু ২১:১ আয়াতের নোট দেখুন।

**রনম, অননিয়া**। সম্ভবত বেথানি, যার নামের অর্থ "অননিয়ের গৃহ" (মথি ২১:১৭ আয়াতের নোট দেখুন)।

**১১:৩৪ হাদীদ**। লোদ থেকে তিন-চার মাইল উত্তরপূর্বে অবস্থিত একটি নগর (৭:৩৭; উযা ২:৩৩ আয়াত দেখুন)।

**১১:৩৫ লোদ**। উযা ২:৩৩ আয়াতের নোট দেখুন।

**ওনো**। ৬:২ আয়াতের নোট দেখুন।

**শিল্পকরদের উপত্যকা**। গে-হারাশিম; ১ খান্দান ৪:১৪ আয়াতের নোট দেখুন; লোদ এবং ওনোর মধ্যবর্তী একটি বিস্তৃত উপত্যকা। নামটির মধ্য দিয়ে এই স্মৃতি ধরে রাখা হয়েছে যে, ফিলিস্তিনীরা এক সময় ধাতুর শিল্পকার ছিল (১ শামু ১৩:১৯-২০)।

**১২:১ শল্টীয়েলের পুত্র সরুব্বাবিল**। উযা ৩:২,৮; ৫:২ দেখুন; সেই সাথে হগয় ১:১ আয়াতের নোট দেখুন।

**যেশূয়**। তিনি ৫৩৮/৫৩৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ব্যাবিলনের বন্দীদশা থেকে ফিরে আসেন (আয়াত ১০,২৬; ৭:৭; উযা ২:২ আয়াতের নোট দেখুন; হগয় ১:১; জাকা ৩:১ আয়াতের নোট দেখুন)।

**উযায়ের**। এই ব্যক্তি উযায়ের কিতাবের রচয়িতা এবং ইসরাইল জাতিকে বন্দীদশার ৮০ বছর পর ফিরিয়ে নিয়ে আসায় নেতৃত্বদানকারী উযায়ের নন।

**১২:৭ ইমামদের ... প্রধান**। বাদশাহ্ দাউদের সময়ে ইমামদের ২৪টি দল ভাগ করে তাদের দায়িত্ব বণ্টন করা হয়েছিল (১ খান্দান ২৪:৩, ৭-১৯; ২৪:৪ আয়াতের নোট দেখুন)। ১-৭ আয়াতে ইমামদের এই ২৪টি দলের মোট ২২টি দলের নাম পাওয়া যায়। ২৪টি দলের নাম সম্বলিত লিপিফলক ইসরাইল জুড়ে বিভিন্ন এবাদতখানায় টাঙ্গিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যার মধ্যে মাত্র দুটি লিপিফলকের ভগ্নাবশেষ সাম্প্রতিককালে আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলোর একটি ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে অস্কিলোনে আবিষ্কৃত হয়েছে এবং আরেকটি ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে সিজারিয়ায় আবিষ্কৃত হয়েছে, যার সময়কাল খ্রীষ্ট পরবর্তী তৃতীয় থেকে চতুর্থ শতাব্দী।

**১২:৯ তাদের সম্মুখে**। ২৪ আয়াত; উযা ৩:১১ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন ২ খান্দান ৭:৬। তারা যে গান গাইতেন তা ছিল মূল গায়কদের সম্পূরক এবং এ কারণে তারা মূল গায়কদের দুটি দলের মুখোমুখি দাঁড়াতেন।

**নিযুক্ত ছিল**। এই শব্দের হিব্রু প্রতিশব্দটি হচ্ছে মিশমারোৎ, যা কুমরান থেকে পাওয়া লিপিফলক অনুসারে একটি বিশেষ দায়িত্বের নাম। এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে ইমামদের দলগুলোর ব্যবহৃত সূর্য ভিত্তিক দিনপঞ্জি অনুসারে তা চাঁদের উপর নির্ভরশীল দিনপঞ্জির সাথে সমন্বয় সাধন করে কীভাবে তাদের দায়িত্ব বণ্টন করা হত।

**১২:১০ যেশূয়**। ১ আয়াতের নোট দেখুন।

**যোয়াকীম**। ১২, ১৬ আয়াতের নোট দেখুন।

BACIB International Bible CHURCH

পুত্র ইলিয়াশীব, ইলিয়াশীবের পুত্র যোয়াদা,
১১ যোয়াদার পুত্র যোনাথন, যোনাথনের পুত্র
যদ্দূয়।
১২ যোয়াকীমের সময়ে এরা পিতৃকুলপতি
ইমাম ছিল। সরায়ের কুলে মরায়, ইয়ারমিয়ার
কুলে হনানিয়; ১৩ উযায়েরের কুলে মশুল্লম, অম-
রিয়ের কুলে যিহোহানন, ১৪ মল্লূকীর কুলে
যোনাথন, ১৫ শবনিয়ের কুলে ইউসুফ,
১৬ হারীমের কুলে অদ্‌ন, মরায়েতের কুলে হিল্কয়,
ইদ্দোর কুলে জাকারিয়া, ১৭ গিন্নথোনের কুলে
মশুল্লম, অবিয়ের কুলে সিখ্রি, মিনিয়ামীনের কুলে
এক জন মোয়দিয়ের কুলে পিল্টয়, ১৮ বিল্‌গার
কুলে সম্মুয়, শময়িয়ের কুলে যিহোনাথন,
১৯ যোয়ারীবের কুলে মত্তনয়, যিদয়িয়ের কুলে
উষি, ২০ সলয়ের কুলে কলয়, আমোকের কুলে
এবর, ২১ হিল্কিয়ের কুলে হশবিয়, যিদয়িয়ের
কুলে নথনেল।
২২ ইলিয়াশীবের, যোয়াদার, যোহাননের ও
যদ্দূয়ের সময়ে লেবীয়দের পিতৃকুলপতিদের এবং
পারসীক দারিয়ুসের রাজত্বকালে ইমামদের নাম
খান্দাননামায় লেখা হল। ২৩ লেবীয় বংশজাত
পিতৃ-কুলপতিদের নাম বংশাবলি-কিতাবে
ইলিয়াশীবের পুত্র যোহাননের সময় পর্যন্ত লেখা
হল। ২৪ লেবীয়দের প্রধান লোক হশবিয়,
শেরেবিয় ও কদ্‌মীয়েলের পুত্র যেশূয় এবং
তাদের সম্মুখস্থ ভাইয়েরা আল্লাহ্‌র লোক
দাউদের হুকুম অনুসারে দলে দলে প্রশংসা ও
প্রশংসা-গজল করতে নিযুক্ত হল। ২৫ মত্তনিয় ও
বক্‌বুকিয়, ওবদিয়, মশুল্লম, টল্‌মোন ও অক্কুব
দ্বারপাল হয়ে দ্বারগুলোর নিকটবর্তী ভাণ্ডারগুলোর
প্রহরি-কর্ম করতো। ২৬ এরা যোষাদকের সন্তান
যেশূয়ের পুত্র যোয়াকীমের সময়ে এবং
শাসনকর্তা নহিমিয়ার ও অধ্যাপক উযায়ের
ইমামের সময়ে ছিল।

### জেরুশালেমের প্রাচীর প্রতিষ্ঠা

২৭ আর জেরুশালেমের প্রাচীর প্রতিষ্ঠা
উপলক্ষে লোকেরা লেবীয়দের সকল স্থানে গিয়ে
জেরুশালেমে আনবার জন্য তাদের খোঁজ
করলো, যেন করতাল, নেবল ও বীণাবাদ্য
পুরঃসর স্তব ও গান করে আনন্দ সহকারে
প্রতিষ্ঠা করা হয়। ২৮ আর গায়কদের সন্তানেরা
জেরুশালেমের চারদিকের অঞ্চল থেকে ও
নটোফাতীয়দের সকল গ্রাম থেকে, ২৯ এবং বৈৎ-
গিল্‌গল থেকে এবং গেবার ও অস্মাবতের ক্ষেত
থেকে একত্র হল, কেননা গায়কেরা
জেরুশালেমের চারদিকে নিজেদের জন্য গ্রাম
পত্তন করেছিল। ৩০ আর ইমামেরা ও লেবীয়েরা
নিজেরা পাক-পবিত্র হল এবং তারা লোকদেরকে

[১২:১০] উজা ১০:২৪; নহি ৩:২০।
[১২:১৭] ১খান্দান ২৪:১০।
[১২:২৪] উজা ২:৪০।
[১২:২৭] ১খান্দান ১৫:১৬,২৮; ২৫:৬; জবুর ৯২:৩।
[১২:২৮] ১খান্দান ২:৫৪; ৯:১৬।
[১২:৩০] হিজ ১৯:১০; আইউ ১:৫।

**ইলিয়াশীব**। ২২-২৩ আয়াত দেখুন; তিনি একজন মহা-ইমাম, যিনি জেরুশালেমের প্রাচীর পুনর্নির্মাণের কাজে সহায়তা করেছিলেন (৩:১, ২০-২১; ১৩:২৮)। টোবিয় ও অম্মোনীয়দেরকে স্থান দিয়ে বায়তুল মোকাদ্দসকে নাপাক করার দায়ে ইলিয়াশীব নামে একজন ইমাম অভিযুক্ত হয়েছিলেন (১৩:৪,৭)। কিন্তু এই ইলিয়াশীব মহা-ইমাম ইলিয়াশীব কি না সে বিষয়ে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

**১২:১১ যোনাথন**। যেহেতু ২২ আয়াতে যোয়াদার পরে যোহাননের নাম এবং তারও আগে যদ্দূয়ের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, এবং ২৩ আয়াতে যোহাননকে ইলিয়াশীবের পুত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে, সে কারণে অনেকে এটি ধারণা করেন যে, "যোহানন" নামটিকে ভুলবশত "যোনাথন" বলে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তবে বিষয়টি আরও জটিল আকারে রূপ নেয় যখন এলিফ্যান্টাইন প্যাপিরি এবং যোসেফাস (এন্টিকুইটিস, ১১.৭.১) এর রচনা অনুসারে এই মহা-ইমামকে "যোহানন" বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তবে তা প্রশ্নবিদ্ধ।

**১২:১২-২১** একটি বাদে (হট্টুশ, আয়াত ২) ইমামদের ২২টি দলের বাকিগুলোর নাম ১-৭ আয়াত অনুসারে পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে (রহূম, আয়াত ৩, যা হারীম নামের ভিন্ন রূপ, আয়াত ১৫; মিয়ামীন, আয়াত ৫, যা মিনিয়ামীন নামের ভিন্ন রূপ, আয়াত ১৭)। এই দ্বিতীয় তালিকাটি তৈরি করা হয়েছে যোয়াকীমের সময়ে (আয়াত ১২), যিনি খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষে বা পঞ্চম শতাব্দীর শুরুতে মহা ইমাম ছিলেন।

**১২:২২ পারসীক দারিয়ুস**। সম্ভবত দারিয়ুস দ্বিতীয় নোথাস (৪২৩-৪০৪ খ্রীষ্টপূর্ব)।

**১২:২৩ বংশাবলি-কিতাব**। ৭:৫ আয়াত দেখুন। সম্ভবত এটি বায়তুল মোকাদ্দসের আনুষ্ঠানিক বংশাবলি বা খান্দাননামা কিতাব ছিল, যেখানে বিভিন্ন তালিকা ও ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ ছিল। এর সাথে তুলনা করুন পারস্যের বাদশাহ্‌র বংশাবলি কিতাব (উযা ৪:১৫; ইষ্টের ২:২৩; ৬:১; ১০:২); আরও দেখুন "বাদশাহ্‌র ইতিহাস কিতাব," যার কথা ১ ও ২ বাদশাহ্‌নামা কিতাবে বার বার উল্লেখ করা হয়েছে।

**১২:২৬ নহিমিয়া ... উযায়ের**। ৮:৯ আয়াতের নোট দেখুন।

**১২:২৭ প্রাচীর প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে**। উযা ৬:১৬ আয়াতের নোট দেখুন।

**করতাল**। উযা ৩:১০ আয়াতের নোট দেখুন। সাধারণত ধর্মীয় উৎসবের সময় করতাল ব্যবহার করা হত (১ খান্দান ১৬:৪২; ২৫:১; ২ খান্দান ৫:১২; ২৯:২৫)। বৈৎশেমশে এবং তেল আবু হাওয়ামে এ ধরনের প্রাচীনকালের কিছু করতাল আবিষ্কৃত হয়েছে।

**নেবল**। পয়দা ৩১:২৭ আয়াতের নোট দেখুন; প্রধানত ধর্মীয় উৎসবে ও আনুষ্ঠানিকতায় ব্যবহৃত হত (১ শামু ১০:৫; ২ শামু ৬:৫; জবুর ১৫০:৩)। উর থেকে আবিষ্কৃত নেবলের ভগ্নাবশেষ, নেবলের বিভিন্ন ধরনের ছবি এবং বিভিন্ন বর্ণনা থেকে প্রাচীন নেবলের অনুকরণে সম্প্রতি নেবল তৈরি করার চেষ্টা করা হয়েছে।

**বীণা**। বীণাতে নেবলের মত প্রায় একই দৈর্ঘ্যের তার থাকত, কিন্তু এর পরিধি ও পরিমাণ বিভিন্ন ধরনের হত (১ খান্দান ১৫:১৬; দানি ৩:৫ দেখুন)।

**১২:২৮ নটোফাতীয়**। বেথেলহামের নিকটবর্তী নটোফাত নগরের অধিবাসীরা (৭:২৬)।

**১২:২৯ বৈৎ-গিল্‌গল**। সম্ভবত জেরিকোর নিকটবর্তী গিল্‌গল (ইউসা ৪:১৯ আয়াতের নোট দেখুন), অথবা ইলিয়াসের গিল্‌গল (২ বাদশাহ্‌ ২:১), যা বেথেল থেকে ৭ মাইল উত্তরে

BACIB International Bible CHURCH

ও সমস্ত দ্বার ও প্রাচীর পাক-পবিত্র করলো।
৩১ পরে আমি এহুদার নেতাদেরকে প্রাচীরের
উপরে আনলাম এবং প্রশংসা-গজলকারী দুই মহা
সংকীর্তন-দল নির্ধারণ করলাম; তার এক দল)
প্রাচীরের উপর দিয়ে দক্ষিণ পাশে সার-দ্বারের
দিকে গেল; ৩২ তাদের পিছনে হোশিয়য় ও
এহুদার কর্মকর্তাদের অর্ধেক, ৩৩ এবং অসরিয়,
উযায়ের ও মশুল্লম, ৩৪ এহুদা ও বিন্‌ইয়ামীন
এবং শময়িয় ও ইয়ারমিয়া গেল। ৩৫ আর তূরীর
সঙ্গে ইমাম-সন্তানদের মধ্যে কয়েকজন লোক,
অর্থাৎ আসফের বংশজাত সক্কুরের সন্তান,
মীখায়ের সন্তান, মত্তনিয়ের সন্তান, শময়িয়ের পুত্র
যে যোনাথন, তার পুত্র জাকারিয়া, ৩৬ ও এর
ভাইয়েরা শময়িয় ও অসরেল, মিললয়, গিললয়,
মায়য়, নথনেল, এহুদা ও হনানি, এরা আল্লাহ্‌র
লোক দাউদের নির্ধারিত নানা বাদ্যযন্ত্র হাতে
নিয়ে চললো এবং অধ্যাপক উযায়ের তাদের
অগ্রভাগে চললেন। ৩৭ তারা ফোয়ারা-দ্বারের কাছ
হয়ে সম্মুখস্থ দাউদ-নগরের সোপানে প্রাচীরের
বাড়ির উপর দিয়ে পানি-দ্বার পর্যন্ত পূর্ব দিকে
গমন করলো।
৩৮ আর প্রশংসা-গজলকারী দ্বিতীয় দল
প্রাচীরের উপর দিয়ে তাদের সঙ্গে মিলিত হতে
গেল; এবং আমিও লোকদের অর্ধেককে নিয়ে
তাদের পিছনে গমন করলাম। তারা তুন্দুরের
উচ্চগৃহ থেকে প্রশস্ত প্রাচীর পর্যন্ত, ৩৯ এবং
আফরাহীমের দ্বার, পুরানো দ্বার, মৎস্য-দ্বার,
হননেলের উচ্চগৃহ ও হম্মেয়ার উচ্চগৃহ দিয়ে
মেষ-দ্বার পর্যন্ত গেল এবং রক্ষীদের দ্বারে
দাঁড়ালো। ৪০ এভাবে আল্লাহ্‌র গৃহে প্রশংসা-
গজলকারীদের ঐ দুই দল এবং আমি ও আমার
সঙ্গে কর্মকর্তাদের অর্ধেক লোক; ৪১ আর
ইলীয়াকীম, মাসেয়, মিনিয়ামীন, মীখায়, ইলিয়ৈনয়,
জাকারিয়া, হনানিয়, এই ইমামেরা
তূরীসহ, ৪২ এবং মাসেয়, শময়িয়, ইলিয়াসর,
উষি, যিহোহানন, মল্কিয়, ইলাম ও এষর, আমরা
সকলে দাঁড়িয়ে রইলাম; তখন গায়কেরা
উচ্চৈঃস্বরে গান করলো ও যিষ্রহিয় তাদের
তত্ত্বাবধায়ক ছিল। ৪৩ সেই দিনে লোকেরা
অনেক কোরবানী করে আনন্দ করলো, কেননা
আল্লাহ্‌ তাদেরকে মহানন্দে আনন্দিত করলেন
এবং স্ত্রী ও বালক বালিকারাও আনন্দ করলো;
তাতে অনেক দূর পর্যন্ত জেরুশালেমের
আনন্দধ্বনি শোনা গেল।

### বায়তুল-মোকাদ্দসে উপহার নিয়ে আসা

৪৪ আর সেদিন কেউ কেউ উত্তোলনীয়
উপহারের, অগ্রিমাংশের ও দশমাংশের জন্য
ভাণ্ডার-কুঠরীগুলোতে, ব্যবস্থানুসারে ইমামদের

[১২:৩১] নহি ২:১৩।
[১২:৩৪] উজা ১:৫।
[১২:৩৫] উজা ৩:১০।
[১২:৩৬] ১খান্দান ১৫:১৬।
[১২:৩৭] নহি ২:১৪।
[১২:৩৮] নহি ৩:১১।
[১২:৩৯] ২বাদশা ১৪:১৩।
[১২:৪৪] লেবীয় ২৭:৩০।

অবস্থিত।

**১২:৩০ পাক-পবিত্র করলো।** লেবীয় ৪:১২ আয়াতের নোট দেখুন। যা কিছু বায়তুল মোকাদ্দসের অন্তর্গত তা পাক-পবিত্র করা লেবীয়দের দায়িত্ব ছিল (১ খান্দান ২৩:২৮)। সেই সাথে এবাদত বন্দেগী বা অন্যান্য অনুষ্ঠানের সময় লোক সমাগমের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমগ্র বায়তুল মোকাদ্দস পবিত্র রাখাও তাদের দায়িত্ব ছিল (২ খান্দান ২৯:১৫)। এই আনুষ্ঠানিক পাক-পবিত্র করার উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ্‌র পবিত্রতা এবং নৈতিক শুদ্ধতা শিক্ষা দেওয়া (লেবীয় ১৬:৩০)।

**১২:৩১ দুই মহা সংকীর্তন-দল।** ৩৮ আয়াতের নোট দেখুন। গায়কদের এই দুই বড় দল সম্ভবত উপত্যকা দ্বারের এলাকা থেকে তাদের অবস্থান শুরু করেছিল (২:১৩,১৫; ৩:১৩), যা ছিল প্রাচীরের পশ্চিম অংশের কেন্দ্রস্থল। প্রথম দলটি পরিচালনা করেছিলেন উযায়ের (আয়াত ৩৬), যা প্রাচীর ঘেঁষে ঘড়ির কাঁটার উল্টো দিক বরাবর সরে গিয়েছিল; দ্বিতীয়টি পরিচালনা করেছিলেন নহিমিয়া (আয়াত ৩৮), যারা ঘড়ির কাঁটার প্রদক্ষিণ পথ অনুসারে সরে গিয়েছিল। দুটি দলেরই বিপরীত প্রান্ত এক সাথে মিলিত হয়েছিল পানি দ্বারের কাছে এসে (আয়াত ৩৭) এবং রক্ষীদের দ্বারের কাছে এসে (আয়াত ৩৯) এবং এর পর তারা বায়তুল মোকাদ্দসের সীমানায় প্রবেশ করেছিল। এর সাথে তুলনা করুন জবুর ৪৮:১২-১৩ আয়াত।

**দক্ষিণ পাশে।** অর্থাৎ ডান দিকে। সেমীয় জাতিগুলো পূর্ব দিকে মুখ করে দিক নির্ণয় করত। এ কারণে তারা ডান দিক বললে তা দক্ষিণ দিক বোঝাত (ইউসা ১৭:৭; ১২ শামু ২৩:২৪; আইউব ২৩:৯ দেখুন)।

**সার দ্বার।** ২:১৩ আয়াতের নোট দেখুন।

**১২:৩৫ তূরী।** উযায়ের ৩:১০ আয়াতের নোট দেখুন। প্রত্যেক সংকীর্তন দলে ইমামেরা তূরী বাজাতেন এবং লেবীয়রা অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র বাজাতেন।

**আসফ।** ১১:১৭ আয়াতের নোট দেখুন।

**১২:৩৬ অধ্যাপক উযায়ের।** উযা ৭:১,৬ আয়াতের নোট দেখুন।

**১২:৩৭ ফোয়ারা দ্বার।** ২:১৪ আয়াতের নোট দেখুন।

**দাউদ নগর।** ৩:১৫ আয়াত দেখুন; সেই সাথে ২ শামু ৫:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

**পানি-দ্বার।** ৩:২৬ আয়াতের নোট দেখুন।

**১২:৩৮ প্রশংসা-গজলকারী দল।** এই নামের ইংরেজী প্রতিশব্দ "কয়ার," যার আক্ষরিক অর্থ "ধন্যবাদ।" এ কারণে তাদেরকে প্রশংসা-গজলকারী দল বলা হয়েছে (আয়াত ৪০)।

**তুন্দুরের উচ্চগৃহ।** ৩:১১ আয়াতের নোট দেখুন।

**প্রশস্ত প্রাচীর।** ৩:৮ আয়াতের নোট দেখুন।

**১২:৩৯ আফরাহীমের দ্বার।** ৩:৬; ৮:১৬ আয়াতের নোট দেখুন।

**পুরানো দ্বার।** ৩:৬ আয়াতের নোট দেখুন।

**মৎস দ্বার।** ৩:৩ আয়াতের নোট দেখুন।

**হননেলের উচ্চগৃহ ... হম্মেয়ার উচ্চগৃহ ... মেষ-দ্বার।** ৩:১ আয়াতের নোট দেখুন।

**রক্ষীদের দ্বার।** ইয়ার ৩২:২ আয়াত দেখুন।

**১২:৪৩ আল্লাহ্‌ তাদেরকে মহানন্দে আনন্দিত করলেন।** ১ খান্দান ২৯:৯ আয়াত দেখুন।

**স্ত্রী।** অর্থাৎ নারীরা। ৮:২; হিজ ১৫:২০ আয়াতের নোট দেখুন।

**অনেক দূর পর্যন্ত জেরুশালেমের আনন্দধ্বনি শোনা গেল।** উযা ৩:১৩ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন ১ বাদশাহ্‌ ১:৪০; ২ বাদশাহ্‌ ১১:১৩।

ও লেবীয়দের জন্য সমস্ত নগরের ক্ষেত থেকে
প্রাপ্য সমস্ত অংশ তার মধ্যে সংগ্রহ করার জন্য
নিযুক্ত হল; কেননা কার্যকারী ইমাম ও লেবীয়দের
জন্য এহুদার লোকেরা আনন্দিত হয়েছিল।
৪৫ আর তারা তাদের আল্লাহ্‌র সেবা ও পাক-
পবিত্র করণের নিয়ম পালন করলো; এবং
গায়কেরা ও দ্বারপালেরা দাউদ ও তাঁর পুত্র
সোলায়মানের হুকুম অনুসারে কাজ করলো।
৪৬ কেননা আগেকার দিনে দাউদ ও আসফের
সময়ে গায়কদের প্রাচীনবর্গরা এবং আল্লাহ্‌র
উদ্দেশে প্রশংসার গান ও স্তবের গান নির্ধারিত
ছিল। ৪৭ আর সরুব্বাবিল ও নহিমিয়ার সময়ে
সমস্ত ইসরাইল গায়ক ও দ্বারপালদের দৈনিক
অংশ দিত, আর লোকেরা লেবীয়দের জন্য দ্রব্য
পৃথক করে রাখত, আবার লেবীয়েরা হারুন-
সন্তানদের জন্য দ্রব্য পৃথক করে রাখত।

**১৩** ১ সেদিন লোকদের কর্ণগোচরে মূসার
কিতাব পাঠ করা হল; তার মধ্যে লেখা
এই হুকুম পাওয়া গেল, অম্মোনীয় কিংবা
মোয়াবীয় লোক কখনও আল্লাহ্‌র সমাজে প্রবেশ
করতে পারবে না; ২ কেননা তারা খাদ্য ও পানি
নিয়ে বনি-ইসরাইলদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নি,
বরং তাদেরকে বদদোয়া দিতে তাদের প্রতিকূলে
বালামকে ঘুষ দিয়েছিল; কিন্তু আমাদের আল্লাহ্‌
সেই বদদোয়া দোয়ায় পরিণত করলেন। ৩ তখন
তারা এই ব্যবস্থা শুনে সমস্ত বিদেশী
বংশজাতদের ইসরাইল লোক থেকে পৃথক
করলো।

### হযরত নহিমিয়ার দ্বিতীয়বার আগমন

৪ এর আগে, আমাদের আল্লাহ্‌র গৃহের
কুঠরীগুলোর নেতা ইমাম ইলিয়াশীব টোবিয়ের
আত্মীয় হওয়াতে তার জন্য একটি বড় কুঠরী
দিয়েছিল; ৫ আগে লোকেরা সেই স্থানে নিবেদিত
শস্য-উৎসর্গ, কুন্দুরু ও সমস্ত পাত্র এবং লেবীয়,
গায়ক ও দ্বারপালদের জন্য হুকুম অনুযায়ী
দেওয়া শস্য, আঙ্গুর-রস ও তেলের দশ ভাগের
এক ভাগ এবং ইমামদের প্রাপ্য উত্তোলনীয়
সমস্ত উপহার রাখত। ৬ কিন্তু এসব ঘটনার
সময়ে আমি জেরুশালেমে ছিলাম না, কেননা
ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌ আর্টা-জারেক্সেসের দ্বাত্রিংশ
বছরে আমি বাদশাহ্‌র কাছে গিয়ে কিছু দিন পর
বাদশাহ্‌র কাছ থেকে বিদায় নিলাম। ৭ পরে
আমি জেরুশালেমে এলাম, আর ইলিয়াশীব
টোবিয়কে আল্লাহ্‌র গৃহের প্রাঙ্গণে একটি কুঠরী
দিয়ে যে অপকর্ম করেছে, তা অবগত হলাম।
৮ এতে আমার অতিশয় অসন্তোষ জন্মাল; তাই
ঐ কুঠরী থেকে টোবিয়ের সমস্ত গৃহসামগ্রী বের
করে ফেললাম। ৯ আর আমি হুকুম দিয়ে সমস্ত
কুঠরী পাক-পবিত্র করালাম এবং সেই স্থানে
আল্লাহ্‌র গৃহের সমস্ত পাত্র, শস্য-উৎসর্গ ও

[১২:৪৫] ২খান্দান ৮:১৪। [১২:৪৬] ২খান্দান ২৯:২৭; জবুর ১৩৭:৪। [১২:৪৭] দ্বি:বি ১৮:৮। [১৩:১] দ্বি:বি ২৩:৩। [১৩:২] শুমারী ২৩:৭; দ্বি:বি ২৩:৩। [১৩:৩] নহি ৯:২। [১৩:৪] নহি ১২:৪৪। [১৩:৫] লেবীয় ২৭:৩০; শুমারী ১৮:২১। [১৩:৬] নহি ২:৬। [১৩:৭] উজা ১০:২৪। [১৩:৮] মথি ২১:১২-১৩; মার্ক ১১:১৫-১৭; লূক ১৯:৪৫-৪৬; ইউ ২:১৩-১৬। [১৩:৯] ১খান্দান ২৩:২৮; ২খান্দান ২৯:৫।

**১২:৪৪ এহুদার লোকেরা আনন্দিত হয়েছিল।** লোকেরা আনন্দের সাথে ও আন্তরিকতা নিয়ে ইমাম ও লেবীয়দের সহযোগিতা প্রদানের জন্য দান উৎসর্গ দিয়েছিল (এর সাথে তুলনা করুন ২ করিন্থীয় ৯:৭ আয়াত)।

**১২:৪৬ আসফ।** ১১:১৭ আয়াতের নোট দেখুন।

**১২:৪৭ সরুব্বাবিল।** উযা ১:২ আয়াতের নোট দেখুন।

**দৈনিক অংশ দিত।** এই শব্দের হিব্রু প্রতিশব্দের অর্থ দ্বারা নিয়মিত অর্থ দানের কথা বোঝায়।

**১৩:১-২** দ্বি.বি. ২৩:৩-৬ আয়াত দেখুন।

**১৩:২ বালাম।** শুমারী ২২:৫,৮ আয়াতের নোট দেখুন।

**১৩:৪ ইলিয়াশীব।** ১২:১০ আয়াতের নোট দেখুন।

**টোবিয়।** ২:১০ আয়াতের নোট দেখুন।

**তার জন্য একটি বড় কুঠরী দিয়েছিল।** পারস্যের বাদশাহ্‌র কাছে হাজিরা দিতে যাওয়ার কারণে নহিমিয়া কিছু দিন জেরুশালেমে অনুপস্থিত ছিলেন। এ সময়ে নহিমিয়ার অন্যতম প্রধান একজন বিপক্ষবাদী ব্যক্তি টোবিয় ইমাম ইলিয়াশীবের উপর প্রভাব খাটিয়ে বায়তুল মোকাদ্দসের ভেতরে এই বিশেষ কক্ষটি থাকার জন্য দখল করে নেয়, যা আসলে দশমাংশ বা এ ধরনের বিশেষ দান উৎসর্গ রাখার জন্য ব্যবহৃত হত (১০:৩৭ আয়াতের নোট দেখুন; শুমারী ১৮:২১-৩২; দ্বি.বি. ১৪:২৮-২৯; ২৬:১২-১৫)। অন্যান্য সমস্ত স্থানে আমরা দেখি মশূল্লমের কক্ষ (৩:৩০) এবং যিহোহাননের কক্ষ (উযা ১০:৬)।

**১৩:৬ আর্টা-জারেক্সেসের দ্বাত্রিংশ বছরে।** ৫:১৪ আয়াতের নোট দেখুন।

**ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌।** ব্যাবিলন জয় করার পর বাদশাহ্‌ কাইরাস প্রথম এই উপাধি গ্রহণ করেন (উযা ৫:১৩ আয়াত দেখুন) এবং পরবর্তীতে এ্যাকেমেনিড (পারসিক) বাদশাহ্‌গণ এই উপাধি গ্রহণ করেন।

**১৩:৭ জেরুশালেমে এলাম।** নহিমিয়ার দ্বিতীয় দফা শাসনকাল নিশ্চয়ই ৪০৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের আগেই শেষ হয়েছিল। কারণ এলিফ্যান্টাইন প্যাপাইরি অনুসারে সে সময় এহুদার শাসনকর্তা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন বাগোহি (বিগভাই)। অনেকে বলে থাকেন নহিমিয়ার প্রথম দফা শাসনকাল শেষ হওয়ার পর দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন তাঁর ভাই হনানি (১:২ আয়াতের নোট দেখুন)।

**গৃহের প্রাঙ্গণ।** ৮:১৬ আয়াতের নোট দেখুন। সরুব্বাবিলের এবাদতখানায় দুটি প্রাঙ্গণ ছিল (জাকা ৩:৭; এর সাথে তুলনা করুন ইশা ৬২:৯)।

**১৩:৮ অতিশয় অসন্তোষ জন্মাল ... বের করে ফেললাম।** নহিমিয়া তাঁর কাজের মধ্য দিয়ে তাঁর মনোভাব প্রকাশ করলেন (আয়াত ২৪-২৫; ৫:৬-৭ দেখুন)। এর সাথে তুলনা করুন উযায়েরের প্রতিক্রিয়া, যিনি স্তম্ভিত হয়ে বসে ছিলেন (উযা ৯:৩)। নহিমিয়ার কাজ আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয় ঈসা মসীহের প্রতিক্রিয়ার কথা, যা তিনি এবাদতখানার অভ্যন্তরে ব্যবসায়ীদেরকে দেখে প্রকাশ করেছিলেন (মথি ২১:১২-১৩)।

**১৩:৯ কুঠরী।** ৫-৮ আয়াতে শুধুমাত্র একটি কুঠরী বা কক্ষের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু এর সাথে আরও কিছু কুঠরী যুক্ত ছিল। বায়তুল মোকাদ্দসের একটি কুঠরীতে টোবিয়ের অধিগ্রহণ এবং তা পরবর্তীতে পাক-পবিত্র করার ঘটনার সাথে এক শতাব্দী আগে মিসরের একটি ঘটনার মিল রয়েছে, যখন গ্রীক ভাড়াটে সৈন্যরা সাইস-এ অবস্থিত নেইথ এর মন্দির দখল করেছিল। মিসরীয় পুরোহিত উঝাহোরেসনেত এর আবেদনে পারস্যের

কুন্দুরু পুনর্বার আনালাম।
১০ আর আমি জানতে পারলাম, লেবীয়দের
অংশ তাদেরকে দেওয়া হয় নি, সেজন্য কর্মকারী
লেবীয় ও গায়কেরা পালিয়ে প্রত্যেকে যার যার
ভূমিতে চলে গেছে। ১১ তাতে আমি
কর্মকর্তাদেরকে অনুযোগ করে বললাম আল্লাহ্‌র
এবাদতখানা কেন পরিত্যক্ত হল? পরে ওদেরকে
সংগ্রহ করে স্ব স্ব পদে স্থাপন করলাম। ১২ আর
সমস্ত এহুদা শস্যের, আঙ্গুর-রস ও তেলের দশ
ভাগের এক ভাগ ভাণ্ডারে আনতে লাগল।
১৩ আর আমি শেলিমিয় ইমাম ও সাদোক
আলেমকে এবং লেবীয়দের মধ্যে পদায়কে ও
তাদের অধীনে মত্তনিয়ের পৌত্র সক্কুরের পুত্র
হাননকে ভাণ্ডারগুলোর নেতা করলাম, কেননা
তারা বিশ্বস্ত হিসেবে বিবেচিত ছিল, আর তাদের
ভাইদেরকে অংশ বিতরণ করা তাদের কাজ হল।
১৪ হে আমার আল্লাহ্‌, এই বিষয়ে আমাকে স্মরণ
কর; আমি আমার আল্লাহ্‌র গৃহের জন্য ও তাঁর
সেবার জন্য যেসব সাধু কাজ করেছি, তা মুছে
দিও না।

### বিশ্রামবার পালন শুরু করা

১৫ ঐ সময়ে আমি এহুদার মধ্যে কতগুলো
লোককে বিশ্রামবারে আঙ্গুরযন্ত্র মাড়াই করতে,
আটি আনতে ও গাধার উপরে চাপাতে এবং
বিশ্রামবারে আঙ্গুর-রস, আঙ্গুর ফল ও ডুমুরাদি
সকল দ্রব্যের বোঝা জেরুশালেমে আনতে
দেখলাম; তাতে যেদিন তারা খাদ্যদ্রব্য বিক্রয়
করছিল, সেদিন আমি তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য
দিলাম। ১৬ আর টায়ারের কতগুলো লোক নগরে
বাস করতো, তারা মাছ ও সমস্ত রকম বিক্রয়ের
দ্রব্য এনে বিশ্রামবারে এহুদা-বংশের লোকদের
কাছে ও জেরুশালেমে বিক্রি করতো। ১৭ তখন
আমি এহুদার প্রধান লোকদেরকে অনুযোগ করে
বললাম তোমরা বিশ্রামবার নাপাক করে এই কি
কুকাজ করছো? ১৮ তোমাদের পূর্বপুরুষেরা কি
সেই একই কাজ করতো না? আর সেজন্য
আমাদের আল্লাহ্‌ কি আমাদের উপরে ও এই
নগরের উপরে এসব অমঙ্গল ঘটান নি? আবার
তোমরাও বিশ্রামবার নাপাক করে ইসরাইলের
উপরে আরও ক্রোধ বর্তাচ্ছ।
১৯ পরে বিশ্রামবারের আগে জেরুশালেমের
দ্বারগুলোর উপর সন্ধ্যার ছায়া পড়লে আমি
কবাট বন্ধ করতে হুকুম করলাম; আরও
বললাম, বিশ্রামবার অতীত না হলে এই দ্বার

[১৩:১০] দ্বি:বি ১২:১৯।
[১৩:১১] নহি ১০:৩৭-৩৯; হগয় ১:১-৯; মালা ৩:৮-৯।
[১৩:১২] দ্বি:বি ১৮:৮; ১বাদশা ৭:৫১; ২খান্দান ৩১:৫; নহি ১০:৩৭-৩৯; মালা ৩:১০।
[১৩:১৩] নহি ১২:৪৪; প্রেরিত ৬:১-৫।
[১৩:১৪] পয়দা ৮:১; ২বাদশা ২০:৩।
[১৩:১৫] হিজ ২০:৮-১১; ৩৪:২১; দ্বি:বি ৫:১২-১৫।
[১৩:১৬] নহি ১০:৩১।
[১৩:১৮] ইয়ার ৪৪:২৩।
[১৩:১৯] লেবীয় ২৩:৩২।

বাদশাহ্‌ তাদেরকে তাড়িয়ে দেন এবং মন্দিরটিতে পবিত্রীকরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে তা আগের অবস্থানে ফিরিয়ে আনেন। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে। "মহামান্য বাদশাহ্‌ হুকুম দিলেন যেন নেইথ এর মন্দির দখলকারী সমস্ত বিদেশীদেরকে তাড়িয়ে দেওয়া হয় এবং মন্দিরের ভেতরে তারা তাদের বাসস্থান ও আর যত দ্রব্যাদি এনে তুলেছিল তার সব কিছু যেন ফেলে দেওয়া হয়, আর তারা তাদের নিজেদের মালপত্র তুলে নিয়ে মন্দির থেকে বের হয়ে যায়।"

**১৩:১০** নিঃসন্দেহে নহিমিয়া বেশ পুরানো ও স্থায়ী একটি অন্যায্য কাজকে ঠিক করতে চেয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে লেবীয়দের নিজেদের কোন সহায় সম্পত্তি ছিল না (শুমারী ১৮:২০, ২৩-২৪; দ্বি.বি. ১৪:২৯; ১৮:১), কিন্তু তাদের কারও কারও ব্যক্তিগত আয়ের উৎস ছিল (দ্বি.বি. ১৮:৮)। এ কারণে লেবীয়রা জনগণের স্বেচ্ছাদানের উপরে নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করত। এ কারণেই বোঝা যায় কেন অধিকাংশ লেবীয় বন্দীদশা থেকে ফিরে আসতে অনীহা প্রকাশ করেছিল (উযা ৮:১৫-২০ দেখুন)। যারা মাবুদের পরিচর্যা কাজ করতে গিয়ে পার্থিব সম্পদ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অতৃপ্তির কথা বলে তাদের অভিযোগ সম্পর্কে জানতে দেখুন মালাখি ২:১৭; ৩:১৩-১৫।

**১৩:১২ দশ ভাগের এক ভাগ।** ১২:৪৪ আয়াত দেখুন। মেসোপটেমিয়া অঞ্চলের অন্যান্য সমস্ত ধর্মের মন্দিরগুলোও জনগণের অর্থে পরিচালিত হত।

**১৩:১৩** ভাণ্ডারের চার জন নেতার মধ্যে একজন ছিলেন ইমাম, একজন লেবীয়, একজন পাণ্ডুলিপি রচয়িতা এবং আরেকজন ছিলেন সাধারণ কর্মী।

**বিশ্বস্ত।** নহিমিয়া বেছে বেছে বিশ্বস্ত লোকদেরই নিয়োগ দিতেন যেন সমস্ত দ্রব্যের যোগান সমান হয়, ঠিক যেভাবে মণ্ডলীতে প্রাচীনদের নিয়োগ দান করা হয়েছিল (প্রেরিত ৬:১-৫)।

**১৩:১৫ আঙ্গুরযন্ত্র মাড়াই।** ইশা ৫:২; ১৬:১০ আয়াতের নোট দেখুন।

**বিশ্রামবার।** সাধারণত অ-ইহুদী ব্যবসায়ীদের কারণেই ইহুদীদের মধ্যে বিশ্রামবার ভঙ্গ করার প্রবণতা দেখা যেত (১০:৩১; ইশা ৫৬:১-৮ দেখুন)। অপরদিকে সে সময় বিশ্রামবার পালনকারীদেরকে বিশেষ মর্যাদার দৃষ্টিতেও দেখা হত, কারণ ধার্মিক বাবা-মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে শব্বথয় নামে ডাকত (৮:৭; ১১:১৬; উযা ১০:১৫)।

**১৩:১৬ টায়ার।** ইশা ২৩:১ আয়াতের নোট দেখুন।

**মাছ।** টায়ারের লোকদের মাধ্যমে অধিকাংশ মাছই রপ্তানি করা হত (ইহি ২৬:৪-৫, ১৪) শুটকি করে, পুড়িয়ে বা লবণ দিয়ে প্রক্রিয়াজাত করে। গালীল সাগর থেকে ধৃত মাছই অধিকাংশ ক্ষেত্রে গালীলীয়দের খাবার ছিল (লেবীয় ১১:৯; শুমারী ১১:৫; মথি ১৫:৩৪; লূক ২৪:৪২; ইউ ২১:৫-১৩)। মৎস দ্বারের কাছাকাছি বাজারে তা বিক্রি করা হত (৩:৩ আয়াতের নোট দেখুন)।

**১৩:১৭-১৮ বিশ্রামবার নাপাক করে।** হিজ ১৬:২৮-২৯; শুমারী ১৫:৩২-৩৬; ইশা ৫৮:১৩-১৪; ইয়ার ১৭:১৯-২৭; আমোস ৮:৫, ৭-৮ দেখুন। "নাপাক" করার অর্থ হচ্ছে যা পবিত্র তাকে সাধারণ বস্তুর পর্যায়ে নামিয়ে নিয়ে আসার মধ্য দিয়ে অপবিত্র করে ফেলা (মালাখি ২:১০-১১ আয়াত দেখুন)।

**১৩:১৭ প্রধান লোকদেরকে অনুযোগ করে বললাম।** কারণ তারা ছিলেন নেতৃবর্গ।

**১৩:১৯ দ্বারগুলোর উপর সন্ধ্যার ছায়া পড়লে।** সূর্যাস্তের আগে, যখন বিশ্রামবার শুরু হয়। ব্যাবিলনীয়দের মত ইসরাইলীয়রাও এক সূর্যাস্ত থেকে আরেক সূর্যাস্ত পর্যন্ত দিন গণনা করত (অন্যদিকে মিসরীয়রা দিন হিসাব করত এক সূর্যোদয় থেকে আরেক সূর্যোদয় পর্যন্ত)। একজন ইমাম তূরী বাজিয়ে বিশ্রামবার শুরুর মুহূর্তটিতে ঘোষণা দিতেন। ইহুদী মিসনাহ্‌ অনুসারে বিশ্রামবার শুরু হওয়ার আগের বিকেলে তিন বার তূরী

খুলবে না; আর বিশ্রামবারে যেন কোন বোঝা
ভিতরে আনা না হয়, এজন্য আমি আমার কয়েক
জন যুবককে দ্বারে নিযুক্ত করলাম। ২০ তাতে
বণিকেরা ও সমস্ত রকম দ্রব্যের বিক্রেতারা দুই
এক বার জেরুশালেমের বাইরে রাত যাপন
করলো। ২১ তখন আমি তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য
দিয়ে তাদেরকে বললাম তোমরা কেন প্রাচীরের
সম্মুখে রাত যাপন কর? যদি আবার এমন কর,
তবে আমি তোমাদের উপরে হাত উঠাবো।
২২ সেই সময় থেকে তারা বিশ্রামবারে আর এল
না। পরে বিশ্রামবার পবিত্র করার জন্য আমি
লেবীয়দেরকে পাক-পবিত্র হতে এবং সমস্ত দ্বার
রক্ষা করার জন্য আসতে হুকুম করলাম। হে
আমার আল্লাহ্‌, এই বিষয়েও আমাকে স্মরণ কর
এবং তোমার অটল মহব্বতের মাহাত্ম্য অনুসারে
আমার প্রতি করুণা কর।

### বিজাতীয় স্ত্রী গ্রহণকে নিন্দা জানানো

২৩ আবার সেই সময়ে আমি দেখলাম,
ইহুদীদের কেউ কেউ অস্‌দোদীয়া, অম্মোনীয়া ও
মোয়াবীয়া স্ত্রী গ্রহণ করেছে; ২৪ এবং তাদের
সন্তানেরা অর্ধেক অস্‌দোদীয় ভাষায় কথা বলছে,
ইহুদীদের ভাষায় কথা বলতে জানে না, কিন্তু
নিজের নিজের জাতির ভাষানুসারে কথা বলে।
২৫ তাতে আমি তাদের সঙ্গে ঝগড়া করলাম,
তাদেরকে তিরস্কার করলাম এবং তাদের কোন
কোন ব্যক্তিকে প্রহার ও তাদের চুল উৎপাটন
করলাম এবং আল্লাহ্‌র নামে তাদেরকে এই বলে
কসম করালাম, তোমরা ওদের পুত্রদের সঙ্গে
নিজ নিজ কন্যাদের বিয়ে দেবে না ও নিজ নিজ
পুত্রদের জন্য কিংবা নিজেদের জন্য ওদের
কন্যাদেরকে গ্রহণ করবে না। ২৬ ইসরাইলের
বাদশাহ্‌ সোলায়মান এসব কাজ করে কি
অপরাধী হন নি? কিন্তু অনেক জাতির মধ্যে তার
মত কোন বাদশাহ্‌ ছিল না; আর তিনি তার
আল্লাহ্‌র প্রিয় পাত্র ছিলেন এবং আল্লাহ্‌ তাঁকে
সমস্ত ইসরাইলের উপরে বাদশাহ্‌ করেছিলেন;
তবুও বিজাতীয় স্ত্রীরা তাঁকেও গুনাহ্‌
করিয়েছিল। ২৭ অতএব আমরা কি তোমাদের
এই কথায় কান দেব যে, তোমরা বিজাতীয়
কন্যাদেরকে বিয়ে করে আমাদের আল্লাহ্‌র
বিরুদ্ধে বিশ্বাস ভঙ্গ করার জন্য এ সব মহাগুনাহ্‌
করবে?
২৮ ইলিয়াশীব মহা-ইমামের পুত্র যিহোয়াদার
এক পুত্র হোরুনীয় সন্‌বল্লটের জামাতা ছিল,
এজন্য আমি আমার কাছ থেকে তাকে তাড়িয়ে
দিলাম। ২৯ হে আমার আল্লাহ্‌, তাদেরকে স্মরণ
কর, কেননা তারা ইমামের পদ এবং ইমামের
পদের ও লেবীয়দের নিয়ম কলঙ্কিত করেছে।
৩০ এভাবে আমি বিজাতীয় সকলের থেকে
তাদেরকে পরিষ্কার করলাম এবং প্রত্যেকের
কাজ অনুসারে ইমাম ও লেবীয়দের কর্তব্য স্থির
করলাম; ৩১ আর নিরূপিত সময়ে কাঠ দানের
জন্য ও অগ্রিমাংশগুলোর জন্য লোক নিযুক্ত
করলাম। হে আমার আল্লাহ্‌, মঙ্গলার্থে আমাকে
স্মরণ কর।

[১৩:২২] পয়দা ৮:১; নহি ১:৮।
[১৩:২৩] হিজ ৩৪:১৬; রূত ১:৪।
[১৩:২৪] ইষ্টের ১:২২; ৩:১২; ৮:৯।
[১৩:২৫] উজা ১০:৫।
[১৩:২৬] হিজ ৩৪:১৬; ১বাদশা ১১:৩।
[১৩:২৭] উজা ৯:১৪।
[১৩:২৮] উজা ১০:২৪।
[১৩:২৯] নহি ১:৮।
[১৩:২৯] শুমারী ৩:১২।
[১৩:৩০] নহি ৯:২।
[১৩:৩১] পয়দা ৮:১; নহি ১:৮।

বাজানো হত যেন লোকেরা সে অনুসারে প্রস্তুত হয়ে সময়ের মধ্যে তাদের কাজ শেষ করতে পারে এবং নিজেদেরকে পাক পবিত্র করতে পারে। যোসেফাস (ওয়ারস, ৪.৯.১২) বায়তুল মোকাদ্দসের উঁচু মঞ্চের কথা বলেছেন, যেখানে দাঁড়িয়ে ইমাম তূরী বাজাতেন। বায়তুল মোকাদ্দসের চূড়ায় কাছে প্রত্নতাত্ত্বিকরা খনন কাজ চালিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের মঞ্চের একটি পাথর খণ্ড আবিষ্কার করেছেন, যেখানে লেখা রয়েছে "তূরী বাজানোর স্থান।"

**১৩:২২ আমাকে স্মরণ কর।** ১:৮ আয়াতের নোট দেখুন।

**১৩:২৩** এই ঘটনার প্রায় ২৫ বছর আগে নবী উযায়েরও এই একই সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলেন (উযা ৯:১ আয়াতের নোট দেখুন)।

**অম্মোন ও মোয়াব।** পয়দা ১৯:৩৬-৩৮ আয়াতের নোট দেখুন।

১৩:২৪ ইসরাইলীয়রা অন্যান্য জাতির লোকদেরকে তাদের ভাষা শুনে বিদেশী বলে চিহ্নিত করত (দ্বি.বি. ৩:৯; কাজী ১২:৬; জবুর ১১৪:১; ইশা ৩৩:১৯; ইহি ৩:৫-৬)।

**১৩:২৫ তাদের চুল উৎপাটন করলাম।** উযা ৯:৩; ইশা ৫০:৬ আয়াতের নোট দেখুন।

**তোমরা ওদের ... গ্রহণ করবে না।** নহিমিয়ার এই কাজের উদ্দেশ্য ছিল ভবিষ্যতের আন্তঃধর্মীয় বিয়ে যেন না ঘটে সেই পদক্ষেপ নেওয়া, কিন্তু উযায়ের চেয়েছিলেন ইতোমধ্যে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে হওয়া বিয়ে ভেঙ্গে দেওয়া।

**১৩:২৬ সোলায়মান।** সম্পদ ও রাজনৈতিক সাফল্য অর্জনের দিক থেকে ইসরাইলের সবচেয়ে সফল বাদশাহ্‌ (১ বাদশাহ্‌ ৩:১৩; ২ খান্দান ১:১২)। সোলায়মান আল্লাহ্‌র কাছে নম্রতার সাথে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান যাচঞা করে তাঁর রাজত্ব শুরু করেছিলেন (১ বাদশাহ্‌ ৩:৫-৯)।

**তাঁকেও গুনাহ্‌ করিয়েছিল।** সোলায়মানের শেষ জীবনে তাঁর পরজাতীয় স্ত্রীরা তাঁকে দিয়ে অন্য দেব দেবতাদের পূজা করিয়েছিল। এর ফলশ্রুতিতে তিনি মোয়াবীয়দের দেবতা কমোশের মন্দির নির্মাণ করেছিলেন (১ বাদশাহ্‌ ১১:৭)।

**১৩:২৮ সন্‌বল্লটের জামাতা।** লেবীয় ২১:১৪ আয়াত অনুসারে একজন মহা ইমাম কোন পরজাতীয় নারীকে বিয়ে করতে পারতেন না। যিহোয়াদার পুত্রকে নির্বাসিত করার মধ্য দিয়ে হয় এই নিষেধাজ্ঞাকে পালন করা হয়েছে নতুবা সার্বজনীনভাবে পরজাতীয়দের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ককে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই আয়াতে যে বৈবাহিক সম্পর্ক আমরা দেখতে পাই তা নহিমিয়ার কাছে আরও বেশি ঘৃণিত হয়ে ওঠার কারণ হচ্ছে সন্‌বল্লটের সাথে তাঁর শত্রুভাবাপন্ন সম্পর্ক (২:১০ আয়াত দেখুন)। যোসেফাস (এন্টিকুইটিস, ১১.৭.২) ঠিক এ ধরনের একটি ঘটনার কথা লিপিবদ্ধ করেছেন, যেখানে সামেরিয়ার সন্‌বল্লটের কন্যার সাথে ইহুদী মহা-ইমামের ভাইয়ের বিয়ে হয়েছিল, যার সময়কাল আলেকজান্ডার দি গ্রেট-এর সময়ের প্রায় এক শতাব্দী পরবর্তী কালের।

**১৩:৩১ মঙ্গলার্থে আমাকে স্মরণ কর।** নহিমিয়ার লিপিবদ্ধকৃত শেষ উক্তিটি তাঁর কিতাবের শেষ অধ্যায়ের অন্তর্নিহিত ভাবকেই প্রকাশ করে (আয়াত ১৪, ২২; ১:৮ আয়াতের নোট দেখুন)। সমগ্র পরিচর্যা কাজ জুড়েই তাঁর ইচ্ছা ছিল মাবুদ আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করা এবং তাঁর বেহেশতী কর্তৃত্বের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ পূর্বক তাঁর সেবা করা।